সুধাকর গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রী

অন্নপূর্ণা চণ্ডী

২০৭২৪

মৃত্যু-বিজয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

সর্ব্ব-রূপময়ী দেবী সর্ব্ব-দেবীময়ং জগৎ।
অতো'হং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্॥
(চণ্ডী-মূর্ত্তিরহস্যম্)

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
আনন্দাশ্রম।
প্যারিচাঁদ মিত্রের লেন, বর্দ্ধমান।

প্রাপ্তিস্থান—
উক্ত গ্রন্থকারের ঠিকানায়, এবং ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

 ১৩১৯। মূল্য ।/০, ভাল বাঁধা ।৵০

কৃতজ্ঞতা।

বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌-বোর্ডের সেক্রেটরী নদিয়া-কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত নীরদ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সানুগ্রহে এই চণ্ডীর অনেক স্থান সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রী সুধাকর গ্রন্থাবলী।

কলিকাতা, ২৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সরস্বতী প্রেসে
শ্রীকপিল চন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।
৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌ সংস্কৃত প্রেস
ডিপজিটরি দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত এস, কে, বাগচি (দার্জ্জিলিং) বলেন, "আপনার সুধাকর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ অনুভব করিয়াছি। এত সুখ মানব জীবনে আছে, তাহা আপনিই আমাকে দেখাইয়া দিলেন।"

শ্রীযুক্ত জি, সি, মিত্র (বেহার লাইট্ হর্স, মোজাফরপুর) বলেন,—আপনার সুধাকর গ্রন্থাবলী ঠিক এই কালের উপযোগী হইয়াছে। আমি নিদারুণ শোকে একান্ত কাতর, আপনার গ্রন্থাবলী পাঠে অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছি। আমার এই ভয়ানক সময়ে আমি আপনার গ্রন্থাবলী পাঠে স্থির হইয়াছি।

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী (রংপুর) বলেন, "আপনার লেখা অতি সুন্দর। আপনাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করি। আপনার যে বইখানি পড়ি, তাহাতেই আমার মন আকর্ষণ করে। বঙ্গরমণীর উপকারার্থেই আপনার জন্ম, আপনার গীতাই তাহার প্রমাণ।"

শ্রীযুক্তা শৈবলিনী দেবী (ফরিদপুর) বলেন, বাবা, আমাকে ভি, পি, ডাকে চারিখানি গীতা শীঘ্র পাঠাইবেন। আমি আপনার এই গীতা পাঠ করিয়া যথেষ্ট শান্তিলাভ করিয়াছি। আপনার কৃপাতে আর কিছুদিন পাঠ করিতে পারিলে সুখী হইব।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মিত্র (মোরাদপুর, বাঁকিপুর) বলেন,—"অমৃত" পাঠে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। ভক্তের প্রাণের কথা গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে।"

নলডাঙ্গা রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—আপনার গ্রন্থাবলী পড়িয়া মেয়েরাও পরমানন্দ লাভ করিতেছে। "অমৃত" প্রকৃতই "অমৃত" হইয়াছে। অতি সুন্দর, অতি মধুর! "চূড়ালা" পাঠের পরে "অমৃত" পাঠে বড়ই আনন্দ। এই "চূড়ালা" ও "অমৃত" আমি জীবনের সঙ্গী করিলাম।"

বর্দ্ধমানের বিখ্যাত ডাক্তার (স্বর্গীয়) গঙ্গানারায়ণ মিত্র বলেন,—আপনার "অমৃত" গ্রন্থের অমৃত পান করিয়া অমরত্ব অনুভব করিতেছি।

সুধাকরের সুধাবর্ষণে উত্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল। কিন্তু আমার পরিপাক শক্তি অল্প, পুষ্টিসাধন হইবে কি? অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতবাদে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের "রাস-রস-রসায়ন" বর্ণনা বড়ই সুললিত হইয়াছে। ইহাতে কতই মধু! আপনার "চূড়ালা" ও "অমৃতের" বহুল প্রচার দেখিয়া সুখী হইলাম।"

অবসর প্রাপ্ত সবজজ্ ও স্বাধীন ত্রিপুরার জজ্ মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় বলেন,—আপানার 'অমৃত' পাঠ করিয়া বোধ করিতেছি যেন অমৃতকণা-স্পর্শে অমরত্ব লাভ করিলাম। যতই পড়িতেছি ততই উহার সঞ্জীবনী রসে প্রাণ পূর্ণ হইতেছে। এখন বুঝিলাম, এই 'অমৃত' খানি কিরূপ অমূল্য সারসত্যের খনি। আমি সর্ব্বদা ঐ অমৃতের রসাস্বাদন করিয়া উহার উপদেশ মালা আত্মার ভূষণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব। না-জানি, এই অমৃতখনি প্রকাশ করিতে আপনার কতই পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

যেমতি ভারতী রমা, ত্রিদিব-দুহিতা সমা,
শতদল-বাসিনী সে ভাগিনেয়ী সুভাষিণী,
তার রক্তোৎপল-করে রাখিনু সমাধি-ভরে
মধুময়ী চণ্ডী-মধু কুলবধু-সঞ্জীবনী।

সন্তান পালন যথা মা-বাপের কর্ম্ম,
সমাজ পালনে তথা ভাষা আর ধর্ম্ম।
ধনজন-স্বাধীনতা গেলে থাকে আশা,
আশা নাই যায় যদি ধর্ম্ম আর ভাষা।
'মৃত ভাষা' 'পর ভাষা' আসে না ত বশে,
আবাল-বনিতা বাড়ে মাতৃভাষা-রসে!
নমি তারে যার ঘরে থাকে বার মাস,
সুধাকর গীতা-চণ্ডী কাশী কৃত্তিবাস।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রী চণ্ডীর কাব্যানুবাদে চণ্ডীর মৌলিক শক্তি রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে। কথার অনুবাদে অনুবাদ হয় না। মূল শ্লোকের মর্ম্মভেদ করা আবশ্যক। পরে শব্দের লালিত্য ও ভাবের মৌলিক মধুরতা রক্ষা করা চাই। মূল শ্লোকের শক্তির ন্যায় চিত্তাকর্ষণের শক্তি অনুবাদে থাকিলেই যথার্থ অনুবাদ বলা যায়। চণ্ডীর এই কাব্যানুবাদে সেই শক্তি কত দূর রক্ষিত হইয়াছে, ভক্তিমান্ পাঠক বর্গের বিবেচ্য।

একটী চৈতন্য-শক্তি সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ চৈতন্যের অভিপ্রায় অনুসারেই জগতের সমস্ত কার্য্য নিয়মিত হইতেছে। ঐ চৈতন্য-শক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত এক জাতীয়। ঐ চৈতন্য-শক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা হইতেই ছায়ারূপে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাতে কোনও

বিষয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইলে আমরা যদি চৈতন্যময়ী পরা শক্তিকে তাহা জানাই, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই সর্ব্বান্তর্গতা চৈতন্য-শক্তির গায়ে একটী আঘাত লাগিতেছে। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ আঘাত লাগিলে সেই মহাশক্তি জাগ্রত হন। এই জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত ক্রমাগত প্রার্থনা করিয়া সেই নানাকৌশল-ময়ী চৈতন্য-শক্তির নিকট প্রার্থনা সফল করান যায়।

সেই অন্তর্যামিনী চৈতন্য-রূপিণী শক্তিদেবীর নিকট আপদে বিপদে, পীড়নে মরণে, আমাদের সম্মিলিত আকুল প্রার্থনা উত্থিত হইলে, তিনি বিবিধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সর্ব্বোত্তম উপায় বিধান করিতে পারেন ও চিরদিন করিয়া থাকেন। অতএব ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা করিয়া, পরে অবহিত চিত্তে শুদ্ধান্তঃকরণে সেই মহাদেবীর নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা করিয়া প্রতি দিন চণ্ডী-পাঠ করিলে, বিঘ্ন-বিপদে কেন না শান্তি লাভ হইবে?

চণ্ডী-পাঠে আপদ শান্তি হয়, গ্রহ-শান্তি হয়, পীড়া-শান্তি হয়, মহামারি-শান্তি হয়, দুর্ভিক্ষ-শান্তি হয়, ভূতোপদ্রব বা ভয়-ভীতি থাকে না; সর্ব্বথা

মঙ্গল-সাধন হয়—এই বিশ্বাস হিন্দুগণের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও সংস্কারাবদ্ধ আছে। দুর্গোৎসবের সময়, এক পক্ষ পূর্ব্ব হইতে এ দেশে চণ্ডী-পাঠ আরম্ভ হইয়া থাকে, এবং গ্রহ-শান্তি ও আপদ-শান্তির জন্য সর্ব্বত্রই চণ্ডী-পাঠ প্রচলিত আছে। এই "চণ্ডীপাঠ" সর্ব্ববিধ পীড়া-ক্লেশে মহা শান্তিস্বস্ত্যয়ন। আধ্যাত্মিক ভাবে ভক্তিযোগে যিনি এই দেবী-স্তব নিত্য পাঠ করিবেন, তিনিই সর্ব্ব সঙ্কটে শান্তি ও অন্তিমে মুক্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

যিনি যেরূপ বোধের অধিকারী, তিনি চণ্ডীর সেই রূপ অর্থই ভাল বাসেন। তামসিকগণ ছাগাদি বলিদান করিয়া সেই জগৎ-জননীর আরাধনা করেন। রাজসিকগণ অসুর বধাদির কথায় তুষ্ট। সমাধি নামক বৈশ্যের ন্যায় সাত্ত্বিক উপাসকগণ চণ্ডীর মুক্তি ব্যাখ্যাই চান। "যেমন মতি, তেমন গতি।"

দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণে মহাশক্তি জাগ্রত হন। আদ্যাশক্তির উত্থানে জীব-হৃদয়ে শক্তির উদয় হয়। শক্তি না আসিলে সংযম অভ্যাস করা যায় না।

সংযমই শক্তির পরিচায়ক। সংযম-অভ্যাসে সমর্থ হইলেই তখন শারীরিক ও মানসিক যথার্থ স্বাস্থ্য উদয় হয়। সেই স্বাস্থ্যই শেষে সর্ব্বসিদ্ধি ও আনন্দ-সমাধি প্রদান করে। ক্ষিতি অপ্ ছাড়িয়া তেজের উপরেই সাধকের সাধনার প্রথম ভিত্তি-স্থাপন। সেই তেজঃ বা শক্তিতেই সংযম; সংযমেই স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যেই সিদ্ধি ও সমাধি। এই জন্য দেবী-মাহাত্ম্যই পরমার্থ-সিদ্ধির ভিত্তি-মূল। চণ্ডীর শক্তিই পারমার্থিক ব্রহ্মতেজঃ। ঐ মোক্ষপ্রদ তেজঃ মানবের হৃদয়ে সঞ্চারিত না হইলে, চণ্ডীর বাহ্য উপাখ্যান-ব্যাখ্যায় হৃদয় হইতে রজস্তমঃ বিধৌত হয় না। তবে কয়েকটী স্তব-স্তুতি পাঠে ভক্তি হয় বটে, স্থায়ী হয় না।

চণ্ডীর সর্ব্বশেষ-ভাগ পাঠে সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, রাজা ও বৈশ্যের উপাখ্যানে সর্ব্বশেষে রাজা সুরথ ও সমাধি-বৈশ্য মহাদেবী চণ্ডীর শ্রীপাদ-পদ্ম পূজা করিয়া উভয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাজার ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ জন্য যে প্রার্থনা, তাহাই সাধুগণের ঘৃণিত ও পরিত্যজ্য, এবং

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী বৈশ্যের মুক্তি-প্রার্থনাই ঐ অমৃতময় গ্রন্থের ও অমর মহর্ষি গ্রন্থকারের চরম ও পরম লক্ষ্য। উঁহাই যে সাধু-সজ্জনের বাঞ্ছনীয় ও গ্রহণীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি এই চণ্ডীর এতাধিক সমাদর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিবার কারণ কি? কেবল চণ্ডীর মোক্ষভাবই ইহার কারণ। মোক্ষই উহার লক্ষ্য, উপাখ্যান উহার উপলক্ষ। ঐতিহাসিক নবন্যাসের ন্যায় ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বনে এই আধ্যাত্মিক কাব্য বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি কাব্য, কবির কল্পনা জড়িত, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

উৎপীড়িত রাজা সুরথ ও সমাধি-বৈশ্য মন-ক্লেশে বনে গমন করিলেন। তাঁহাদের এই মনোদুঃখ নিবারণ জন্য, মেধসমুনি দেবীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। তাহাতে অসুর-বধের কথাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষ্ণুর মধু-কৈটভ বধ, ও দেবীর মহিষ-অসুর বধ ও শুম্ভ নিশুম্ভাদির যুদ্ধ-বৃত্তান্তে, সুরথের ও সমাধি-বৈশ্যের মনোব্যথা নিবারণের, বা সুশীতল চির-

শান্তি লাভের কি উপায় হইল? মেধসমুনি ত কেবল কতক গুলি অসুর বধের কাব্য বর্ণনাই করিলেন, তাহার সহিত রাজা ও বৈশ্যের মনো-দুঃখের কি সম্বন্ধ? এই কি অর্থ যে, হে রাজন্ হে বৈশ্য, তোমরাও ঐ দেবীর আরাধনা করিলে, তিনি স্বয়ং আসিয়া, তোমাদের ধনাপহারী শত্রু-গণকে ও স্ত্রীপুত্রকে বিশাল ত্রিশূল ও তীক্ষ্ণ খড়্গা-ঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেন এবং করালবদনী হইয়া জিহ্বা দ্বারা তাহাদের রক্ত পান করিবেন?

এই কাব্য বর্ণনা অল্পবুদ্ধি জন-সাধারণের জন্য, মানবের ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির জন্য নহে, বা মহাত্মাদের চির-শান্তি লাভের জন্যও নহে।

কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে এত দিন পর্য্যন্ত অবাধে চণ্ডীর যে গৌরব ও মাহাত্ম্য ভারত বক্ষে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, এই চণ্ডী পাঠেই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি ও চির-শান্তি লাভ হইবে। তবে বাহ্যিক অর্থে তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

চণ্ডী পাঠের পূর্ব্বে ন্যাসাদি যে সকল ক্রিয়া-প্রকরণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই অন্তরস্থ বায়ুর

ক্রিয়া। ঐ সকল বায়ু-ক্রিয়াই যোগের কার্য্য। উহাতে একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও চিরশান্তি লাভের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি।"

চণ্ডীর অর্গলাস্তোত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ লেখা আছে। এক্ষণে কেহ এই রূপ প্রার্থনা করিতে চান না। ইহার যথার্থ অর্থ এই—

রূপং অর্থে আত্মরূপ। জয়ং অর্থে পরমাত্মার ভাব। যশং অর্থে তত্ত্বজ্ঞান-গৌরব এবং "দ্বিষো জহি" অর্থে "হে দেবি, কাম ক্রোধাদি শত্রুগণকে বিনাশ কর।" এই সকল গুরুতর অর্থই জ্ঞানিগণের গ্রাহ্য। অধিকার ভেদেই অর্থ প্রকাশ পায়।

এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন চিকিৎসক সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন। হিন্দু যোগী গণ উহাকেই প্রাণায়াম বা প্রাণ বায়ুর বিস্তার বলিয়া যোগ সাধনের সারতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। চণ্ডীপাঠ ও শক্তি পূজা, এই বায়ু-ক্রিয়ার সহিত করিতে হয়। তদ্ভিন্ন হয় না। গৌতমীয় শাস্ত্রে আছে,—

প্রাণায়ামং বিনা সর্ব্বং সাধনং নিষ্ফলং ভবেৎ।
প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্র পূজনে নহি যোগ্যতা॥

অর্থাৎ প্রাণায়াম না করিয়া পূজাদি করা নিষ্ফল। প্রাণায়াম না করিলে পূজার অধিকারীই হওয়া যায় না।

শক্তি-সাধনের মূল তত্ত্বই প্রাণায়াম ও চণ্ডী পাঠ। শক্তি মন্ত্রের উপাসকগণ সর্ব্বাগ্রে প্রাণায়াম শিক্ষা করুন,—দেহ মন প্রাণের শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। অন্য চিকিৎসা আবশ্যক হইবে না।

"উজ্জায়ী কুম্ভকং কৃত্বা সর্ব্ব কার্য্যানি সাধয়েৎ।
ন ভবেৎ কফ-রোগশ্চ ক্রুরবায়ু রজীর্ণকম্॥
আমবাতঃ ক্ষয়ঃ কাসো জ্বরঃপ্লীহা ন বিদ্যতে।
জরা-মৃত্যু বিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ॥"
(যোগ শাস্ত্র)

উজ্জায়ী প্রাণায়াম করিয়া সর্ব্ব কার্য্য করিবে। ইহাতে কফ রোগ, ক্রুর বায়ু, অজীর্ণ, ক্ষয় কাসাদি প্লীহা, জ্বর, বার্দ্ধক্য ও অকাল মরণ নিবারণ হয়।

শরীর রক্ষার্থে ব্যায়াম যেমন, প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণায়াম সেই রূপ। প্রাণ বায়ুর, অর্থাৎ শ্বাস-

প্রশ্বাসের ব্যায়াম করাই প্রাণায়ামের সূত্র। খুব ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ শ্বাস তুলিয়া ক্ষণকাল রোধ করিয়া আবার ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিলে, ঐ অভ্যাসে হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ পূর্ণ ও মন প্রফুল্ল হয়; শরীর মধ্যস্থ নানাবিধ রোগের জীবাণু সকল নষ্ট হইয়া যায়। যথারীতি প্রাণায়াম অভ্যাস কালে, বুকের জোর সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা আবশ্যক। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের দিকে জোর রাখিতে অক্ষম, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মণের এই অমর-ক্রিয়ার দিকে অগ্রসর না হন। তেজঃ ধারণেই শক্তি সাধন ও দেবী মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইবে। দেহের ব্যায়াম ও ফুসফুসের বা শ্বাসের ব্যায়াম প্রতিদিন সুনিয়মে অভ্যাস করিলেই মহা যোগ সাধনের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হইবে। ক্রমে তাহার উপরে মহাদেবী চণ্ডীর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

অন্তরস্থ বায়ুগণই জীবের সর্ব্বস্ব। ঐ সকল বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী চেতনা-শক্তিকেই দেবতা বলে। এই দেহের অন্তর্বায়ুতে, দেহের সন্ধিতে সন্ধিতে অনেক চেতনাযুক্ত দেবতা আছেন, তাঁহারাই

দেহ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের নাম রূপ উপাসনাদি তন্ত্র-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। মহাযোগী কৈলাসপতি, পার্ব্বতীকে বামে লইয়া, এই মহা যোগই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে,—

পঞ্চানন কন জীবের তরে, ত্রিনয়নায় বামে নিয়ে ;—
"নিশ্বাস শ্বাস রূপেন মন্ত্রো'য়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে।"

"হে প্রিয়ে, নিশ্বাস-শ্বাস রূপেই মুক্তির এই মহা মন্ত্র জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

বায়ুর্‌ায়ুঃ বলং বায়ুঃ বায়ুর্ধাতা শরীরিণাং।
বায়ুঃ সর্ব্ব মিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষ দেবতা॥

বায়ুই জীবের আয়ু, বায়ুই জীবের বল, বায়ুই শরীরী গণের বিধাতা, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রত্যক্ষ দেবতা।

সূর্য্যের যেরূপ অনন্ত কিরণ, সেইরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের বিমল কিরণই বায়ুমণ্ডলস্থ অনন্ত দেবশক্তি। অনন্ত কিরণ সমষ্টিই সূর্য্য ; সেইরূপ অনন্ত দেব-শক্তি সমষ্টিই সেই পূর্ণ ব্রহ্ম।

মরুৎ-ব্যোম—বাতাস ও আকাশ পরস্পর মিলিত। ঐ সূক্ষ্ম পরব্যোম ও সূক্ষ্ম স্থির বায়ু

একত্রে মানবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলে, সর্ব্ব শরীরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ পরব্যোম বা চিদাকাশ কেবল "চৈতন্য" ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ আকাশরূপী চৈতন্যই সকল জ্ঞান বুদ্ধির খনি; সেই মহাচৈতন্যই অন্তরস্থ সূক্ষ্ম স্থির বায়ুতে সম্মিলিত আছেন। ঐ "স্থির বায়ুই" ঐ মহা চৈতন্যের বাস ভবন। সেই চেতনা-বুদ্ধি বাহ্য বায়ুর মধ্যস্থ স্থির বায়ুতে থাকেন। তিনিই জীবাত্মা রূপে শ্বাস-প্রশ্বাস পথ দিয়া হৃদয় মধ্যে একবার আসিতেছেন, আবার হৃদয় মধ্যে সংযোগ রাখিয়াই, নাসিকার বাহিরে অনন্ত আকাশরূপী চৈতন্য-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। গাছের ফিক্‌ড়ির ন্যায়, এই শ্বাস-প্রশ্বাস আকাশ-চৈতন্যের ফিক্‌ড়ি মাত্র। সম্মিলিত বাতাস ও আকাশ-চৈতন্য যেন সমুদ্র, শ্বাস-প্রশ্বাস-পথ যেন ঐ সমুদ্র হইতে একটী খাল বা নদী বাহির হইয়াছে। সাপ যেমন একটী গর্ত্তে মস্তক প্রবেশ করাইয়া থাকে, তেমনি ঐ আকাশ-বাতাসস্থ "চৈতন্য বুদ্ধি" জীবের নাসারন্ধ্রে আপন মস্তক প্রবেশ করাইয়া রহিয়াছেন। দেহস্থ এই শ্বাস

আছে, তাই জীব আছে। শ্বাস গেলেই সেই সঙ্গে জীব চলিয়া যায়। নাসিকা বন্ধ করিলেই বুঝিতেপারি যে আমার জ্ঞানবুদ্ধির পথ বন্ধ হইল।

শ্বাস গেলেই চৈতন্য যায়;—কোথায় যায়? নাসিকার ঠিক সম্মুখে অর্দ্ধাঙ্গুলির মধ্যেই, অনন্ত আকাশ-চৈতন্যে প্রবেশ করে। এই আকাশ রূপী "চৈতন্য-বুদ্ধি" শ্বাসরূপে নাসিকা-পথে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের ন্যায়, ঘড়ীর দোলকের ন্যায়, শ্বাসের যে যন্ত্র বা পরিদোলক, তাহার গতির প্রতি মন দিয়া দেখ, উহার গতিবিধি কিরূপ, ভাব ভঙ্গি কি রূপ? প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্বাসের কলেই এই জীব-সৃষ্টির কল কারখানা চলিতেছে। ঐ শ্বাসের স্থিরতা-তেই একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি, উহাতেই পরম সুখ ও চিরশান্তি বিরাজিত। ঐ শ্বাস ও আকাশ-চৈতন্য অখণ্ডিত ভাবে মিলিত রহিয়াছে। আকা-শই চৈতন্যরত্নের রত্নাকর।

"হে আকাশ চৈতন্যময়,
তোমার বিশ্ব, আর কারো নয়।

সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে
চেয়ে আছে স্থির নয়নে,
যে তোমায় অন্তরে নিয়ে
ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে,
সব অভাব তার গেছে ধুয়ে,
"স্পর্শ মণি", তোমায় ছুঁয়ে !

সমুদ্র-তীরের "দশ হাত জল" মাটীর কোলে থাকিয়া মনে করে—"আমি তীরস্থ একটু সামান্ত জল মাত্র ! ওঃ ! সমুদ্রবারি কি অনন্ত! কি গভীর-অতলস্পর্শ ! মহা সমুদ্র কি বিশাল ! কি মহান্ !"

সেইরূপ মাটীর কোলে থাকিয়া আমরাও মনে করি "আমি ক্ষুদ্র জীব, কীটাণু কীট, সামান্ত একটু শ্বাস মাত্র, তাই গেলেই গেলাম ! ওঃ বায়ু কি অনন্ত ! আকাশ কি বিশাল, অসীম—অতলস্পর্শ ! ব্রহ্মচৈতন্য কি গম্ভীর ও মহান্ !

কিন্তু সমুদ্র তীরস্থ "দশ হাত জলও" যেমন সমুদ্র জল ; সে যেমন সমুদ্র বই আর কিছুই নহে —উহা অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিলেই যেমন সমুদ্র স্পর্শ করা হয়, সেইরূপ আমাদের নাসিকাস্থ শ্বাস-প্রশ্বাসও সেই অনন্ত আকাশের অখণ্ড বায়ু

মণ্ডল। শ্বাসের অন্তর্ভাগই, সেই মহাকাশের ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত অখণ্ডিত ভাবে চির বর্ত্তমান।

এই শ্বাস স্পর্শ করিলেই ব্রহ্মকে স্পর্শ করা হয়; এই শ্বাসের স্থিরতাতেই সেই চিরশান্তিময় 'স্থির চৈতন্য'' বিরাজিত।

"প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণোময়ং জগৎ॥

প্রাণই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। প্রাণেতেই সকল সৃষ্টি ধৃত রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ প্রাণময়।

(যোগশাস্ত্র)

"প্রাণায়াম" অর্থে প্রাণের বিস্তার। আমার এই "পুঁটি মাছের প্রাণটা" আকাশময় "মহা প্রাণকে" দেখিতে পাইলেই আকাশ জোড়া হইয়া পড়ে, আর মৃত্যুভয় থাকে না, তখনই মৃত্যুর মৃত্যু হয়। তাই শ্বাসে দৃষ্টি রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে প্রথম হইতেই উপদেশ দেন। শ্বাসে দৃষ্টি দিতে দিতে, ক্রমে সাধক ঐ শ্বাসে দৃষ্টির "মর্ম্ম" বুঝিতে পারেন। তখনই তিনি অমৃতের আভাস প্রাপ্ত হন, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে অজরত্ব-অমরত্ব অনুভব করেন।

অন্তরস্থ সূক্ষ্মতম স্নায়ুমণ্ডলই সূক্ষ্মতম বায়ু-প্রণালী। ঐ স্নায়ু বা বায়ু প্রণালীতে চৈতন্য-স্রোত প্রবাহিত হয়। ঐ প্রবাহিত চৈতন্যই দেহ-সন্ধির এক এক স্থানে এক এক নাম ধারণ করিয়াছেন। ঐ ঐ সন্ধিস্থ ঐ ঐ চৈতন্যময় বায়ুই দেবতা। আমাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্তই ঐ সকল দেবতার দ্বারা গঠিত ও রক্ষিত ; ঐ সকল সূক্ষ্মতম বায়ু-দেবতাই সম্মিলিত হইলে "মহা-শক্তি', রূপে পরিণত ও প্রকাশিত হন। ঐ চৈতন্যময়ী মহাশক্তিই যোগমায়া, মহামায়া বা মহাদেবী চণ্ডী।

চণ্ডীতে আছে—সকল দেবতা আপন-আপন শক্তি দিয়া দেবীকে "সম্মিলিত শক্তি" রূপে উৎপন্না করাইলেন, এবং নিজ নিজ শক্তিরূপ নানা সজ্জায় সাজাইয়া তাঁহার দ্বারা রিপুগণকে পরাজিত করাইলেন। শেষে সেই মহাশক্তি আবার সেই দেবগণের শরীরে প্রবেশ করিলেন।

যোগীর অন্তরস্থ যোগশক্তি-সকল সম্মিলিত হইলে যে "চৈতন্য ময়ী মহাশক্তির" আবির্ভাব হয়, তিনিই "কালী"। তিনিই কাম-ক্রোধাদি

অসুর বিনাশ করেন। শ্রুতি বলেন—"কালিকা ঋষি"।

মেধস মুনি, রাজা সুরথ ও বৈশ্যকে "এই রিপু-বিজয় ও মৃত্যু-বিজয় শিক্ষা দিবার জন্যই এই মহা শক্তির আবির্ভাব, রিপু-সংগ্রাম ও দেব-দেহেই তিরোভাবের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। এই যুদ্ধই মহাযজ্ঞ বা মহা সাধন। সদ্‌গুরুর উপদেশে ঐ সমস্ত সাধন-ক্রিয়া শিক্ষা করা যায়, ও রিপুগণকে পরাভব করিয়া মুক্তি-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তখনই দেবী-যুদ্ধের সার্থকতা জানা যায়। দেবী-যুদ্ধই ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার উপায়, অন্য উপায় নাই।

অনেকে গীতা পাঠ করেন, কিন্তু বহু পাঠেও শান্তিলাভ হয় না, কারণ গুরুর নিকট জানিয়া গীতার মর্ম্ম সাধন করেন না; ইহাই দুঃখের বিষয়।

গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে,—

আচার্য্যের উপদেশে লাভ হয় জ্ঞান,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া পার্থ জনমে বিজ্ঞান।

কিন্তু এখনকার গীতা পাঠে আচার্য্যের উপদেশ নাই, প্রত্যক্ষ দর্শনও নাই, তবে আর জ্ঞান

জন্মিবে কোথা হইতে? মানচিত্র দর্শন বিনা ভূগোল পড়া হয় না।

একাকী একান্তে বসি যোগী সর্ব্বক্ষণ
সযতনে দেহ মন করি সংযমন,
দেহ-মধ্য শির গ্রীবা করিয়া সরল,
দৃঢ় যত্নে রহিবেন হইয়া নিশ্চল,
আত্ম দরশনে চিত্ত অবিচল থাকে,
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই, যোগ বলে তাকে।

গীতার এই সকল কথা উচ্চারণ করিলে কি শান্তি হয়? এ যে কার্য্য। শত শত লোক গীতা পড়েন, কিন্তু এ কথার দিকে কেহই নাই।

লোকে বলে—গীতা ও প্রাণায়ামাদি যোগতত্ত্ব প্রকাশ করিতে নাই। সে সত্য কথা, কিন্তু মুখে বলিলে, বা কাগজে ছাপিলে গুহ্য বিষয় প্রকাশ হয় না। গীতা বলেন,—"গোপনীয় হইতেও গোপনীয় অতি" ইহা চির "গুহ্য শাস্ত্র," সহস্রবার মুখে বলিলেও অজিতেন্দ্রিয় সাধারণ লোক ইহা বুঝিবে না, মানিবে না। বাজারে বিক্রয় হইলেই বা ক্ষতি কি? যে ধরিবার, সেই মাত্র ধরিতে পারিবে। বীজ-গণিত, রসায়ন-বিদ্যা, ও জ্যোতিষের ন্যায়

এই বিদ্যা সাধারণের মধ্যে কোনও কালে প্রকাশ হইবে না।

পুস্তকে লিখিয়া প্রচার করিলে, যাঁহারা সত্ত্ব গুণের বীজ লইয়া, চিদভিমুখী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধরিবেন ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। বৃহৎ বেড়-জালে কেবল রুই কাতলই উঠিয়া থাকে, আর সব মৎস্য ফাঁকে ফাঁকে বাহির হইয়া যায়। এই বিদ্যা-জালে কেবল সাধু স্বভাব ব্যক্তিগণই বদ্ধ হইবেন।

এই সকল যোগ-গ্রন্থে সাধন-পথের ঈষৎ ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে অনিষ্টের কিছুই নাই।

মধুময় যে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়,
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,
মহা দুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর,
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই, যোগ নাম তার।"

এই কথা প্রকাশিত হইলে, কে ইহা আয়ত্ত করিবে? তবে সর্প-মন্ত্রাদির ন্যায় শক্তি-মন্ত্রাদি প্রকাশ করিতে নাই, তাহর কারণ,—

"সংগোপনে শক্তি বাড়ে, মন্ত্র গোপন তাই।"

গুরু-পদে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া গীতা বা চণ্ডীর ক্রিয়াদি অভ্যাস করিতে পারিলেই চিরশান্তি লাভ করা যায়। দিনমানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও, সারারাত্রি নিদ্রায় না কাটাইয়া, নিশীথ কালে দুই তিন ঘণ্টা মাত্র প্রতিদিন অভ্যাসেই সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই নিভৃত সাধনই গিরি-গুহার সাধন। এই সাধনই স্বয়ং শান্তি। এই বিদ্যা কেবল গুরু-সেবার দ্বারাই লভ্য। উচ্চ শিক্ষা মাত্রেই "ওস্তাদের" আবশ্যক। ওস্তাদও অনেক আছেন, কিন্তু হায়, কলেজের ছেলেরা বলেন, আমাদের প্রিন্‌সিপ্যাল ভাল পড়াইতে পারেন না। এ রোগের ঔষধ্ নাই।

বিজ্ঞান শিক্ষা না করিলে কেবল অসুর বধের উৎকট বর্ণনাতে সুরথ ও বৈশ্যের দুঃখের নিবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়?

ব্রাহ্মণী চুল্লীতে ডাউল উঠাইয়া দিয়া জল আনিতে গিয়াছেন, ডাউল বারংবার উথলিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই থাকে না, বহু চেষ্টা করিয়া পরে ব্রাহ্মণ চণ্ডী খানি আনিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। তথাপি ডাউল উথলিয়া পড়ে। ইতো

মধ্যে ব্রাহ্মণী আসিয়া দেখিয়া একটু সর্ষপ তৈল দিবা মাত্র ডাউল সুস্থির হইল। তখন ব্রাহ্মণ জানিলেন, ব্রাহ্মণীই স্বয়ং দেবী। এই ক্ষুদ্র গল্পে বিজ্ঞানের কি সুন্দর উদাহরণ দেখান হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত না হইলে চণ্ডী পাঠে "একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও চির শান্তি লাভের" সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞানে পারদর্শী হইলেই লোক দেবতা হয়। যোগী ঋষি গণের মনোবিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান "কল্পনা" নহে। (১) এই ডাউলের উচ্ছ্বাসে তৈল দান যেরূপ সদ্য শান্তিপ্রদ, শোক দুঃখের ঐকান্তিক উচ্ছ্বাসে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চণ্ডী পাঠ ও সাধনা ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ শান্তি-প্রদ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

রাজা ও বৈশ্যের প্রতি মেধস মুনির বাক্য—

"মোক্ষে লক্ষ্য নাই, দুঃখে কিসে পাবে ত্রাণ ?
তোমরা জ্ঞানাভিমানী তাহারি প্রমাণ।"

যিনি চণ্ডীর মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছুক, তিনি

---

(১) যাহা শাস্ত্র সম্মত ও প্রকৃতি-সিদ্ধ, তাহাতেই সুফল হয়। অশাস্ত্রীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য সফল হয় না। ডাউলের উদাহরণ মূর্খতায় কার্য্য, অশাস্ত্রীয়।

তন্ত্র শাস্ত্রের "বায়ু দেবতা" সকলের অনুসন্ধান করিবেন। সাধন করিলে তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন দেন। এই জন্যই এত দিন ধরিয়া চণ্ডীর এতদূর মহিমা ও শক্তি চির-প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তি-ময়ীর শক্তিতে জগতের কোন্ দুঃখ না প্রশমিত হইতে পারে ?

আমার শ্বাস-বায়ু নাসিকা ছাড়িয়া আকাশে যাওয়া মাত্রেই আমার কি চমৎকার অবস্থা ঘটিবে! আমি তখন দেহ ছাড়িয়া "মন-মাত্র" হইয়া আকাশে দাঁড়াইব। মাটির উপর মাটির মানুষ যেমন বিচরণ করে, সেইরূপ আকাশের মানুষ সেই মন আকাশে অনায়াসে ভ্রমণ করিবে। এই গগন-বিহারী জীবই দেবতা হইয়া দেবলোকে বা আকাশ-লোকে বাস করেন। এখনই ত 'মন' বায়ুভরে, আকাশ ভরে বিচরণ করিতেছে, বুঝিতে পারা যায়।

আমরা মৃত্যুর পারে, ঐ সুন্দর "নূতন মহা-দেশেই" যাইব। কিন্তু যদি শ্বাস-তত্ত্ব ও আকাশ রূপী অখণ্ড চৈতন্যের বিষয় না বুঝিয়া থাকি, তবে আবার পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিব। যাহার চিত্ত কেবল কামিনী-কাঞ্চনের

সুখেই আবদ্ধ, তাহাদেরই পুনর্জন্ম ঘটে, অন্যের নহে। যেমন মতি তেমন গতি।

তবে দেবতা কোথায়? মহাদেবী কোথায়?

একটা প্রকাণ্ড "আমি"—আকাশ জোড়া "আমি" আছে।

গাছের যেমন ফিক্‌ড়ি বা পল্লব বাহির হয়, প্রজ্বলিত অগ্নির যেমন শিখা বাহির হয়, গঙ্গার যেমন খাল বাহির হয়, সেইরূপ প্রকাণ্ড আকাশ জোড়া "আমির" ফিক্‌ড়ি বা পল্লব চারিদিকে বাহির হইয়াছে। ঐ আকাশজোড়া মহাগ্নির শিখা, সর্পের জিহ্বার ন্যায়, লক্ লক্ করিতেছে; এবং জীবের নাসিকার মধ্য দিয়া আসা যাওয়া করিতেছে। উহাই জীবের "আমি," উহা গেলেই "আমি" গেল।

আকাশরূপিণী, আকাশবাসিনী চৈতন্যময়ী মহাশক্তিই "মহাদেবী।" তিনি সূক্ষ্মাকাশে বিরাজিতা। কৃষ্ণলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক ও পিতৃলোক প্রভৃতি সমস্তই ঐ সূক্ষ্মাকাশে বর্ত্তমান।

"আমি" দেহ ছাড়িয়া শ্বাস মধ্যস্থ 'মনোরূপী'

হইয়া যেই মাত্র আকাশে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার দেহের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে। মন এক-বারে হাল্‌কা চিৎ বা চৈতন্য ভাবাপন্ন হইবে। তখন "আমি" যে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিব, তাহা মহাসৌন্দর্য্যে, মহা স্ফূর্ত্তিতে ও মহাশক্তিতে পূর্ণ হইবে। শুদ্ধ চৈতন্যময় দেবতা সকল ঐ মনে সহজেই প্রতিফলিত হইবেন। যিনি সূক্ষ্মতম অখণ্ড মহাচৈতন্য সর্ব্ব-মূলাধার, তাঁহাকেও সহজে দেখা যাইবে। মহাকাশ দর্পণ অপেক্ষাও স্বচ্ছ, স্বচ্ছতম।

সেই আকাশময় অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যই সকল বুদ্ধি-জ্ঞানের ফোয়ারা। ঐ "চৈতন্য" হইতে যে সকল বড় বড় "বুদ্ধিজ্ঞান", স্ফটিক গৃহে স্ফটিক পুত্তলিকাবৎ, আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছেন, তাঁহারাই দেব-দেবী,—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি। আর তদপেক্ষা অল্প শক্তিমান যে সব "বুদ্ধিজ্ঞানের" ছবি উদিত হইতেছে তাহারাই মনুষ্য। তাহারা ঐ বড় বড় "জ্ঞান বুদ্ধির চিন্ময় ছবিকে" উপাসনা করিয়া, মহাশক্তির দিকে চলি-তেছে; পরে নদী যেমন সাগরে পড়ে, সেইরূপ

অখণ্ড মহাচৈতন্যে গিয়া মোক্ষ, মুক্তি বা পূর্ণ শক্তি লাভ করিতেছে। ইতর প্রাণী ও বৃক্ষলতাদির মধ্যেও যে সামান্য জীব-ভাব আছে, সে জীব ভাবও আপন আপন উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া কালে কালে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে ও শেষে আকাশময় মহাচৈতন্যে মিলিত হইতেছে।

সেই মহাদেবী মোক্ষদায়িনী চণ্ডী বা চৈতন্য-রূপিণী মহাশক্তি সুরথ ও বৈশ্যকে, আমাকে ও তোমাকে, জননীর ন্যায়, ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া, ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন। তিনিই ত একবার "মা-জননী" হইয়া এই জড় জগতে আসিয়া, আমাকে হৃদয়দুগ্ধ পান করাইয়াছেন; নতুবা আমার জড়দেহধারিণী মা সেই মাতৃদুগ্ধ কোথায় পাইলেন? তিনি ত উহার সন্ধানও জানেন না। সেই চৈতন্যময়ী মা-জননীই ত এই মায়ের মধ্যে বসিয়া থাকেন। অন্ধ চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না—"হাতে পাতে দই, তবু বলে কই কই?"

"মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডসম তিনি বিদ্যমান,
আঁধারে জগৎ অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ।"

হায় হায়! আমি আমার মাকে চিনিতে পারি নাই।

মা গো,—"জন্মিলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ দিয়াছিলে,
সে দয়ার কথা যেন নাহি যাই ভুলে!"

মৃত্যুর জন্যই বা চিন্তা কি? মাতৃক্রোড় যে অমৃত।

মরিলে অমৃতকোলে তুলে লবে "কে"?
জন্মিলে অমৃত দিলে মাতৃ স্তনে "যে।"

মায়ের উপর আমাদের এই দাবি ত অসঙ্গত নহে। তবে আর চিন্তা কি? ঐ যে মা-জননী এখনও কোলে লইবার জন্য নাসিকা-সম্মুখে নাসিকার অব্যবহিত পরেই, অখণ্ড আকাশে দাঁড়াইয়া আছেন! ঐ যে আমাকে ডাকিতেছেন! ঐ যে তাঁর "মা ভৈঃ, মা ভৈঃ!" রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে! ভয় নাই, ভয় নাই! মা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, আর ডাকিতেছেন; সাধুরা, সাধকেরা শুনিতেছেন। হায় আমার বধির কর্ণ কিছুই শুনিতে পায় না! হায়, আমার কাণা চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না! এ কি বধিরতা! এ কি ঘোর অন্ধতা! মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণেও মাকে দেখিতে পাইলাম না!

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির আলোক সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সূর্য্যালোক ত ফুরাইয়া আসিল ! মন রে, তবে সেই মহাশক্তি মহামায়ার শরণাপন্ন হও। মা মা বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে থাক ; মা দর্শন দিবেনই দিবেন। গীতায় আছে—

"এরূপে আমাতে হলে সমাহিত মন,
নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দরশন।"

ভক্তেরা জানেন,—

"সন্তানে ফেলিয়া কোথা, জননী লুকায়ে থাকে ?
দ্রব হন দ্রবময়ী, কেউ যদি মা বলে ডাকে।"

গীতায় আছে,—

জ্ঞানখড়্গে সংশয়কে খণ্ড খণ্ড করি,
ধর কর্ম্মযোগ, উঠ পাণ্ডব-কেশরী।

এই খড়্গই চিরদিন মায়ের হাতে রহিয়াছে।

"মা তোমার মহাখড়্গ শ্রীকর শোভিত !"
(চণ্ডী)

মায়ের এই খড়্গেই ত মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভাদি বধ হয়। চণ্ডীতেই আছে "আবার শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দৈত্য জন্মিবে, আবার আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" মা ত চিরদিন

এই খড়্গে অসুর উদ্ধার করিতেছেন। ইহা যদি কেহ না বুঝিবে, তবে মধুময়ী চণ্ডীকে অন্তরের অন্তরে স্থাপন করিয়া, আত্ম বলিদানে, কিরূপে তাঁহার মহাপূজা সম্পন্ন করিবে? ঐ রিপু-সংহারই যে অমৃতের সাগর। উহাই যে একমাত্র মুক্তির পথ। এস ভাই, আমরা সকলে মিলিয়া এই "মধুময়ী চণ্ডী" আমাদের প্রাণের মধ্যে স্থাপন করিয়া, নির্জ্জনে পূজা করি; আর জননী ব্রহ্মময়ীর ক্রোড়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া, "মা-হারা সন্তানের মত" মা মা বলিয়া বাহু তুলিয়া ডাকি। অচিরেই সেই অন্তরবাসিনী মহাশক্তির ক্রোড়ে আমরা স্থান পাইব, সন্দেহ নাই।

"শ্যামা নয় সামান্যা মেয়ে,—
সে যে মূলাধারে সহস্রারে, উঠছে ধেয়ে ধেয়ে।"

অন্ধ চক্ষু, অন্তরে যাও, বাহিরে কিছুই নাই।

"আত্মার সাধনহীন মন্দমতি গণ,
বহু শাস্ত্র পড়িয়াও না পায় দর্শন।"

(গীতা ১৫ অ, ১১ শ্লোক)

"অতি গোপনীয় এই শাস্ত্র সুনির্ম্মল,
সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিনু কেবল;

অর্জ্জুন যে কোনো জন, জীবনে তাহার,
এ তত্ত্বের মর্ম্ম যদি পায় একবার,
দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী হয় চরিতার্থ মন,
কৃতার্থ হইয়া যায়, সার্থক জীবন।"

(গী, ১৫ অ, ২০)

মা জগদম্বিকে, আমার এই চেষ্টা-পঙ্ক পঙ্ক বই আর কিছুই নয়, যদি এই পঙ্কে পঙ্কজিনি, তুমি না প্রস্ফুটিত হও।

আমার ফুল-কুলেশ্বরী মা, এই চণ্ডী পাঠের মধ্যে ভক্তির তরঙ্গের উপর, যদি তুমি না নৃত্য কর, তবে আমার এই চণ্ডী প্রকাশ বিফল!

মা, ভক্তিমান্ পাঠকের হৃদয়-সরোবরে তুমি প্রস্ফুটিত হইবে, বল, তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়।

ইতি গ্রন্থকারস্য।

শ্রীশ্রী

মধুময়ী চণ্ডী।

প্রসীদ ভগবত্যম্বে প্রসীদ ভক্ত-বৎসলে,
প্রসাদং কুরুমে দেবি দুর্গে দেবি নমো'স্তুতে ॥
সর্ব্বরূপ-ময়ী দেবী সর্ব্বদেবী-ময়ং জগৎ,
অতো'হং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥

প্রথম চরিত্র। প্রথম অধ্যায়।

মধুকৈটভ উদ্ধার।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—১ (১)

সাবর্ণি নামেতে খ্যাত সূর্য্য-সুত যিনি,
সৃষ্টির অষ্টম মনু হইবেন তিনি।
কিরূপে উৎপত্তি তাঁর, কহি সবিস্তার,
হে বিপ্র ভাগুরে শুন নিকটে আমার। ২

(১) মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে,—রাজা সুরথ ও সমাধি নামা বৈশ্যকে, মেধস মুনি চণ্ডী মাহাত্ম্য বলেন। পরে

সে প্রসিদ্ধ মহাভাগ রবির তনয়
সাবর্ণি, মা মহামায়া হইলে সদয়,
যে রূপে হবেন ভবে মন্বন্তর-পতি,
মন দিয়া শুন বিপ্র কহি তা সংপ্রতি। ৩
পুরাকালে স্বরোচিষ মনু অধিকার,
দ্বিতীয় সে মন্বন্তর ;—চৈত্র সুত তাঁর।
সুরথ নামেতে রাজা চৈত্র বংশে খ্যাত,
সসাগরা ধরা যাঁর করতল গত। ৪
প্রজাপুঞ্জে শান্তিসুখে রাখি সর্ব্বক্ষণ,
নিজ পুত্র সম তিনি করেন পালন।
হেন কালে আক্রমণ করিল আসিয়া,
যবন অভক্ষ-ভোজী বিপক্ষ হইয়া। ৫
সে যবন ভূপগণ সনে যুদ্ধ হয়,
অল্পবল শত্রুদল লভিল বিজয়। ৬

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগুরি মুনিকে ঐ মাহাত্ম্য কথাই বলিয়াছিলেন। ভাগুরি মুনির অপর নাম ক্রোষ্টুকি। পরে দ্রোণ-পুত্র সর্ব্বজ্ঞ "পক্ষিগণ" মহর্ষি জৈমিনিকে ঐ মার্কণ্ডেয় প্রকাশিত দেবীমাহাত্ম্য এখানে বলিতেছেন। পক্ষিগণ (জ্ঞানকর্ম্ম-দুই পক্ষ ধারী) বলিতেছেন, হে জৈমিনি, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগুরি মুনিকে বলিলেন—১ (এইরূপে আরম্ভ)

স্বপুরে সুরথ আসি রহিলা স্বদেশে,
সেখানেও শত্রুগণ আক্রমিল শেষে। ৭
সবল দুরাত্মা দুষ্ট অমাত্য সকল
হীনবল সুরথের হরে ধন-বল। ৮
মৃগয়ার ছলে একা সুরথ তখন
অশ্ব আরোহণে যান গহন কানন। ৯
বনে গিয়া তথা এক হেরিলা কুটির,
সে আশ্রম দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ মেধস মুনির,
হিংসা শূন্য বন্য পশু গণে পরিবৃত,
মনোরম সে আশ্রম শিষ্য-সুশোভিত। ১০
মুনির সৎকারে তথা থাকি কিছু কাল,
কভু বা আশ্রম প্রান্তে ভ্রমেন ভূপাল। ১১
মমতার বশীভূত হইয়া তখন
এরূপ চিন্তায় রাজা হইলা মগন,—১২
পূর্ব্ব পুরুষের পুরী আমার বিহনে,
ধর্ম্মতঃ কি পালিতেছে দুষ্ট দাস গণে? ১৩
মম শ্রেষ্ঠ শূর-হস্তী, সদা মত্ত যেবা,
শত্রু-বশে নাজানি কি পাইতেছে সেবা। ১৪
মম দত্ত ধন-অন্নে অনুগত যারা,
নিশ্চয় সেবিছে আজি অন্য ভূপে তারা! ১৫

অপব্যয়ী সেই দুষ্ট অমাত্য সকল
আমার কষ্টের ধন উড়ায় কেবল! ১৬
হে বিপ্র ভাগুরে, ভূপ ভাবিছে যখন,
আশ্রম নিকটে দেখে বৈশ্য এক জন। ১৭
কে তুমি? কেন বা হেথা?—জিজ্ঞাসে নৃপতি,
শোকার্ত্ত বিষণ্ণ কেন নিরখি সংপ্রতি? ১৮
রাজার প্রণয় বাক্যে তাঁকে এই মত
উত্তর করিল বৈশ্য বিনয়াবনত,—১৯

বৈশ্য বলিল—২০

সমাধি নামেতে বৈশ্য আমি ধনী-সুত,
লোভে দিল দূর করি দুষ্ট দারা সুত। ২১
ধন হরি পুত্র-নারী ছাড়িল যখন,
ছাড়ে আপ্ত বন্ধু—দুঃখে প্রবেশিনু বন। ২২
জানিতে না পারি আর, রহিয়াছি হেথা,
দারা সুত বন্ধুদের ভাল মন্দ কথা। ২৩
মঙ্গল কি অমঙ্গল সে গৃহে এখন?
সৎ কি অসৎবৃত্তি সেই পুত্র গণ? ২৪

রাজা কহিলেন,—২৫

লোভে যারা হরি নিল সর্ব্বস্ব তোমার,
তাদের উপরে তব স্নেহ কেন আর? ২৬

বৈশ্য বলিল, —২৭

সকলি সে সত্য যাহা কহিলা রাজন্,
কি করি? মমতাহীন হয় না ত মন! ২৮
ধন লোভে ভুলে যায় ভাই বন্ধু যত,
সতী ছাড়ে পতিপ্রেম, পিতৃ স্নেহ সুত;
পুত্র দারা মিত্র যারা মত্ত ধন লোভে,
দূর করি দিল মোরে, মরি মন ক্ষোভে!
তারা ত ছাড়িল আমি ছাড়িতে না পারি,
সেই স্নেহ ভালবাসা ভুলিতে ত নারি! ২৯
বুঝিয়া না বুঝি, দুঃখে কাঁদি আর হাসি—
যে ভাল বাসে না তারে কেন ভাল বাসি?
কি যে ইহা, জানিয়া না জানি মহামতি,
কেন স্নেহ স্নেহহীন স্বজনের প্রতি? ৩০
দীর্ঘ শ্বাস দুশ্চিন্তা এ তাহাদের তরে,
কেমনে নিষ্ঠুর হই দারাপুত্র 'পরে?
কে দিয়াছে এই মহা মায়ার বন্ধন?—
যে ভাল বাসেনা তারে ভাল বাসে মন! ৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—৩২

হে বিপ্র, পরে সে বৈশ্য নৃপতির সনে
মুনি স্থানে উপস্থিত হইলা দুজনে। ৩৩

যথাযোগ্য করি তাঁর পূজা সম্ভাষণ,
বসি করে মুনি সনে কথা উত্থাপন! ৩৪
রাজা কহিলেন,—৩৫
কহ দেব এক কথা জিজ্ঞাসিতে চাই,
নিজ চিত্ত বশ বিনা মনোদুঃখ পাই! ৩৬
জানিয়াও মুনে কেন অজ্ঞের মতন
রাজ্যে ও ঐশ্বর্য্যে মম মমতা এমন,? ৩৭
দারা-ভৃত্য-বন্ধু-ত্যক্ত পুত্রের লাঞ্ছিত
এই বৈশ্য,—তবু তারা ইহার বাঞ্ছিত! ৩৮
এই বৈশ্য আর এই আমি মন্দমতি
জানা দোষে মায়াবশে দুঃখ পাই অতি! ৩৯
জ্ঞানীদেরো মোহ কেন? কেন মুগ্ধ মোরা?
হেন মুগ্ধ, দগ্ধ হয় অজ্ঞান অন্ধেরা! ৪০
মেধস ঋষি বলিলেন,—৪১
ইন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান—জ্ঞান সাধারণ,
সকলেরি সেই জ্ঞান আছে হে রাজন্;
মোক্ষ্যে লক্ষ্য নাই, দুঃখে কি সে পাবে ত্রাণ?
তোমরা জ্ঞানাভিমানী তাহারি প্রমাণ!
জানিবে বিষয়-জ্ঞান বিভিন্ন আবার, ৪২
কেহ দিবা-অন্ধ কেহ নিশা-অন্ধ আর!

নিশি দিন উভয়েতে অন্ধ কেহ কেহ,
দিবা নিশি সমদৃষ্টি কারো অহরহঃ।
দিন অর্থে আত্মজ্ঞান—মোক্ষ প্রকাশক,
সংসারীরা অন্ধ তায়—দিবান্ধ পেচক ;
নিশাঅর্থে মায়ামোহ,—তাহে দৃষ্টি নাই,
আত্মজ্ঞানী গণ সদা নিশাঅন্ধ তাই।
জড় সমাধিতে মগ্ন রয়েছেন যাঁরা,
"নিশিদিন—অন্তর্বাহ্য" দুয়ে অন্ধ তাঁরা।
চৈতন্য-সমাধি গত "সর্ব্ব ব্রহ্ম" যাঁর,
"দিবা নিশি-অন্তর্বাহ্য" সমদৃষ্টি তাঁর। ৪৩
মনুষ্যের জ্ঞান আছে,—"জ্ঞান" তাহা নয়,
পশু পক্ষী সকলেরি হেন জ্ঞান হয়! ৪৪
মায়ামোহ-জ্ঞান যথা পশু পক্ষীদের,
মনুষ্যেরো সেই জ্ঞান—তুল্য উভয়ের। ৪৫
সাধারণ জ্ঞানে মোহে ক্ষুধাতুর পাখী
শাবকের মুখে শস্য দিয়া দেখ সুখী! ৪৬
প্রত্যুপকারের মোহে দেখিছ নৃপতি,
কত অভিলাষী নর সন্তানের প্রতি? ৪৭
মম মম মম বলি মমতার পাকে
সর্ব্বদাই সর্ব্ব জীব ডুবিয়াই থাকে,—

মোহ গর্ত্তে মায়াবর্ত্তে পড়েছে অবশে
সংসার-স্থিতি-কারিণী মহামায়া-বশে! ৪৮ (১)

(১) টীকাকারগণ নিগূঢ় অধ্যাত্ম জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন না, তাঁহারা কিন্তু সে সমস্তই জানিতেন। তখন অধিকাংশ লোকই অজ্ঞানান্ধকারে থাকিত। তাই সাধারণের জন্য টীকাকার গণ টীকা করিয়াছেন পেচকাদি দিবান্ধ, কাকাদি রাত্রি-অন্ধ, উলূকাদি দিবারাত্রি অন্ধ, বিড়ালাদি দিবারাত্রি তুল্য দৃষ্টি।

এই যুগান্তর কালে কেহ আর এই রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে চান না। মোক্ষার্থী এই অর্থ নিয়া কি করিবেন? দিদি মা ছেলেদের নিকট মহিষাসুরের গল্প বলিতে পারেন —একটা মহিষ ছিল, সে আবার অসুর হইত, সে শিং দিয়া দেবতা দিগকে মারিতে লাগিল, লাঙ্গুল দিয়া সমুদ্র-জল তুলিয়া পৃথিবী ডুবাইয়া দিল, শিং দিয়া পর্ব্বত নিক্ষেপ ও মেঘ সকল চূর্ণ করিতে করিতে নিশ্বাস দ্বারা পাহাড় তুলিতে লাগিল। আবার সে সিংহ হইল, আবার খাঁড়া হাতে করিয়া একটা পুরুষ হইল, আর একটা হাতী হইল মা কালী খাঁড়া দিয়া তার শুণ্ডটা খচ্ খচ্ করিয়া কাটিয়া দিলে আবার সে মহিষের মুখ হইতে অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

যাঁহারা ধর্ম্ম জগতের যুগান্তর অনুভব করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা এই কাব্য বর্ণনায় সন্তুষ্ট থাকুন, ক্ষতি নাই—"পেচকাদি কাকাদি ও বিড়ালাদিই" তাঁহাদের

মহামায়া ব্রহ্মে যেন দেন আচ্ছাদন,
তাই তাঁর যোগনিদ্রা রূপে তিনি রন,
জ্ঞানের মধ্যাহ্ন সূর্য্যে মায়ামেঘে ঘেরি,
জ্ঞান-দৃষ্টি ঢাকি সৃষ্টি অন্ধকার করি,
করেন সমস্ত বিশ্ব মোহিত মায়ায়, ৪৯
তোমরা মোহিত হবে, আশ্চর্য্য কি তায়? (১)

দুঃখ নিবারণ করিবে। যাঁহারা প্রাণের দায়ে শান্তির অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা জানুন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী.
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। (গীতা)
"প্রভাতে ধরিয়ে হাতে, কর্ম্মপথে লও জননি,
তুমি মা যথার্থ দিবা, এ দিবা ঘোর রজনী।"

(১) শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—"নির্ব্বিকার পূর্ণ ব্রহ্মে" আচ্ছাদন দিয়াই যোগমায়া ব্রজ-লীলার সমস্ত আয়োজন সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্রহ্ম আচ্ছাদন অর্থে জীব দৃষ্টি আচ্ছাদন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মিলন সেই যোগমায়ারই যোজনা মাত্র। ব্রহ্ম আচ্ছাদন রূপ "সুকৌশলেই" শ্রীবৃন্দাবনের গাভী বৎস, তৃণ ও রজ্জু পর্য্যন্ত সংগঠিত হয়। "যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্।" রঙ্গালয়ে গ্যাসের আলোক একবারে কমাইয়া দিয়া, তবে ভূত প্রেতের বিভীষিকাময় ক্রীড়া দেখান হয়। আলো না ঢাকিলে কি মানুষকে ভূত

সেই দেবী ভগবতী বলে আকর্ষিয়া
জ্ঞানীদেরো ফেলিছেন চিত্ত বিমোহিয়া। ৫০

সাজান যায় ? না, "রজ্জুতে সর্পভ্রম" উৎপাদন করান যায় ?

বাহ্য প্রকৃতিই মায়া। ইহাতেই দুঃখের ছায়া-বাজীর অভিনয় হয়। জগতের অন্তরস্থ পরা প্রকৃতিই মহামায়া। এই আদ্যাশক্তি মহামায়াই এই সুখ দুঃখের অভিনয় করাইয়া থাকেন। এই অভিনয়-বিদ্যালয়ে কিণ্ডারগার্টেন্ প্রণালীতে খেলা দিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে জননী মহামায়া আপন সন্তানগণকে জ্ঞান শিক্ষা দেন; শেষে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সুখের পূর্ণতা দানে পূর্ণ ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেন। মহামায়া নিজেই পূর্ণ ব্রহ্ম হন। সূর্য্য যেমন উষাকে বক্ষে টানিয়া নিয়া আত্মস্থ করেন, তেমনি মহামায়া জীব-সন্তান গুলিকে বুকে লইয়া আত্মস্থ করিয়া লন। সূর্য্য ও উষা যেমন অভিন্ন, মা ও সন্তান সেইরূপ অভিন্ন।

ঢাকিলে জলদ-জাল জগতের দৃষ্টিপথ
মূঢ় সবে ভাবে ভবে আবৃত আদিত্য রথ!
অজ্ঞ নরে জ্ঞান করে প্রভাকরে প্রভাহীন,
সেই রূপ নিত্যমুক্ত হয়ে যিনি চির দিন
দেখান বদ্ধের ন্যায় মলিন বুদ্ধিতে আসি,
"আমি" সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি "আত্মবোধ" অবিনাশী।

(অশোক বন-হস্তামলক)

তিনিই সৃজিলা এই বিশ্ব চরাচর,
প্রসন্না হইয়া লোকে দেন মুক্তিবর ! ৫১
নিত্যা বিদ্যা মুক্তি-মূলা তিনি বন্ধ-হেতু,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের তরিবার সেতু ! ৫২

রাজা কহিলেন,—৫৩
ভগবন্ "মহামায়া"—নাম বল যাঁর,
কেবা সেই দেবী, কিবা জন্ম কর্ম্ম তাঁর ? ৫৪
স্বভাব স্বরূপ তাঁর, জন্ম যাঁহা হ'তে
কহ ব্রহ্মজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ, শুনি তোমা হ'তে। ৫৫

ঋষি কহিলেন,—৫৬
নিত্যা তিনি জগন্মূর্ত্তি, সব সৃষ্টি তাঁর,
তবু তাঁর জন্ম শুন, অনেক প্রকার। ৫৭
দেবকার্য্য তরে যবে হন আবির্ভূতা,
নিত্যা তবু লোকে বলে,—জন্মিলেন মাতা ! ৫৮
জগৎ, প্রলয় কালে, হয় জলময়—
"কারণ-বারিতে" মগ্ন, সর্ব্ব ব্রহ্মময় ;
তার মাঝে বিষ্ণু যবে অনন্ত শয্যায়
শয়নে দেখেন সৃষ্টি স্বপনের ন্যায়—(১)

---

(১) নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে একটী আবিল আচ্ছন্নভাব

ব্রহ্মজ্ঞান আবরিত, যোগনিদ্রা-বশে,
সৃষ্টির বুদ্ বুদ্ উঠে কামক্রোধ-রসে, ৫৯
এ হেন সময়ে মধু কৈটভ ভীষণ
বিষ্ণু কর্ণ-মল হতে অসুর দুজন (১)
জনমি ব্রহ্মারে যায় করিতে বিনাশ—
কাম ক্রোধ মূর্ত্তি দুটী প্রথম প্রকাশ। ৬০(২)

বা শক্তি উঠিয়া সৃষ্টির সূত্র পাত করে। ঐ আচ্ছন্ন কারিণী শক্তিই যোগনিদ্রা। তিনিই চেতনাময়ী দেবী মহামায়া।

(১) বিষ্ণু=সত্বজ্ঞান। বিষ্ণু মল=তমোবুদ্ধি, কর্ণমল=কবিকল্পনা।

(২) "কাম" হইতে ক্রোধাদির উৎপত্তি। কামই সকল রিপুর মূল। কাম ক্রোধ যেন দুইটী সহোদর। বস্তুতঃ একই, "লোভ মোহ" সকলই ঐ এক কামের শাখা প্রশাখা মাত্র।

"কামনাতে ক্রোধ জন্মে, যেই বাধা পায়"—গীতা

প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়গণই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে, "আমি আমি" বলিয়া যে একটী 'ব্যক্তি ভাব" সেইটীই ভ্রম বা মোহ।

"ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মেরত রয়েছে ইন্দ্রিয় যত,
কিছুই করিনা আমি তার।"—গীতা।

বস্তুতঃ গুণেই সর্ব্ব কর্ম্ম করিতেছে।

বিষ্ণুনাভি-পদ্ম-স্থিত ব্রহ্মা প্রজাপতি
কাম ক্রোধ মূর্ত্তি দ্বয়ে হেরি উগ্র অতি, (১)
নিরখিয়া জনার্দ্দনে নিদ্রিত নীরব ৬১
এক মনে আরম্ভিলা যোগনিদ্রা-স্তব। ৬২
জাগাইতে জনার্দ্দনে,—কারন্তে তাঁহার
"সর্ব্ব ব্রহ্মময়-জ্ঞান" উত্থিত আবার,
করিলেন পদ্মযোনী মহামায়া-স্তব,
মায়াতে বান্ধিলা যিনি এ বিশ্ব-বৈভব,
হরিনেত্র-নিবাসিনী যোগ নিদ্রা যিনি,—
ব্রহ্মতেজে নিরূপমা স্থিতি-সংহারিণী। ৬৩

(১) প্রবৃত্তি গুলি চর্ম্মের থলির মধ্যে পুরিলেই "মানুষ" ে হইল। উহার গায়ে নয়টী ছিদ্র করিয়া দিলেই চক্ষু কর্ণাদি হইয়া গেল। সুতরাং দেখাযায়, কতক গুলি গুণ বা "প্রবৃত্তিই" কেবল সংসারে কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি ব্যতীত অসুরগণের "আমিত্ব" বলিতে আর কি আছে? কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হইলেই অসুর বিনষ্ট হইল। হাড়মাস

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যোগনিদ্রা-স্তব।

ব্রহ্মা বলিলেন,—৬৪

দেবি, তুমি দেবযজ্ঞে দান-মন্ত্র "স্বাহা"
তুমি "স্বধা"—পিতৃযজ্ঞে দান-মন্ত্র যাহা।
তুমি ইন্দ্র-যজ্ঞে মন্ত্র "বষট্‌কার" নামে,
ব্রহ্মময়ী "স্বররূপা" "শব্দ-ব্রহ্ম"-বামে। ৬৫ (১)

থাকিলেই বা কি? আর না থাকিলেই বা কি? মনই শেষে আত্মা নাম ধরে, সে ত মরিবার নহে। হাড়মাস লইয়া অবোধেরাই টানাটানি করে।

(১) প্রণবই শব্দব্রহ্ম। লোকে বলে, নারীগণের প্রণব উচ্চারণ করিতে নাই। সে সাধারণ কথা। যাঁহারা ভক্তিমতী ও গুরুউপদেশে সাধন করেন, তাঁহাদের চণ্ডীপাঠে ও প্রণবে অধিকার হয়। গুরুপদে মনের দৃঢ়তায় কি না সম্ভবে?

"পাপ বংশে জন্ম যার, বৈশ্য শূদ্র নারী
মুক্তিপায় ধরে যদি মোরে দৃঢ় করি গীতা।"

হে নিত্যে, অমৃতস্বরূপা ত্রিগুণ-পালিনী,
অ,উ,ম্, ওঙ্কারে তুমি ত্রিমাত্রা-ধারিণী। ৬৬ (১)
নির্গুণেতে তুমি অর্দ্ধ—"অর্দ্ধমাত্রা" নাম,
সগুণে নির্গুণে হয়ে পূর্ণানন্দ-ধাম। (২)

(১) পাঠের নিয়ম আদি, বিশেষ না জানে যদি,
এ মাহাত্ম্য পাঠ যেবা যে রূপেই করে,
তাতেই অন্তরে মম আনন্দ না ধরে। (দেবীবাক্য)
শূদ্র, নারী, ক্ষুদ্র হোক, প্রযত্নের বলে
কীটে পায় ব্রহ্মপদ——সাধুগণ বলে। (যোগবাশিষ্ঠ)

শুধু উচ্চারণে "প্রণব" উচ্চারণ হয় না, উহা অব্যক্ত ও অনুচ্চারিত। গুরুউপদেশে উহার যথা বিধি ব্যবহারের সহিত যে উচ্চারণ শিক্ষা তাহাই গ্রাহ্য। প্রণবই শব্দব্রহ্ম। যাঁহারা উহা উচ্চারণ করিবেন না, তাঁহারা উহা মনে মনে বলিবেন, সাধুগণের এই উপদেশ। গীতা বাজারে প্রকাশ করিবার বস্তু নহে। তবে বাজারে যে হাজার হাজার গীতা আছে, উহা গীতা নামে কয়েক পৃষ্ঠা ছাপা কাগজ মাত্র। সাধকেরা বাজারের গীতা দিয়া কি করিবেন? চিত্রিত ফুলে কি ভ্রমর বসে?

(২) ব্রহ্ম নির্গুণ,—সকলেই জানে, তবে

অব্যক্তা অনুচ্চারিতা গায়ত্রী জননী (১)
পরাৎপরা সারাৎসারা তারা ত্রিনয়নী। ৬৭
ধরেছ করেছ সর্ব্ব সৃজন পালন, ৬৮
শান্তিময়ী অন্তে বক্ষে করিছ গ্রহণ। ৬৯ (২)

"সতত-নির্গুণ ব্রহ্মে" গুণ আসে কি রূপে?
সতত উজ্জ্বল সূর্য্যে ঊষা ভাসে যে রূপে।

আলোক না থাকিলে সূর্য্য যেমন, জ্যোতিঃ না থাকিলে মণি যেমন, "গুণ" না থাকিলে শুধু ব্রহ্মও সেই রূপ অর্দ্ধখানা থাকেন মাত্র। ইহা ভক্তি-শাস্ত্রের কথা।

"অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতায় হানি।" (চৈ, চরিত)

(১) অব্যক্ত, তাই অনুচ্চারিত।

(২) সাধারণে জানে—অন্তে সব গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। একই কথা অধিকারী ভেদে অর্থ খোলে।

মায়ের সৎ অসৎ দুই ছেলেতে যখন ঝগড়া ও মারামারি করে, তখন মা মাঝে পড়িয়া চড়-চাপড়ে দুষ্ট ছেলেকে শাসন করেন ও সংশোধন করিয়া কোলে তুলিয়া লন। দুটীই মায়ের যত্নের ধন। সংসার লীলার জন্য সৎ অসৎ দুই সহোদর এক ক্রোড় হইতেই বহির্গত হইয়াছে। অসুর অর্থে প্রায় সুর—কিঞ্চিৎ ন্যূন। মা গ্রাস করিবেন কেন?

সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা পালনেতে স্থিতি, ৭০
অন্তে বুক্ষে লও তাই বলে ধ্বংস-নীতি। ৭১
মহাবিদ্যা মহামায়া মহা মেধা স্মৃতি,
মহামোহ মহাদেবী মহা দৈত্য-শক্তি। ৭২ (১)
বিশ্বের প্রকৃতি তুমি ত্রিগুণা মা শ্যামা,
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি ভীমা। ৭৩ (২)
লজ্জা একাগ্রতা বুদ্ধি তুমি শ্রী ঈশ্বরী, ৭৪
পুষ্টি তুষ্টি ক্ষান্তি আর শান্তি শুভঙ্করী। ৭৫
শঙ্খ চক্র গদা শূল খড়্গ সুশোভিনী,
ধনুর্ব্বাণ ভুশুণ্ডী ও পরিঘ-ধারিণী। ৭৬
সুশ্রী, সুশ্রী হতে সুশ্রী,—অতীব সুন্দরী,
শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠতরা শ্রেষ্ঠ-গণের ঈশ্বরী। ৭৭
সদসৎ যেথা যাহা, শক্তি তুমি তার,
কি স্তব অখিলাত্মিকে, করিব তোমার? ৭৮
জগৎস্রষ্টা জগৎ-পাতা জগদন্তকেরে
নিদ্রিত করেছ, স্তব কে করিতে পারে! ৭৯

(১) দৈত্য গণের যে "শক্তি" তাহাও তুমি। এই রূপই তোমার সংসার খেলা।

(২) কালরাত্রি=মৃত্যুরূপ রাত্রি। মহারাত্রি=মহা-প্রলয় রূপ রাত্রি। মোহরাত্রি=মায়ামোহের ঘোর অন্ধকার।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরে ধরাইলে দেহ, (১)
জননি, তোমার স্তবে সমর্থ কি কেহ ? ৮০
ভুবন মোহিনী সেই বাক্যাতীতা তুমি,
তোমারি মাহাত্ম্যে তব স্তুতি করি আমি,—

(১) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, পরে পরে একটী হইতে অপরটী সূক্ষ্ম, এইরূপে ব্যোমই সূক্ষ্মতম হইয়াছে। ব্যোম=বি+ওম্, বিশেষ "ওম্" অর্থাৎ ওকারের সার ভাগ। অকার উকার মকার—অ উ ম, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের বিশেষ ভাব, বীজ স্বরূপ। যেমন একটী বীজ হইতে প্রথমে দুইটী পত্রাঙ্কুর মৃত্তিকার শক্তিদ্বারা বহির্গত হয়, তেমনি "ব্যোমরূপ অখণ্ড-চৈতন্যবীজ" হইতে, তন্মধ্যস্থ মহাশক্তি মহামায়ার দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ—তিনটী পত্রাঙ্কুর বহির্গত হইয়াছে। তাহা হইতেই, ঐ মূলস্থিতা মাতৃশক্তির জোরে অসংখ্য দেবশক্তি-রূপ শাখা প্রশাখা পল্লবাদি বহির্গত হইয়াছে, এবং বৃক্ষের ফলের ন্যায় কর্ম্ম-ফল উৎপন্ন করিতেছে। সূর্য্যরশ্মি যেমন ইন্দ্রধনু গঠন করে, তেমনি মহাশক্তির এই সকল রশ্মি ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুন্দর জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে। মাতৃশক্তির শক্তিতে প্রথমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে "মন ও কল্পনার" উদয় হইল। "মন ও কল্পনা" হইলেই

দুরন্ত অসুর দ্বয় দুষ্ট সুর-অরি
মধু-কৈটভেরে মাগো দেও মুগ্ধ করি। ৮১ (১)
নাশিতে অসুর দ্বয়ে অচ্যুতে উঠাও,
জগদীশ-জনার্দ্দনে জননি জাগাও। ৮২

ঋষি বলিলেন, ৮৩

তমো-নিদ্রা-প্রদায়িনী দেবীকে তখন
এ রূপে চতুরানন করিলে সাধন, ৮৪

নিরাকারের সূক্ষ্ম আকার-প্রকার গঠন হইল। মহামায়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশকে ঐ ভাবময় দেহ ধরাইলেন। উহা হইতেই স্থূল জড়দেহ ক্রমে উৎপন্ন হইতে লাগিল। মহাশক্তি মহামায়াই ইহার যোগাযোগ করেন; তাঁহার তত্ত্ব জানিতে না পারিলে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশেরও অখণ্ড চৈতন্যে উত্থিত হইবার আর উপায় নাই। (যোগবাশিষ্ঠ দেখ)

(১) অসুর দ্বয় স্বাভাবিক অজ্ঞান মুগ্ধ, তাহার উপরে সেই মোহবুদ্ধিকে পুনর্ব্বার সাধু-বুদ্ধির দ্বারা মোহিত করাইয়া চৈতন্যের উদয় করাইয়া দেও। মা তোমার "কৃপা ও প্রেমের" দ্বারা কাম-ক্রোধের শিরচ্ছেদ বা উচ্ছেদ ও উদ্ধার কর।

সেই দেবী, জাগাইতে ব্রহ্ম-চৈতন্যেরে, (১)
বিনাশিতে বিষ্ণু-মল মধু-কৈটভেরে, ৮৫
বিষ্ণু-নেত্র মুখ নাসা হৃদ বাহু আর
বক্ষ হ'তে বাহিরিলা সম্মুখে ব্রহ্মার। ৮৬।
নিদ্রামুক্ত শক্তিযুক্ত সেই জনার্দ্দন
কারণ-বারির পরে উঠিয়া তখন
হেরিলা মধু-কৈটভ দুই সুর-অরি
ব্রহ্মাকে গ্রাসিতে যায় রক্ত আঁখি করি। ৮৭,৮৮

(১) বিষ্ণুর ব্রহ্মচৈতন্য জাগ্রত না হইলে বিষ্ণুমল কাম-ক্রোধাদি নষ্ট হইবে না। সত্ত্বগুণের চৈতন্য যুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই "বিষ্ণু" বলে। কণ্ঠ বা বিশুদ্ধাখ্য চক্র হইতে ভ্রূমধ্য বা আজ্ঞাচক্র পর্যান্ত যে স্থির বায়ুর অবস্থিতি, ঐ স্থানে বিষ্ণু থাকেন; যেরূপ তালব্য শ তালুতে থাকে, সেইরূপ। বিষ্ণু লোক দেখিবার জন্য যোগীগণ ঐ স্থানে মন রাখেন।

"বিষ্ণুতেই চিত্ত রাখ কহে আর্য্যগুরু,
বিষ্ণু শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, কণ্ঠ হতে ভুরু।"

তখন তাদের সনে বিষ্ণু বিশ্বম্ভর
বাহু যুদ্ধে রত পঞ্চ সহস্র বৎসর। ৮৯ (১)
কৃপামুগ্ধ জ্ঞানোন্মত্ত দুই দৈত্য তবে
কহিল কেশবে—তুমি বর লও এবে। ৯০,৯১,(২)

শ্রীভগবান কহিলেন,—৯২

মোর প্রতি তুষ্ট যদি, এই বর চাই,—
"মম বধ্য হও অদ্য" অন্যে কার্য্য নাই। ৯৩,৯৪

(১) বাহু=স্ববল। বাহুযুদ্ধ=নিজ নিজ বল দ্বারা যুদ্ধ। পাঁচ হাজার বৎসর দৈত্য জীবিত থাকে না। জীবের শত সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; পাঁচ হাজার বৎসর অর্থাৎ বহুকাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া, কাম ক্রোধ মূর্ত্তিদ্বয়, ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধে বহু বাদ বিসম্বাদ করার পরে ভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হয়।

(২) ভগবানের কৃপালাভই কাম ক্রোধের আত্মবিনাশ। "কাম ক্রোধ" কর্ম্ম-ভোগের অবসানে আত্মবিনাশই চায়। মধুকৈটভ কৃতার্থ হইবার জন্য আত্ম বিনাশ চাহিতেছে।

ঋষি কহিলেন,—৯৫

হরিকৃপা-ছলনায় তুষ্ট দৈত্য দ্বয়
কহে ভগবানে, হেরি বিশ্ব জলময়, ৯৬, ৯৭,(১)
যে স্থান কখনো নহে "সলিলে" মগন,
হেন স্থানে এ দুজনে করগো নিধন। ৯৮ (২)

---

(১) দৈত্যদ্বয় সমস্ত বিশ্ব জলময় হেরিল কিরূপে? তাহরা কি জলের মধ্যে ডুবিয়াই কথা বলিতেছিল? তাহা নহে। ভগবানের কৃপায়, সমস্ত বিশ্ব "কারণ-বারি" পূর্ণ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া চিরসুখময় মুক্তির জন্য ভগবানের নিকট মৃত্যু কামনা করিতেছে। উহা মৃত্যু কামনা নহে, মুক্তি কামনা।

(২) এখানে "সলিল" অর্থে "অপ্" বা জলতত্ত্ব।— জলতত্ত্ব হইতে উঠাইয়া তেজঃতত্ত্বে লইয়া আমাদিগের "অহং" নাশ কর। জলতত্ত্বের উপরেই তেজতত্ত্ব।

"সদ্-গুরুর সেবা করি জানিবে সে সব,
গ্রন্থ পাঠে সেই তত্ত্ব জানা অসম্ভব।"

সাধারণে মনে করেন, সমস্তই জলময়, জলহীন স্থানও পাইবে না, মারিতেও পারিবে না, এই জন্যই জলশূন্য স্থানে মারিতে বলিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। সুবুদ্ধি উদয়ে কৃপা-প্রার্থী হইয়াছে। ক্ষিতি অপ্, তার পরে তেজতত্ত্ব। এই তেজতত্ত্বের অবস্থায় জলের অধিকার নাই। অতএব তেজ-

ঋষি কহিলেন,—৯৯

শঙ্খ চক্র গদাধারী "তথাস্তু" বলিয়া,
মুক্তির "কূটস্থ চক্র" স্বকরে তুলিয়া, ১০০

তত্ত্বে আমাদিগকে উঠাইয়া লইয়া আমাদের জড়ত্ব ও অহং-বুদ্ধি বিনষ্ট কর, মুক্তিদেও, এই বলিয়াছে। সাধারণ অর্থ সাধারণের জন্য। যোগার্থ কেবল গুরুমুখে শিষ্য প্রাপ্ত হয়। ঋষিগণের লেখনার এই অপূর্ব্ব দ্বিভাব চির প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন, ইহা কষ্ট-কল্পনা। কেহ বলেন, এ সব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কাজ কি? খুব সোজা, সরল যে অর্থ তাই ভাল। তাঁহারাই বলেন, বর্ণমালায় ণ, ন, দুইটী কেন? জ, য, দুইটী কেন? শ, ষ, স, তিনটী কেন? একটী হইলে ছাপাখানারও সুবিধা, সকলেরই সুবিধা। উপবীত অন্য সূতায় হইবে না, ইহার অর্থ কি? এ সব কষ্ট-কল্পনা কেন? ভাষা-সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা কি রূপ, তাহা তাঁহাদের বোধ নাই। জগতের কোন্ মহারত্ন যে কোন্ সূত্রে গাঁথা আছে, তাহাও তাঁহারা অনুসন্ধান করেন না। চিরদিন সমস্ত বিশ্বই আধ্যাত্মিক মধুর রসে পরিপূর্ণ, ইহা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর। তাঁহারা জানেন যে, সোজাসুজি জন্মাই আর মরি, এই ভাল, ও সব কষ্ট-কল্পনা করিয়া "অমরতা" লাভ আমাদের দরকার কি? স্ত্রী পুত্র টাকা থাকিলেই হইল। পঞ্চতত্ত্বে জ্ঞান ও অধিকার

মধু-কৈটভের শির, উরুদেশে ধরি
জল হতে "তেজতত্ত্বে" সংস্থাপন করি,
কাটিলেন,—পশিলেন তাহাতে তখন,
দিলেন সহস্র-দল কমলে দর্শন। ১০১ (১)
ব্রহ্মার সাধনে বিষ্ণু-শরীর হইতে,
যেই রূপে মহামায়া, মায়া অকর্ষিতে, ১০২
হইলেন আবির্ভূতা কহিনু তোমায়,
অপূর্ব্ব প্রভাব তাঁর শুন পুনরায়। ১০৩

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে মধু-কৈটভ উদ্ধার নামক প্রথম অধ্যায়।

না থাকিলে চণ্ডী পাঠ হয় না। চণ্ডীপাঠে যে এতাধিক পুণ্য হয়, সে কি কেবল "মারা-কাটা"তেই হইয়া থাকে? তাহা নহে।

(১) কূটস্থ-চক্র=চক্রাকার কূটস্থজ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, যাহা যোগীরা সকলেই দর্শন করেন। স্বকরে=নিজ জ্যোতিতে। উরুদেশে ধরি=উরুতে জোর রাখিয়া। উরুদেশের শিরা ও স্নায়ু মণ্ডলিতে আঘাত ও পেষণ করিয়া পালোয়ানেরা শুক্রস্থান দৃঢ় করে। উরু হইতে দৃঢ়তা পাইয়া এই তেজতত্ত্ব ক্ষিতি অপের উপরে নাভিস্থানে অবস্থিত। এই তেজতত্ত্ব হইতেই সাধকের উন্নতি আরম্ভ ও ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন হইতে থাকে।

মধ্যম চরিত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহিষাসুর-সৈন্যোদ্ধার।

ঋষি কহিলেন,—১

পুরাকালে সুরপতি　পুরন্দর মহামতি,
আর সে মহিষাসুর　অসুর-ঈশ্বর,
উভয়ে প্রভুত্ব করি　পূর্ণ শত বর্ষ ধরি (১)
'দেবাসুর-যুদ্ধ' নামে　করিল সমর। ২
অসুর—পশুর তমঃ,　সুর—সত্ত্ব নিরুপম,
সত্ত্বের প্রভুত্ব নিল　পশুত্বে অসুর,—
সুরগণে জয় করি　ইন্দ্রত্ব লইয়া হরি
করিল মহিষাসুর　সুরগর্ব্ব চূর। ৩
পরে সেই দেবগণ,　পরাজিত ভীত মন,
আগে করি সসম্মানে　ব্রহ্মা প্রজাপতি,
হরি হর যেই স্থানে　বিরাজেন ফুল্ল মনে,
সেই খানে সর্ব্ব জনে　যান শীঘ্রগতি। ৪

(১) দেবভাবের সহিত পশুভাব শতবর্ষ যুদ্ধ করে।

তথায় ত্রিদশগণ কহিলা সে বিবরণ,
যে রূপে মহিষাসুর লভিল বিজয়, ৫
চন্দ্র সূর্য্য অনলের যম বায়ু বরুণের
ইন্দ্রাদি দেবাধিকার যেইরূপে লয়—৬
হে শঙ্কর জনার্দ্দন, বিতাড়িত দেবগণ
মর্ত্ত্যে করে বিচরণ মানবের প্রায়, ৭
কহিনু অসুর-কথা, শরণ লইনু হেথা,
নাশিতে এ ঘোর তমঃ ভাবুন উপায়। ৮
শুনি হেন বিবরণ ভ্রূকুটি-কুটিলানন
শঙ্কর মধুসূদন ক্রোধেতে অধীর, ৯
শিব-বিষ্ণু-বদনেতে চতুর্ম্মুখ-মুখ হতে
অগ্নিসম মহাতেজ হইল বাহির। ১০ (১)
পুরন্দর আদি যত দেবদেহ হতে কত
আসিয়া মিলিল তেজ মহা ভয়ঙ্কর, ১১
সর্ব্ব দিক তাহে ব্যাপ্ত, দেখিছেন সুর যত
জ্বলন্ত পর্ব্বত মত প্রচণ্ড প্রখর। ১২

(১) মহাক্রোধ অর্থাৎ মহাতেজের দ্বারা অন্য রিপু দমন করিতে হয়। ঐ ক্রোধ বা তেজই সত্ত্বগুণকে আনিয়া সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করে।

প্রভায় ত্রিলোক ব্যাপ্ত, সর্ব্ব দেব-দেহ জাত
অতুল্য মিলিত তেজে জন্মে এক নারী, ১৩
পঞ্চানন-তেজে হয় মুখ তাঁর জ্যোতির্ম্ময়,
যমতেজে কেশ, বাহু বিষ্ণুতেজ ধরি। ১৪
চন্দ্রতেজে স্তন দ্বয়, ইন্দ্রতেজে কটি হয়,
বরুণের ঊরু-জঙ্ঘা পৃথ্বীতে নিতম্ব, ১৫
বসু দিলা করাঙ্গুলি কুবের নাসিকা তুলি,
পদে ব্রহ্মা, সূর্য্যকরে অঙ্গুলি কদম্ব। ১৬
দক্ষতেজে দন্তপাঁতি অগ্নিতে ত্রিনেত্র-ভাতি,
সন্ধ্যাতেজে ভুরু, কর্ণ পবনে গঠিত, ১৭
অন্য দেবতেজে সব হয় অন্য অবয়ব ১৮ (১)
হেরি সুখী সুরবৃন্দ মহিষ-মর্দ্দিত। ১৯
শূল হতে শূল টানি দিলা তাঁয় শূলপাণি,
নিজ চক্র হতে চক্র দিলা চক্রধর, ২০
জলেশের শঙ্খদান, বায়ু দিলা ধনুর্ব্বাণ,
হুতাশন শক্তি দিলা বিশ্বদগ্ধকর। ২১
বজ্রে বজ্র জনমিয়া ঐরাবত-ঘণ্টা নিয়া
সুরেশ্বর দিলা সেই সর্ব্ব-মঙ্গলায়, ২২

(১) শরীরের নানাস্থানে নানারূপ দেবশক্তি রহিয়াছেন।

ব্রহ্মা যম অম্বুবাস কমণ্ডলু দণ্ড পাশ,
দক্ষ দিলা অক্ষমালা দেবীর গলায়। ২৩

মার্ত্তণ্ড ময়ূখ মালা সর্ব্ব রোম-কূপে দিলা,
কাল দিলা সুনির্ম্মল খড়্‌গচর্ম্ম তাঁরে, ২৪

ক্ষীরোদ দিলেন হার, অক্ষয় অম্বর আর,
কুণ্ডল মুকুট মণি বলয় নিকরে, ২৫

ভালে অর্দ্ধ সুনির্ম্মলা শরতের শশীকলা,
সকল বাহুতে দিলা সুন্দর কেয়ূর,

কণ্ঠভূষা সুকণ্ঠেতে, রত্নাঙ্গুরি অঙ্গুলিতে,
রাঙ্গা পায় রুণু-ঝুনু রতন নূপুর! ২৬, ২৭

পরশু ও অস্ত্রভার অভেদ্য কবচ আর
বিশ্বকর্ম্মা দেন মাকে করিয়া উজ্জ্বলা, ২৮

জলধি দিলা নির্ম্মল মস্তকে সহস্রদল,
সে দেহে অম্লান অন্য ষট্ পদ্ম-মালা। ২৯ (১)

রজোগুণ-পশুরাজে সাজায়ে বাহন-সাজে
হিমাচল রত্ন রাজি দিলা জননীরে,

(১) মস্তকে সহস্রদল পদ্ম আর ষট্‌চক্রে ষট্‌পদ্ম-মালা।

চিরপূর্ণ সুধা রাশি পান পাত্র অবিনাশী (১)
দিলেন কুবের আসি মুক্তিদায়িনীরে। ৩০
ধরিত্রী ধারণ কারী নাগেশ্বর দিলা ধরি
নাগহার—কুণ্ডলিনী করিয়া উত্থিত, ৩১ (২)
দেব গণ মিলি তবে আত্মশক্তি-অস্ত্রে সবে
সাজাইয়া দিয়া মাকে করে সম্মানিত।
অট্ট অট্ট হাস্যে মরি গভীর গর্জ্জন করি,
মুহুর্মুহুঃ নাচে বামা পাপ সংহারিণী, ৩২

(১) সহস্রার হইতে ব্রহ্মতালুতে সুধা ক্ষরিত হয়, ইহা সাধকেরা জানেন। সাধারণে জানে সুধাপান অর্থে মদ্যপান।

প্রত্যেক বর্ণনাতেই যে একটি যোগব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহা নহে। বর্ণনার সময় কাব্যের ভাষায়, পার্থিব ও অপার্থিব কথা মিশাইয়া চিত্তাকর্ষণের উপযোগী করিতে হয়, ইহা পৌরাণিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন। ভাগবতাদি পুরাণের ভাষাও এইরূপ। কাব্যে ইহা নির্দ্দোষ।

(২) ধরিত্রী=ক্ষিতিতত্ত্ব-মূলাধার। মূলাধারে কুণ্ডলিনীর "মূল" সর্পের ন্যায় অবস্থিত বলিয়া "নাগেশ্বর"। তিনিই সব ধারণ করিয়া আছেন।

অনাদি অপার আর ওঙ্কার-ঝঙ্কারে যা'র
অনন্ত অম্বর পূর্ণ, জাগে প্রতিধ্বনি। ৩৩ (১)
কাঁপে লোক থরথরি, সসাগরা-ধরা-গিরি!
হর্ষে দেব গণ জয় গায় উৰ্দ্ধ দিকে, ৩৪
আত্মমূর্ত্তি ভক্তিনত স্তব করে মুনি যত
মোক্ষ পথে লক্ষ্য করি সিংহ-বাহিনীকে। ৩৫
ভয়ে চারিদিক স্তব্ধ, ত্রিলোক হয়েছে ক্ষুব্ধ,—
হেরিয়া কম্পিত ক্রোধে দেবারি সকল,
সৈন্য সুসজ্জিত করি, অস্ত্র শস্ত্র হস্তে ধরি,
মার্ মার্ শব্দে উঠে করি কোলাহল! ৩৬

---

(১) দেবীর জড় দেহ নাই, চিন্ময় দেহ। চিন্ময় দেহে জড়দেহের কোন দোষই স্পর্শ করিতে পারে না। ঐ দেহ দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়। সেই জন্য কৃষ্ণদেহও জড়দেহ সম্বন্ধীয় সর্ব্ব দোষের অতীত। এই আদি ভিত্তিমূল না জানাতে এবং স্থিরনিশ্চয় না থাকাতে কৃষ্ণকার্য্য ও দেবীর কার্য্য লইয়া লোকে মনুষ্য কার্য্যের ন্যায় বিচার করিয়া থাকে। তাতেই নানা সন্দেহ ও ভ্রম আসে। চিন্ময়ী দেবীর সুষুম্নাপথে ওঙ্কার ধ্বনির সহিত চক্রে চক্রে নৃত্য ও উত্থান সাধকেরা জানেন।

একি! একি! বলি ত্রাসে মহিষাসুর সরোষে
ধাইল, আইল সঙ্গে সংখ্যাতীত বীর, (১)
দেবীশব্দ লক্ষ্য করি ছুটিল অমর-অরি,
ওঙ্কারে হুঙ্কার শুনি রণ-রঙ্গিণীর! ৩৭
দেখিল সে পশুবৃত্তি পরা প্রকৃতির মূর্ত্তি—
দেবী অঙ্গ-জ্যোতিতেই ব্যাপ্ত ত্রিভুবন, †
পদভরে নত ধরা, কিরীটে অম্বর ধরা, ‡
ধনুর টঙ্কারে সর্ব্ব পাতালে কম্পন! § ৩৮

(১) অন্তরস্থ পশু-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, শত শত কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা লইয়া ছুটিল।

† দেবী অঙ্গজ্যোতিঃ=কূটস্থ তেজঃ।

‡ ক্ষিতিতত্ত্ব আর দেখা যাইতেছে না।
মস্তকই আকাশ হইয়াছে।

§ ধনু=মেরুদণ্ড, টঙ্কার=সুষুম্নায় ওঙ্কার ধ্বনি, পাতাল ক্ষিতি তত্ত্বের তলপর্য্যন্ত।

'ক্ষিতি অপ'-তত্ত্বের স্থান সেই "মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান" কম্পিত করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থিত হইতে লাগিলেন। "শ্যামা নয় সামান্যা মেয়ে, সে যে মূলাধারে সহস্রারে উঠছে ধেয়ে ধেয়ে।" (নীলকণ্ঠ)

সহস্র ভুজ বিস্তারি দশদিক ব্যাপ্ত করি,
দাঁড়ায়ে চণ্ডিকা তেজঃ প্রচণ্ড প্রখর, ৩৯ (১)
দৈত্যতমঃ মত্ত রণে, পরা প্রকৃতির সনে,
অস্ত্র শস্ত্র প্রক্ষেপনে দীপ্ত দিগন্তর! ৪০
মহিষাসুরের পতি শক্তিশালী সেনাপতি,
রণমত্ত মহাসুর নামেতে চিক্ষুর,
চতুরঙ্গ-বল যুত চামর সে দীতি সুত
বহুদৈত্য সম্মিলিত যুঝিল প্রচুর! ৪১

---

(১) এই যে মায়ের রূপ, ইহা কৃপাপাত্র দিগকে কৃপা করিয়া দেখাইয়া থাকেন। এখানে মহিষাসুর মায়ের কৃপা পাত্র হইয়াছে। গীতাতেও কৃষ্ণ এইরূপ দেখাইয়াছেন,—

"বহু মুখ নেত্র বাহু চরণ উদর বহু,
বহু দন্তে অতি ভয়ঙ্কর
রূপ হেরি সর্ব্ব জন মহা ভয়ে নিমগন
ভয়াকুল আমার অন্তর। ২৩
হে বিষ্ণো আকাশ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় বহু বর্ণ,
দীপ্তনেত্র নিরখি তোমায়,
বিস্তৃত বদন হেরি, ধৈর্য্য শান্তি নাই হরি,
ভয়ে মরি কি করি উপায়?"
গীতা ১১শ অ. ২৩, ২৪ শ্লো)

উদগ্র অসুর বর যুদ্ধ করে নিরন্তর,
সঙ্গেতে অযুত ছয় রথ সুশোভন,
মহাহনু তার সাথে সহস্র অযুত রথে
সুবেষ্ঠিত বিধিমতে করে ঘোর রণ। ৪২
সঙ্গে লয়ে পঞ্চাশৎ নিযুত অদ্ভুত রথ
অসিলোমা অসুরের যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
ছয়শ-অযুত রথে, বেষ্টিত বিবিধ মতে
বস্কিল অসুর শ্রেষ্ঠ যুঝে নিরন্তর! ৪৩
দেবারি পরিবারিত বহু অশ্ব গজ যুত,
কোটী রথে পরিবৃত যুদ্ধ আরম্ভিল, ৪৪
রণদক্ষ বিড়ালাক্ষ রথ সহ লক্ষ লক্ষ,
আক্রমি বিপক্ষ পক্ষ সমরে ধাইল! ৪৫
মহাসুর আর যত অসংখ্য অসংখ্য কত
গজবাজী রথযুত যুঝে প্রাণ পণে, ৪৬
মত্ত গজ-বাজী রথে কোটী কোটী সহস্রেতে
বেষ্টিত মহিষাসুর অবতীর্ণ রণে! ৪৭
করিতেছে মহা রণ ভীষণ অসুর গণ—
পরশু পাট্টিশ খড়্গ তোমর মুষল
শক্তি আর ভিন্দিপাল ভীষণ আয়ুধ জাল
রণ-রঙ্গে দেবী-অঙ্গে বরষে কেবল। ৪৮

কেহ শক্তি খড়্গ পাশ নিয়া ধায় ঊর্দ্ধশ্বাস,
মারিতেছে রণোন্মত্তা রণচণ্ডিকায়, ৪৯
চণ্ডিকা ক্রীড়ার ছলে নিজ অস্ত্র শস্ত্র বলে
অনায়াসে কাটি সব ফেলেন ধরায়! ৫০
দেব গণ ঋষি গণ স্তব করে অনুক্ষণ,
তখন পরমেশ্বরী চিরফুল্ল মুখে,
লক্ষ্য করি দৈত্য সবে হানিলা হুঙ্কার রবে
তীক্ষ্ণধার অস্ত্র শস্ত্র অসুরের বুকে। ৫১
রজোগুণে সিংহ যেই দেবীর বাহন সেই (১)
কম্পিত কেশরে ফেরে দাবাগ্নির প্রায়, ৫২
আহবে অম্বিকা মত্ত,— নিশ্বাসেই সদ্যজাত
উদিত প্রমথ শত সহস্র ধরায়! ৫৩
"দেবী-শক্তি-সংবর্দ্ধিত সদ্যজাত সৈন্য যত
পরশু পটিশ মারে অসি ভিন্দিপাল, ৫৪

---

(১) রজো গুণের পূর্ণতা অর্থাৎ অত্যন্ত তেজস্বীতাই মুক্তি সাধনের অবলম্বন। উহাই সিংহ-বিক্রম, উহাতেই পরা-প্রকৃতিরূপ দেবীকে বহন করিয়া থাকে। সিংহ-বিক্রমে তেজস্বীতা না হইলে মুক্তি পাওয়া যায় না। "উদ্‌যোগী পুরুষঃ সিংহঃ।"

কত জন রণোৎসবে বাজায় গভীর রবে,
পটহ মৃদঙ্গ রঙ্গে শঙ্খ সুবিশাল ! ৫৫
শূল-শক্তি বৃষ্টি করি, গদা খড়্গে মহেশ্বরী
শত শত মহাসুর করেন নিধন, ৫৬
ঘণ্টাশব্দে বিমোহিয়া, কারো বান্ধি পাশ দিয়া
ধরায় ফেলেন টানি দৈত্য-বীরগণ ! ৫৭
কেহ ছিন্ন খড়্গ-পাতে, কেহ পড়ে গদাঘাতে,
কারো বা মুসলচাপে রুধির বমন, ৫৮
কোনো কোনো অসুরেশ, শূলে বিদ্ধ বক্ষদেশ,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে করে ধুলায় শয়ন !৫৯
শরেতে আচ্ছন্ন অতি রণাঙ্গনে মূঢ়মতি
কত দৈত্য সেনাপতি জীবন হারায়, ৬০
শিরচ্ছেদ কাহারো বা, কারো বাহু কারো গ্রীবা,
কাহারো বা কটিদেশ বিদীর্ণ তথায় ! ৬১
ছিন্ন জঙ্ঘা পড়ে কেহ, দ্বিখণ্ড কাহারো দেহ,
এক বাহু-নেত্র-পদ এক খণ্ডে শির। ৬২
কোনো কোনো দৈত্যবীর পড়িতেছে ছিন্ন শির
আবার উঠিছে গর্জ্জি ; ধরণী ধরিয়া। ৬৩
কবন্ধ অসুর গণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করে রণ,
কেহ বাদ্য-তালে-তালে নাচে রণস্থলে, ৬৪

খড়্গ শক্তি ঋষ্টি ধরি দেবীসৈন্য ছিন্ন করি,
দেবীকে কবন্ধ ক ত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলে! ৬৫
সেই মহা রণ ক্ষেত্র অগম্য করিল মাত্র
নিপতিত গজ বাজী রথ অনিকিনী, ৬৬
সৈন্য মাঝে দৈত্যদের হয় হস্তী অসুরের
শোণিতের মহানদী ছুটিল অমনি! ৬৭
বহ্নি যথা নাশে আ গ শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠরাশি
শঙ্করী অসুর-সৈন্য করেন নিধন; ৬৮
কেশর আস্ফালি শেষে, যেন মাতৃপূজা আশে
কেশরী অসুর প্রাণ করিছে চয়ন! ৬৯ (১)

---

(১) যোগীর কুণ্ডলিনীরূপ মহাশক্তি ষট্‌চক্রে উত্থিত হইতে হইতে কত যে কুপ্রবৃত্তি বিনষ্ট করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সেই তেজস্বীতাই সিংহ-বিক্রমে উঠিয়া কু-প্রবৃত্তিগুলির প্রাণপুষ্প চয়ন করিয়া, দেবী-পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছে। আহা, প্রবৃত্তি দমনের কি সহজ উপায়। "গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।" উপযুক্ত গুরু পুরোহিত প্রতি-পালন অভাবে মায়াবদ্ধ গৃহীগণের চিত্ত শুদ্ধির উপায় নাই। অর্থ ও সামর্থ দিয়া মায়া-পঙ্কে পতিত গৃহীগণ উপযুক্ত গুরু পুরোহিত রক্ষা করিলেই ভাল হয়। গুরুর উপযুক্ত লোক নাই একপ নহে। কিন্তু অহংরূপ মহিষাসুরের নিকট

তখন প্রমথ গণ অসুরের সনে রণ
করিতেছে কি ভীষণ দেবগণ হেরি
মুখে জয় জয় রবে, স্বর্গ হতে করে সবে
তুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি অম্বিকারে ঘেরি ! ৭০

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে মহিষাসুর
সৈন্যোদ্ধার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপযুক্ত কে হইবে ? তাই গুরু পুরোহিত পাওয়া যায় না। অহং খর্ব্ব করিলেই গুরু উপস্থিত হইবেন। অধ্যাত্ম দীন-দিগের গৃহেই তাঁহারা উপস্থিত হন। এই গুরু পুরোহিত রক্ষা করিবার জন্য, ও তীর্থের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিদেশিনী বিদুষী বিবি 'বিশান্ত' কতই উৎসুক। কিন্তু স্বদেশী শিক্ষিত পুরুষগণ নিদ্রিত, উত্থান শক্তি রহিত।
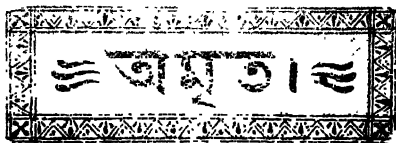
তৃতীয় অধ্যায়।

মহিষাসুর উদ্ধার।

ঋষি কহিলেন,—১

হত হয় সৈন্যগণ করি তাহা দরশন
চিক্ষুর সে মহাসুর সেনানী প্রধান,
প্রকম্পিত ক্রোধ ভরে সম্মুখ যুদ্ধের তরে
অম্বিকার পাশে রোষে হয় আগুয়ান। ২
মেরুশৃঙ্গে জলদের জল ধারা প্রায়,
চিক্ষুর বরষে বাণ অম্বিকার গায়! ৩
মহামায়া লীলাছলে কাটিয়া সে বাণজালে,
অশ্ব অশ্বারোহী দলে নাশিলেন শরে, ৪
ধনু ধ্বজ ছিন্ন করি, সুরেশ্বরী সুরঅরি
চিক্ষুরের অঙ্গপরি বাণ বৃষ্টি করে। ৫
হতাশ্ব-সারথী ধনু—রথ হীন হায়,
খড়্গ,চর্ম্ম ধরি দৈত্য দেবীপানে ধায়। ৬
বেগে খড়্গ তিক্ষ্ণধারে মৃগেন্দ্রের শিরে মারে
বাম ভুজে চণ্ডিকারে খড়্গ হানে ডাকি, ৭

হে রাজন্, ভুজস্পর্শে খড়্গ চূর্ণ অবশেষে
চিক্ষুর লইল শূল রোষে রক্ত আঁখি! ৮
অম্বর হইতে পড়ে রবিবিম্ব যথা,
দেবীপরে দীপ্তশূল নিক্ষেপিল তথা। ৯
শিরে পড়ে মোহশূল দেবকুল ভয়াকুল,
হেরি দেবী আপনার শূল পানে চায়,
দিব্য শূল দীপ্তিশালী ছাড়িলেন ভদ্রকালী,
অসুরের মোহশূল চূর্ণ চূর্ণ তায়!
দেবীর ত্রিদিব শূল মহাতেজ ধরি,
চিক্ষুর অসুরে কাটে শত খণ্ড করি। ১০
সেনাপতি সুর-অরি চিক্ষুর নিহত হেরি,
সমরে চামরাসুর গজ পৃষ্ঠে ধায়, ১১
দেবী-পরে শক্তি ছাড়ে, মায়ের হুঙ্কার বাড়ে,
প্রভাবে নিষ্প্রভ শক্তি ধূলায় গড়ায়।
অসুরের শক্তিমাত্র মায়া-মোহ সার,
মহামায়া প্রভাবেতে হয় চুরমার! ১২
শক্তি ভগ্ন ভূপতিত হেরি হয়ে ক্রোধান্বিত
চামর অসুর দ্রুত শূল নিল করে,
দেবী পানে মারে শূল, ভীত চিত দেব কুল,
তীক্ষ্ণ শরে ত্রিনয়না চূর্ণ করে তারে। ১৩

গজকুম্ভ মাঝে সিংহ উঠে উল্লম্ফনে,
কেশরীর বাহুযুদ্ধ ত্রিদশারি-সনে। ১৪
করিতে করিতে রণ. ভূমে পড়ে দুই জন,
ভীষণ প্রহারে দোঁহে হয় লণ্ড ভণ্ড, ১৫
কেশরী কৌশল ক্রমে লম্ফে উঠি, পড়ি ভূমে,
নখরে খণ্ডিত করে চামরের মুণ্ড। ১৬
শিলাবৃক্ষে করে দেবী উদগ্রকে চুর,
দন্ত-মুষ্টি-তলে মারে করাল অসুর। ১৭ (১)
রুদ্রাণি ক্রোধেতে পূর্ণ গদাঘাতে করে চূর্ণ
উদ্ধত উদ্ধতাসুর মস্তক কঠিন,
তীক্ষ্ণশরে দেবী মারে তাম্রাসুরে অন্ধকেরে,
ভিন্দিপালে বাস্কলেরে অসুর-প্রবীণ! ১৮
মহাহনু, উগ্রবীর্য্য, উগ্রাস্য অসুরে,
ত্রিনয়নী ত্রিদিবের ত্রিশূলে সংহারে। ১৯
বিড়াল অসুর বীর, তার দেব দ্বেষী শির
কায়া হতে কাটি ফেলে সর্ব্ব দুঃখ-হরা,
দুরন্ত দুর্ম্মুখাসুরে প্রখর শর-নিকরে,
মারিলা পরমেশ্বরী দেবী পরাৎপরা। ২০

---

(১) দন্ত = অস্ত্র বিশেষ। তল = করতল।

সৈন্য ক্ষয়ে মহিষের রূপ ধরি তবে
আক্রমে মহিষাসুর দেবী সৈন্য সবে। ২১
আনন আঘাত করে ক্ষুরাঘাতে কারো মারে,
কারো মারে শৃঙ্গাঘাতে লাঙ্গুল তাড়নে, ২২
কারো মারে বেগ ধরি, কারো বা গর্জ্জন করি,
ঘুরি ফিরি কারো মারে নিশ্বাস পবনে। ২৩
নাশিয়া প্রমথ-সৈন্য সিংহ পানে ধায়,
কটাক্ষে করুণাময়ী কুপিলেন তায়! ২৪
ক্ষুরাঘাতে ভূমি চূর করিয়া মহিষাসুর
শৃঙ্গ দিয়া শৃঙ্গ-ধরে করে নিক্ষেপন, ২৫
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ধায়, বসুধা বিদীর্ণ তায়,
সমুদ্রে লাঙ্গুলাঘাতে পৃথিবী প্লাবন! ২৬
প্রকম্পিত শৃঙ্গাঘাতে চূর্ণ চূর্ণ মেঘ,
তোলে ফেলে শৃঙ্গধরে নিশ্বাসের বেগ। ২৭ (১)

(১) একটা বন্য মহিষের ন্যায় সিং লেজ নাড়িয়া বিশ্বময়ীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করে কে? মায়া-মোহিত মানব ভিন্ন এরূপ জানোয়ার আর নাই। এই জানোয়ারই সেই অহং। এই মহিষের বর্ণনা কাব্য-রসে ও পৌরাণিক ভাষায় আদৌ দোষাবহ নহে। সাহিত্যবিদ্‌গণ ইহা বিলক্ষণ জানেন। যদি কেহ মহিষের সিং লেজ নাড়াই সত্য মনে করেন, করুন, ক্ষতি কি? কাব্য রসে মুগ্ধ হইবেন।

ক্রোধান্ধ সে সুর-অরি নিকটে আসিছে হেরি,
সুরেশ্বরী ভাবিছেন মুক্তি দিতে তারে, ২৮
পাশ ক্ষেপ করি দূরে বান্ধেন মহিষাসুরে ;
ছাড়ি সে মহিষ রূপ সিংহ রূপ ধরে ! ২৯
জননী সে সিংহ শির কাটিলা অমনি,
হইল সে খড়গপানি পুরুষ তখনি। ৩০
খড়গ চর্ম্ম সহ তারে বাণে দেবী ছিন্ন করে,
বীরেন্দ্র গজেন্দ্র রূপ ধরিল তখন, ৩১
গজেন্দ্র সে শুণ্ড দিয়া মৃগেন্দ্রকে আকর্ষিয়া
গর্জ্জিল ভীষণ, গর্জ্জে মৃগেন্দ্র ভীষণ !
দেবী গিয়া খড়্গ দিয়া হুহুঙ্কার রবে,
দ্বিখণ্ড গজের শুণ্ড করিলেন তবে। ৩২ (১)

(১) সকল কাজই তাঁর কাজ মহামায়ার পূজা,
"আমার, আমার" শুন্‌লেই খড়্গ দেখান দশভুজা।

"আমার আমার" যে সর্ব্বদা বলে সেই "অহং"ই "মহিষ"। অসুরই হোক, আর জানোয়ারই হোক, আর মানুষই হোক, অহং সবই সমান।

বেদান্তের ন্যায় ছাকা ছাকা শুধু সার কথা কয়েকটী সাধারণে ধারণা করিতে পারে না। তাই সাধারণের চিত্তাকর্ষণের জন্যই একপ ভাবে কাব্য রসের বর্ণনা চির

তবে পুনঃ সুর-অরি মহিষের রূপ ধরি
চরাচর বিশ্বপুরি করিল ব্যাকুল, ৩৩
জগন্মাতা ক্রোধমনে পুনঃ পুনঃ মধুপানে, (১)
অরুণ নয়নে হন হাসিয়া আকুল! ৩৪
মদ-মত্ত পশুবৃত্তি গর্জ্জি নিরন্তর,
শৃঙ্গপাকে অম্বিকাকে মারিছে ভূধর! ৩৫
প্রক্ষিপ্ত পর্ব্বত যত মহাদেবী ক্রমাগত
চূর্ণ করে কটাক্ষেতে শর নিক্ষেপিয়া,
মুহুর্ম্মুহুঃ মধুপানে মায়ের বিধু-বদনে
প্রস্ফুটিত রক্ত রাগ বিশ্ব বিমোহিয়া!

প্রসিদ্ধ। মহিষ বধই পশুবলি বা রিপু সংহার. ইহা বুঝিয়া লইতে হয়। ইহাই ভাষারহস্য।

তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগ মাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥
(গীতা ৪অ, ৪২শ্লো)

গীতায় আগে বলিলেন যুদ্ধ কর; আবার পরেই বলিতেছেন, "জ্ঞান খড়্গে অজ্ঞান কাটিয়া যোগসাধন কর।" চণ্ডীতেও তাই। যে না বুঝে, তার এখন বুঝিবার আবশ্যক নাই।

(১) সহস্রার ক্ষরিত সুধা। যদি বল মদ্য, অধঃপাত সদ্য।

মহোচ্ছ্বাসে মহোল্লাসে অট্ট অট্ট হাস,
কহিলা সুধা-বিহ্বলা আধ-আধ ভাস,—৩৬

দেবী বলিলেন.—৩৭

আর নহে বহু কাল, গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণকাল
রে মূঢ় যাবৎ আমি করি মধুপান,
অমর-বাঞ্ছিত এই মধুপানে অচিরেই
লইব রে পশু-বৃত্তি তোমার পরাণ!
ক্ষণকাল গর্জ্জি লও, উঠিবে এখনি
এইখানে দেবতার ওঙ্কারের ধ্বনি! ৩৮ (২)

ঋষি বলিলেন.—৩৯

মহাদেবী অতঃপরে সেই মহিষের পরে
নিমেষেই লম্ফ ভরে করে আরোহণ,
মুক্তিমাখা রক্ত পদে চাপি কণ্ঠ রূপাক্রোধে,
মহাশূলে মহাসুরে করেন তাড়ন! ৪০ (২)

---

(১) যোগ মগ্ন হইলেই কাম ক্রোধের গর্জ্জন নিবৃত্ত হয়, তখন আকাশে ওঙ্কার ধ্বনি শুনা যায়। ইহা যোগিগণের জানা আছে। সাধক বলেন, ওরে কাম ক্রোধ, একটু গর্জ্জন কর, আমি ক্রিয়ায় বসি, এখনি তোমার গর্জ্জন স্থলে ওঙ্কার ধ্বনি উঠিবে।

(২) খৃষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত "মুক্তি ফৌজের যুদ্ধ ঘোষণা ও রণভেরী" দেবাসুর যুদ্ধের আভাস প্রকাশ করিতেছে।

নিজ মুখ হতে অর্দ্ধ   । হতে বাহির,
মায়ের শক্তিতে ব্যাপ্ত   পদ প্রাপ্ত বায়। ৪১

তাঁহারা মাতাল ও কুকর্ম্মান্বিত লোক ধরিয়া ধরিয়া হাত-কড়ি দিয়া অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন, ও নানা উপায়ে শাসন ও সংশোধন করেন। এই দেবাসুর যুদ্ধে কোথাও বা প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, কোথাও বা দেহ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। যেখানে দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, আর সংশোধন হইয়া উঠে না, সেখানে সে দেহ নষ্ট হইয়াই তবে সংশোধিত হয়; প্রবৃত্তি আর দেহ বিশেষ পৃথক নহে। দেহ রক্ষা করিয়াও, অনেক স্থলে উত্তম সংশোধন হইয়া থাকে। যোগ ব্যাখ্যায়, কেবল "অহং" ভাবের বিনাশই লক্ষ্য। কিন্তু অন্তর্লক্ষ্য ও বহির্লক্ষ্য, দুইটী ভাবই চণ্ডীর ব্যাখ্যায় চিরদিন চলিতেছে। একন্য বহির্লক্ষ্য অর্থেরও সামঞ্জস্য প্রয়োজন। অনেকে ভাবেন, "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—গীতা বলেছেন, পাপীগণের ধ্বংস করিতে ঈশ্বর অবতার হন। তবে দেহ রাখিয়া কি সংশোধন হয় না? মারিয়া ফেলিলে আর সংশোধন কি? কিন্তু মারিতে হয় না, সংশোধিত হইতে গিয়া আপনিই মরে। যেমন "পেন্‌সন্" লইলে আরামে আরামে বসিয়া থাকিলে, আর বেশী দিন বাঁচে না, সেইরূপ পাপে পাকা জীর্ণ দেহ সংশোধন করিতে গেলেই ঠুক্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। শেষে সংশোধিত ও সুগঠিত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। আধ-মরা দেহ থাকিলেই বা লাভ কি? গেলেই বা

মহিষের মুখমধ্য হইতে উঠিয়া অৰ্দ্ধ.
করিতে লাগিল যুদ্ধ পশু অবতার,
ত্রিতাপ-নাশিনী গিয়া পাপনাশী অসি নিয়া
অসুর-পশুর শিরে করিলা প্রহার !

ক্ষতি কি ? "দেহ গেলে কিবা হয় ? দাঁত প'লে কিবা ভয় ?"
তবে সুখ ভোগটা হল না, এই চিন্তা। তার জন্য চিন্তা নাই। অনন্ত সুখ শেষে আছে।

"মাটির উপর টাকার খেলা, এই আনন্দেই আটখানা।
তবু দেখনি বিশ্বরাজের রাজ-প্রাসাদের কারখানা।
"আনন্দ মমৃতম্ যদ্বিভাতি।" (শ্রুতি)

দুষ্ট ছেলেকে মায়ে বলে—আবার ওরূপ কার্য্য করিলে "মার্‌ব" "গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌ব" "একবারে কেটে ফেলব"—ঐ মেরে ফেলা, কেটে ফেলার অর্থ কি ? মায়ের কেটে ফেলা চিরদিনই ঐরূপ। সব অসুর কাটিয়া ফেলিতেছেন। সব ঐরূপ! দেবাসুর যুদ্ধ কি সুন্দর যুদ্ধ! যুদ্ধ ত নয়, কেবল "মায়ে পোয়ে ঝগড়া।"

"বারেবারে কত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
দুঃখ নয় সে দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা।"

মা-বাপ কেবল বলেন "পাঠশালে যা ; না যা'স ত কেটে ফেল্‌ব।" সত্য সত্যই এক এক দিন মারিয়া পিঠ ভাঙ্গিয়া দেন। পাড়ার লোক কত আহা উহু করে, তবুত মা শুনে না, গুরু মহাশয় কপ গমের মুখে গা ফেলে দেয়। হায় হায়

জড়ত্ব-বিধ্বংসী খড়্গ জননী মারিল
পশুত্ব হারায়ে দৈত্য দেবত্ব পাইল! ৪২
মহিষ উদ্ধার পায়, অন্য যত সৈন্য ধায়,—
হাহাকার রবে সবে করে পলায়ন,
সুর গণ হর্ষযুত মহর্ষিগণ-সংযুত, ৪৩
নিস্তারিণী-স্তব সবে করিলা তখন।
গন্ধর্ব্বেরা গায় গান, নাচে বিদ্যাধরী,
অধ্যাত্ম আনন্দে নাচে ত্রিদশ-নগরী। ৪৪ (১)

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর উদ্ধার নামক তৃতীয় অধ্যায়।

মা এত নিষ্ঠুর! অবোধ মা-বাপ ত বুঝিতে পারে না। যে গুরু মহাশয়ের নাম শুনিলে ছেলের বুক কিরূপ দুর-দুর করিয়া উঠে? ঘরেও শান্তি নাই, পাঠশালাতেও শান্তি নাই, যায় কোথায়। ভাল না হইলে মায়ের হাতে নিস্তার নাই! দেবাসুর যুদ্ধই আমাদের অনন্ত সুখের সোপান। পালিয়ে যাবে কোথায়? সন্ন্যাসী হলেই হয় না। আমরা মায়ের সোণার ছেলে। এ চাঁদ মুখ মা কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না।

"মায়ের সামনে সোণার ছেলে, হয়ে যাবে কি মাটি?
খারাপ সোণা, পুড়িয়ে পুড়িয়ে,—পিটিয়ে করবে খাঁটি।"

(১) "মক্ষিকাও গলেনা মা পড়িলে অমৃত হ্রদে।"—

চতুর্থ অধ্যায়।

ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তুতি।

ঋষি বলিলেন—১

ও সেই—দুরাত্মা, মহিষাসুর সনে
পশুবৃত্তি ছিল যত আম্বিকা করিলে হত,
উল্লাস হইল দেব গণে।

ও সেই—পুলকিত, চারুদেহ ধরি,
ইন্দ্রাদি দেবতা যত পাদ পদ্মে হয়ে নত
মায়েরে কহেন স্তুতি করি,—২

মা যদি ধরিয়া আনে ও মারিয়াও ফেলে তবে তাহাতেই উদ্ধার হয়। টিয়া পাখীকে খাঁচায় বা শিকলে বদ্ধ করিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বা "কালী কালী" বুলি শিখাইলাম। এক দিন সে মরিয়া গেল। স্বাধীন ভাবে আকাশে সুপক্ক রসাল ফল ভোজনে সুখ ভোগ করিয়া বেড়াইত, তাহাতে বঞ্চিত করিয়া বাঞ্চিয়া মারিলাম। ইহা সত্য, কিন্তু মনুষ্য-সংসর্গে থাকিয়া বহুদিন অবিরত মনুষ্যভাব দেখিয়া দেখিয়া "কালী

ও যাঁর—আত্মশক্তি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন,
সমস্ত দেবতা-শক্তি অমৃতের মহাস্ফূর্ত্তি
লয়ে যাঁর মূর্ত্তি সংগঠন,

ও যাঁরে—পূজে দেব মহর্ষি সকল,
সেই সর্ব্ব-মঙ্গলারে নমি মোরা ভক্তি ভরে,
মঙ্গলা করুন সুমঙ্গল। ৩

কৃষ্ণ" নাম সাধন করিতে করিতে "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" উচ্চারণে সক্ষম হইয়া মরিয়াছে, তাহাতে সে যে রূপ উচ্চ গতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা কি আকাশে বেড়াইয়া রাঙ্গা রাঙ্গা ফল খাইয়া প্রাপ্ত হইতে পারিত? নিয়মে না বাঁধিলে উচ্চ শিক্ষা হয় না। পণ্ডিতেরা বলেন, "আবৃত্তিঃ ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরিয়সী।" ধর্ম্ম শাস্ত্রের আবৃত্তি শিক্ষা, (অনাবৃত্তিতে) অর্থ বোধ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।" দেব-ভাষা সংস্কৃত উচ্চারণে সক্ষম হইলেই লোক কিয়ৎ পরিমাণে দেবভাব প্রাপ্ত হয় ও পরিণামে উচ্চ গতি লাভ করে। তাই কালীনাম কৃষ্ণনাম যদি সত্য হয়, তবে ঐ নাম সংস্পর্শে পাখী কেন না উচ্চগতি লাভ করিবে? "নামের গুণ দ্রব্য-গুণের ন্যায় শক্তি প্রকাশ করে।' মহাশক্তি বিশ্বময়ীর জাগ্রত মূর্ত্তির সম্মুখস্থ হইয়া মরিলেই সেই মরণকে "উদ্ধার" বলে। মা, ধরিয়া বান্ধিয়া মারেন, উহাই মুক্তি। ঐ

ও যাঁর—অতুল প্রভাব আর বল,
বর্ণিতে অক্ষম হন ব্রহ্মা বিষ্ণু, পঞ্চানন,
ধ্যানে মাত্র জানেন কেবল,

ও সেই—মহাদেবী জগৎ-জননী
জগৎ পালন তরে দুঃখ ভয় নাশিবারে
বাসনা করুন সদা অম্বুজ-নয়নী । ৪

ও যেই—পূণ্য গৃহে, লক্ষ্মী রূপে সাজে ;
অলক্ষ্মী সে পাপীদের, শ্রদ্ধারূপা সজ্জনের,
শুভ বুদ্ধি শুদ্ধিযুত হৃদয়ের মাঝে,

ও যেই—সৎকুলের লজ্জা মান আর,
সেই তুমি দেবী শিবে, পালন কর মা জীবে,
প্রণত আমরা মা গো, চরণে তোমার । (১) ৫

রূপে অসুর উদ্ধার হয় । কামক্রোধও ঐ রূপে মুক্ত হয় । অজ (পুনর্জন্মরহিত) ছাগাদি উৎসর্গীকৃত হইয়া ঐ রূপেই উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

মন্ত্রে পূজা,—দশভুজা তাতেই দিচ্ছেন সাড়া,
"নিবেদনই" বলি দান, প্রসাদ জন্য খাঁড়া ।

(১ প্রার্থনা শুনিয়া অনেকে বলেন—ঈশ্বর যে বড়,

মাগো,—এ অচিন্ত্য রূপরাশি তব,
পাপ-ধ্বংসী মহাবীর্য্য, দেবাসুরে তব কার্য্য,
বাক্য মনে ধার্য্য নয়, কেমনে বর্ণিব ? ৬

তাহা আর পুনঃ পুনঃ বাড়াইয়া বলার প্রয়োজন কি ? উহা খোসামোদ মাত্র। ঈশ্বর কি তোসামোদে ভুলিবেন ?

ভক্তেরা জানেন, তিনি তোসামোদে ভুলিবেন না, সত্য। কিন্তু ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে প্রাণের যে আবেগ উপস্থিত হয়, তাহা ঐ রূপে প্রকাশ করা স্বাভাবিক। তাহা না করিলে, চিত্তের ঐ সকল মধুর পবিত্র ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে না, প্রাণও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

পিতা মাতা, শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বলেন "বাবা আমার, সোণা আমার, মানিক আমার।" পিতামাতা ইহার দ্বারা কি সন্তানকে খোসামোদ করেন ? সতী যখন পতিকে "প্রাণেশ্বর, জীবিতেশ্বর, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব" বলিয়া আদর করেন, তখন কি খোসামোদ করেন ? তাহা নহে। ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের পবিত্র ও উচ্চ ভাবের উচ্ছ্বাস প্রার্থনা দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, স্থিরতা প্রাপ্ত হয় ও বিকশিত হইয়া ঈশ্বরকে সম্মুখস্থ ও নিকটতম করিয়া দেয়। এই জন্য সঙ্গীতের ন্যায় প্রার্থনাও যোগাঙ্গ। এই সকল ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কণ্ঠস্থ রাখিয়া প্রতিদিন পাঠ করা আবশ্যক।

তুমি—ত্রিগুণা, হয়েছ সর্ব্বসার,
জগৎ-কারণ মাতা, রাগদ্বেষ-বহিভূ‘তা, (১)
হরিহর-চিন্তাতীতা, অনাদি অপার! ৭

তুমি—সর্ব্বাশ্রয়া, সকলের স্থিতি,
তারা তব অংশে তা’রা,, তুমি ত মা নির্ব্বিকারা,
পরাৎপরা সারাৎসারা আদ্যা সুপ্রকৃতি!

মাগো,—যজ্ঞে যাহা করি উচ্চারণ,
দেবগণ তৃপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদিতে পিতৃগণ,
সেই স্বাহা স্বধা তুমি, বলে সর্ব্ব জন। ৮

মাগো—সব দোষ যাঁদের বিগত,
সংযত ইন্দ্রিয় আর, তত্ত্বসার জ্ঞান যাঁর,
হেন মুক্তিপ্রার্থী ওই যোগী ঋষি যত

ওগো—অভ্যাস যা করে সত্য মানি,
মুক্তির মূল যে বিদ্যা, তুমিই সে শক্তি আদ্যা,
পরমা অচিন্ত্যব্রতা তোমাকেই জানি। ৯

---

(১) অসুরের উপরে রাগ দ্বেষ নাই। শুদ্ধ মমতা। তুমি ছেলে পিটনে মা,—আদর্শ মা।

মাগো—শব্দরূপা, ত্রিবেদ-রূপিনী,
উচ্চ গীত রম্য পদে ঋক যজু সাম বেদে—
বেদের আশ্রয় ভূমি তুমি ত্রিনয়নি!

তুমি—অন্নদা মা, অন্ন বিধায়িনী,
জীবন রক্ষার তরে, কৃষিরূপা এ সংসারে,
ভগবতী ভব দুঃখ দারিদ্র্য নাশিনী। ১০

মাগো,—সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞান রাখে ধরি,
সেই যে ধারণা বুদ্ধি, তোমারি সে রূপ বুঝি,
তুমি দুর্গা, ভবার্ণবে সঙ্গহীনা তরী!

ওগো—শ্রীহরির শ্রী তুমি মানিনি!
বিষ্ণু বক্ষে বক্ষ রাখ, চন্দ্র-চূড় ক্রোড়ে থাক,
তুমি লক্ষ্মী, তুমি গৌরী হর-গৌরবিণী! ১১

মাগো—পূর্ণশশী-কর-পূর্ণ শোভা,
তব মুখ-রূপ রাশি ঈষৎ ঈষৎ হাসি,
অমল কনক-কান্তি বিশ্ব-মনোলোভা,
জননি গো দেখিয়াও সে চন্দ্র-বদন,
কি আশ্চর্য্য, কোন প্রাণে, করিল তোমার পানে
ক্রোধান্ধ মহিষাসুর অস্ত্র বরিষণ? ১২

নবীন বিধুর ছবি মধুর মধুর।--
সে মুখে ভীষণ লীলা কুপিত ভ্রূভঙ্গি-খেলা
হেরি কেন মরে নাই অসুর নিঠুর?
ক্রুদ্ধ কালে হেরি আশা কে করে আয়ুর? ১৩

প্রসন্না হও মা ভবে তুমি গো কল্যাণি,—
পরাৎপরা, দৈত্যবংশ তব কোপে সদ্য ধ্বংস
জানিনু—অসংখ্য নষ্ট মহিষ-সেনানী। ১৪

জননি গো, সুপ্রসন্না হলে তুমি তবে
বাঞ্ছিত সুফল দানে চাও মা যাদের পানে,
তারাই ত ধনে মানে দেশ-পূজ্য সবে।

যাদের প্রসন্না হও চারু চন্দ্র মুখি.
ধর্ম্মে বুদ্ধি অহরহঃ দারা পুত্র ভৃত্য সহ
ধন্য তারা ধরাধামে চির সুখে সুখী। ১৫

মা তোমার প্রসাদেই সতত সকলে
যত্নে যত ধর্ম্ম প্রাণ করি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
পুণ্যবান্ স্বর্গে যান,-- মহাফল ফলে
ত্রিলোকে তারিণি তব প্রসন্নতা বলে। ১৬

দুর্গতি-নাশিনী-দুর্গে দুর্গমেতে তারা,
ভয়ে যবে সর্ব্ব লোকে দুর্গা দুর্গা বলি ডাকে,
সর্ব্ব ভয় দূর কর দুঃখ-ভয়-হরা!

মা তোমারে স্মরে যদি "আত্মস্থ" যে জন,
তত্ত্ব-জ্ঞান দেও তারে— সেই ত জানিতে পারে,
মা তুমি মোক্ষদায়িনী জননী কেমন?

সর্ব্বজীবে দিতে মাগো সর্ব্ব উপকার,
দারিদ্র্য দুঃখ হারিণী, তোমা বিনা গো জননি,
জগতে জীবের শিবে কেবা আছে আর?
কার প্রাণ গলে এত, জননি তোমার মত,—
মা বলিয়া কেহ যদি ডাকে একবার! ১৭

হত হ'লে মাতঃ সব দানব দুর্ব্বার,
জুড়াবে জগৎ তাপ, অসুরেরা হেন পাপ
চির নরকের তরে না করে আবার,
সাধন-সমরে মরি যাক্ সে অমর-পুরি,—
এই ভাবি রিপুকুল করিছ উদ্ধার! ১৮ (১)

(১) সাধন করিতে করিতেই দেহ নষ্ট হয়। জড় দেহ নষ্ট না হইলে সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেবদেহ কি রূপে লাভ

মা তোর—দৃষ্টিতেই ভস্ম কেন হল না অসুর?
ও হস্তের শস্ত্র পর্শে পবিত্র হইয়া হর্ষে,
স্বর্গে যাবে,—তোর ইচ্ছা ছিল এত দূর! (১)
রিপুতেও মা তোর কি মমতা মধুর! ১৯

তীক্ষ্ণ খড়্গ শূলাগ্রের জ্যোতিঃ নিরখিয়া,
জননি, অসুর যত তখনি ত অন্ধ হত—
হল না মা মাতৃমুখ দেখাবি বলিয়া,
অস্ত্র ভাতি মুখ-জ্যোতিঃ দিয়া আবরিয়া!

অসুরের নেত্র হল পবিত্র শীতল,
নিরখি ত্রিতাপ-নাশী ও মা তোর মুখশশী!
মুক্তি আশে অনিমেষে হেরিল কেবল
শরচ্চন্দ্র-বিম্ব-মাখা শ্রীমুখ মণ্ডল! ২০ (২)

হইবে? সেই দেবদেহ জানিলেই এ দেহ তুচ্ছবোধ হয়, ইহা স্বাভাবিক।

(১) স্বর্গ ও দেবতা দুই প্রকার। এক অস্থায়ী সুখভোগে আবদ্ধ, আর এক নিষ্কাম স্থায়ী সুখে সুখী। মায়ের সংস্পর্শে জীব নিত্যসুখে সুখী হয়।

(২) যোগীগণের চিত্ত লয় হইবার সময় রিপুগণ সংহার হয়। তখন মন-ইন্দ্রিয়াদি রিপুগণ চিদভিমুখী হইয়া

দুষ্ট রিপু নষ্টকারী চরিত্র তোমার,
অরূপ রূপ মাধুর্য্য রিপুনাশী মহাবীর্য্য,
চিন্তার অতীত কার্য্য গাম্ভীর্য্য অপার!
রিপুকে এ রূপ দয়া—স্নেহ পারাবার! ২১

মা তোমার কত শক্তি—উপমা কি পাই?
রিপুদের ভয়ঙ্কর আমাদের মনোহর!—
একাধারে দুই মূর্ত্তি, হেন আর নাই!
জগৎ-পালিনী শক্তি বলিহারি যাই!

ত্রিসংসারে সুকৌশল নাহি হেন আর,—
দীনে দয়া যথা তথা রিপু যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা,
দুটী ভাব মা তোমাতে দেখ চমৎকার,
স্নেহে গড়া ধ্বংসনীতি জড়ত্ব উদ্ধার! ২২ (১)

করিলে ত্রিলোক ত্রাণ রিপু ত্রাণ করি;
দেবী-যুদ্ধে রিপু যায় মরিয়া দেবত্ব পায়;

মাতৃমুখ দর্শন করিতে করিতে মাতৃক্রোড়েই লয় পাইয়া থাকে,—যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

(১) এই জড়ত্ব-উদ্ধার দেহ থাকিতেও হয়, দেহ গিয়াও হয়। দেহ গেলে হয় কি? দাঁত পড়াতে ভয় কি?

অসুর-পশুর শঙ্কা গেল ক্ষেমঙ্করি,
বারে বারে মা তোমারে নমস্কার করি। ২৩

খড়্গেশ্বরি, খড়্গ শূল করিয়া ধারণ,
ঘণ্টা শব্দে বার বার ধনুর টঙ্কারে আর
ওঙ্কারে শঙ্করি রক্ষ, রক্ষ দেবগণ, ২৪
কাম ক্রোধ রিপুকুলে করিয়া দলন।

মাগো, পূরবে পশ্চিমে আর উত্তরে দক্ষিণে
ত্রিশূল ঘূর্ণন করি— ত্রিগুণে গো শুভঙ্করি (১)
রক্ষা কর, কে রক্ষিবে রক্ষাকালী বিনে?
মুক্তি-বিধায়িনি শক্তি দেও শক্তি-হীনে। ২৫

মা, তোমার যে যে রূপে মন মাতোয়ারা
সেই সেই রূপ আর যে যে রূপ মা তোমার
হেরি কাঁপে রিপু-পক্ষ বিরূপাক্ষ-দারা,
সেই সেই রূপে রক্ষ স্বর্গ বসুন্ধরা। ২৬

পদ্মমুখি, কর পদ্মে ধৃত তব যত
খড়্গ শূল গদা পাশ, তাহে করি পাপ নাশ,
দেবতারে বসুধারে রক্ষ অবিরত। ২৭
কে আর রক্ষিবে শিবে জননীর মত?

(১) ত্রিশূল—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বা সত্ত্ব রজঃ তমঃ

ঋষি বলিলেন,—২৮

ও সেই—দেবগণ, হেন স্তব করি,
নন্দন-কাননে আসি চয়নি কুসুম রাশি,
আনন্দে চন্দন-গন্ধে ধূপ দীপ ধরি

ও সেই—ভক্তিভরে, ভগবতী পূজা
করিলা সকলে মিলি, করে সবে কোলাকুলি,
শুভক্ষণে প্রদক্ষিণ করি দশভুজা। ২৯

ও সেই—ধূপগন্ধে মন্দ বায়ু বহে,
বর দিতে সুপ্রসন্না জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা
সাষ্টাঙ্গ-প্রণত যত দেবগণে কহে,—৩০

দেবী কহিলেন,—৩১

শুন মম প্রিয়তম অসুরারি সবে,
বর লও ইষ্ট যাহা, হৃষ্ট মনে দিব তাহা,
তুষ্ট আমি তোমাদের আন্তরিক স্তবে। ৩২

দেবগণ বলিলেন,- ৩৩

মাগো,—অভীষ্টের, কি বা বাকি আর?
পশুরূপী রিপুবরে মারিলে মহিষাসুরে,
তাতেই করিলে মাতঃ সর্ব্ব উপকার।৩৪

ওমা—যদি বর দিবে গো অম্বিকে,
দেও বর সর্ব্বসার স্মরিলে মা বারবার,
আসিবে আপদ শান্ত করিবে চণ্ডিকে। ৩৫

মাগো—এই দেবী স্তুতি পাঠ করি,
যে করিবে আরাধনা আমাদের সুপ্রসন্না
দেবী তুমি, দিও তার মনস্কাম পূরি!

মাগো—চিদৈশ্বর্য্য, দিও তুমি তারে;
অমল-কমল-মুখি, করি তারে চিরসুখী,
দারা-পুত্র-ধনে বৃদ্ধি করিও সংসারে। ৩৬,৩৭

ঋষি বলিলেন,—৩৮

রাজন্,—আত্মা আর জগতের উদ্ধার লাগিয়া,
দেব স্তবে সুপ্রসন্না, ভদ্রকালী ত্রিনয়না,
অন্তর্হিতা হইলেন "তথাস্তু" বলিয়া। ৩৯

দেব-দেহ হতে দেবী করি আগমন,
দেব-দুঃখ নাশিবারে জনমিলা যে প্রকারে,
ত্রিজগৎ হিততরে করিলা যেমন,
কহিলুম এই আমি সেই বিবরণ। ৪০ (১)

---

(১) পিতা মাতার অন্তরশক্তি যেমন পুত্ররূপে উদয় হয়, দেবগণের অন্তরস্থ মহাশক্তি সেইরূপ মানুষের ন্যায় আকার

রিপুবংশ সনে শুম্ভ নিশুম্ভে উদ্ধার
করিবারে স্নেহ ভরে ত্রিলোক রক্ষার তরে
দেব-হিতৈষিণী দেবী যে রূপে আবার,
গৌরীদেহে অবতীর্ণা, শুন পুনর্ব্বার। ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে ইন্দ্রাদি-স্তুতি
নামক চতুর্থ অধ্যায়।

ও রূপ ধারণ করিয়া বাহিরেও উদিত হইয়া থাকেন, এবং বহির্জগতে একটা পাপধ্বংসী প্রলয় উপস্থিত করেন। অবতারের অর্থই তাই। তবে যোগীদের সর্ব্বদাই অন্তর্লক্ষ্য, আর সাধারণের কেবল অবতার রূপ বাহ্যলক্ষ্য অবলম্বন। দুটী ভাবই আবশ্যক। পুরাণকার দুই ভাবই রাখিয়াছেন।

উত্তম চরিত্র। পঞ্চম অধ্যায়।

দূত সংবাদ।

হিমাচলে অপরাজিতা স্তব।

ঋষি কহিলেন,—১

পুরাকালে অহঙ্কারে পূর্ণ ছিল অতি
শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্যপতি।
ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য তারা করিল হরণ,
গর্ব্ব-বলে যজ্ঞ-ভাগ করিল গ্রহণ। ২
চন্দ্রসূর্য্য-কুবেরাদি যম বরুণের
কাড়ি নিল অধিকার সুর সকলের। ৩
অনল-অনিল-কর্ম্ম করিয়া হরণ
স্বেচ্ছাচার করে শুম্ভ নিশুম্ভ দুজন। (১)

(১) শরীরের স্বাভাবিক তাপ ও বায়ু বিকৃত করিয়া কাম ক্রোধ ঐ উত্তাপ ও বায়ু লইয়া স্বেচ্ছাচার করিতে লাগিল।

এই রূপে স্বর্গ হ'তে সর্ব্ব দেব গণ,
তিরস্কৃত পরাজিত বিতাড়িত হন। ৪
সেই কালে সুরগণ স্মরে পুনরায়
রক্ষা-কালী ভদ্রকালী অপরাজিতায়। ৫
ভাবিলেন দেবগণ,— মহামায়া আসি,
একবার পাপ তাপ তমোরাশি নাশি,
আমাদের সকলের দুঃখ করি নাশ,
বর দিলা সুপ্রসন্না প্রদানি আশ্বাস,
"তোমরা সঙ্কটে পড়ি স্মরিবে যখন,
তখনি করিব আসি সঙ্কট মোচন।"
এস তবে ডাকি সবে শিব-সুন্দরীরে,
মহামায়া মহেশ্বরী বিশ্ব জননীরে। ৬
এ রূপে মায়ের আশা করি দেবগণ
অভীষ্ট সিদ্ধির তরে করিলা গমন
হিমালয় পর্ব্বতের প্রশান্ত প্রদেশে,
বিষ্ণুমায়া যিনি, তাঁরে আরাধিলা শেষে।

দেবগণ কহিলেন — ৮

দেবী মহা দেবী সর্ব্ব প্রকাশ তোমার,
কল্যাণ রূপিনী, দেবি, করি নমস্কার।

জগতের আদ্যাশক্তি পালিকা শঙ্করী,
সুসংযত মোরা মাতঃ নমস্কার করি। ৯
নিত্যা গৌরী ধাত্রী ভীমা, নমোস্তু তোমারে,
জ্যোতিঃরূপা চন্দ্ররূপা সুখ স্বরূপারে। ১০
বৃদ্ধি সিদ্ধি রূপা নমঃ কল্যাণীর পায়,
লক্ষ্মী অলক্ষ্মীকে নমঃ সর্ব্বাণি তোমায়। ১১
দুর্গা, শ্রেষ্ঠা, খ্যাতি, কৃষ্ণা সর্ব্ব-কারিণীরে,
ত্রাণ-দায়িনীরে নমঃ ধূম্রা বরণীরে। ১২
অতি সৌম্যা অতি রৌদ্রা এহেন রাগেতে,
রাগময়ী দেবী যিনি, তাঁর চরণেতে,
নত শিরে নমস্কার ; নমস্কার তাঁয়,
জগৎ-প্রতিষ্ঠা-রূপা "ক্রিয়া-স্বরূপায়"। ১৩

যে দেবী চেতনা-শক্তি, বিষ্ণুমায়া নামে খ্যাতি,
সকল প্রাণীর মাঝে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সম,
নমি তাঁয় নমি তাঁয় নমি তাঁয় নমোনমঃ। ১৪-১৬

যে দেবী জাগ্রত ভাবে চেতনা নামে এ ভবে
রয়েছেন সর্ব্ব ভূতে প্রণমি চরণে তাঁর,
নমি তাঁয় নমি তাঁয় নমি তাঁয় বারংবার। ১৭-১৯

যে দেবী জগৎ-মাতা বুদ্ধিরূপে প্রতিষ্ঠিতা

নিখিল প্রাণীর মাঝে, পরা বুদ্ধি নিরুপম,
নমি তাঁয় নমি তাঁয় পুনঃপুনঃ নমোনমঃ। ২০-২২

যে দেবী চৈতন্য-যুতা নিদ্রারূপে অবস্থিতা
সর্ব্ব ভূতে, বিনাশিতে চিন্তাভার পরিশ্রম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ২৩-২৫

যে দেবী পালিতে দেহ ক্ষুধারূপে অহরহঃ
সর্ব্ব ভূতে—পালনের অপূর্ব্ব সুন্দর ক্রম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ২৬-২৮

যে দেবী স্বেচ্ছায় আসি, মায়া-ছায়া রূপে ভাসি,
সর্ব্ব জীবে, দিতেছেন মায়ামোহ দুঃখ ভ্রম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ২৯-৩১

যে দেবী প্রাণীর প্রাণে শক্তিরূপে সংগোপনে
আছেন সতত, যিনি মহাশক্তি অনুপম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৩২-৩৪

যে দেবী স্বেচ্ছায় আসি বাসনা রূপেতে বসি
সর্ব্ব জীবে রয়েছেন বিষম বন্ধন সম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৩৫-৩৭

যে দেবী আছেন মনে ক্ষমারূপে সংগোপনে,
অন্তর নিহিতা শক্তি, শিব-শক্তি নিরুপম,

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৩৮-৪০

যে দেবী জগৎ-মাতা সর্ব্ব ভূতে অবস্থিতা
নানা-জাতি রূপে, মোরা করি তাঁরে নমস্কার,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ বারংবার। ৪১-৪৩

যে দেবী জগৎ-মাতা, লজ্জা রূপে অবস্থিতা
জীবগণ মাঝে, মোরা নমি তাঁর রাঙ্গা পায়,
নমস্কার নমস্কার নমস্কার করি তাঁয়। ৪৪-৪৬

যে দেবী জগৎ-মাতা, সর্ব্ব জীবে অবস্থিতা
সম ভাবে শান্তিরূপে পরম অমৃত সম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। ৪৭-৪৯

যে দেবী সকল জীবে শ্রদ্ধারূপে গুপ্ত ভাবে
অন্তরে নিহিতা তাঁর পাদপদ্মে নমস্কার,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ বারংবার। ৫০-৫২

যে দেবী জগৎ-মাতা কান্তিরূপে প্রতিষ্ঠিতা
সর্ব্ব ভূতে, পৃথিবীতে মহাশোভা অনুপম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। ৫৩-৫৫

যে দেবী জগৎ-মাতা লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা
সর্ব্ব ভূতে অবনীতে যথার্থ মায়ের সম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। ৫৬-৫৮

যে দেবী জীবের মনে বৃত্তিরূপে সংগোপনে
রয়েছেন চির দিন মনোবৃত্তি নিরুপম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৫৯-৬১

যে দেবী জীবের মনে, স্মৃতিরূপে সংগোপনে
রয়েছেন সর্ব্ব ক্ষণ স্মরণ চেতনা-সম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। ৬২-৬৪

যে দেবী সকল জীবে, দয়া রূপে এই ভবে
অবস্থিতা বিনাশিতে জগতের দুঃখ শ্রম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৬৫-৬৭

যে দেবী সমস্ত ভূতে তুষ্টি রূপে পুষ্টি দিতে
রয়েছেন—হয়েছেন সন্তোষ ও শম দম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৬৮-৭০

যে দেবী জননী হয়ে আছেন সকল স'য়ে
সকল জীবের কাছে জগদ্ধাত্রী মাতা সম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৭১-৭৩

যে দেবী সকল মনে ভ্রান্তিরূপে সংগোপনে
আছেন অন্তরে সদা মায়া মোহ নিরুপম,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৭৪-৭৬

ইন্দ্রিয় ও ভূত গণে থাকি যিনি সর্ব্ব ক্ষণে

অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে. সর্ব্বব্যাপী প্রাণ সম,
নমি তাঁয়, নমি তাঁয় নমি তাঁয় নমোনমঃ ॥ ৭৭-৭৯

কেবল চৈতন্য-জ্যোতিঃ স্বরূপে যাঁহার স্থিতি,
নিখিল জগৎ ব্যাপি, অতিক্রমি দুঃখ তমঃ
নমি তাঁয়, নমি তাঁয়, পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ। ৮০

রিপুর ত্রিতাপে তপ্ত ভকতি-বিনয়-নত
আমরা সংপ্রতি পূজা করি যাঁর ভক্তি ভাবে,
স্মরিলে তখনি যিনি উদ্ধার করেন ভবে,

পূর্ব্বে সুর গণ যাঁরে ইষ্ট লভি স্তব করে
সুরেন্দ্র সেবিতা দেবী সকল শুভ নিধান,
করুন আপদ শান্তি মোদের কল্যাণ দান। ৮১-৮

'ঋষি কহিলেন,--৮৩

হে রাজন্ দেবগণ এ রূপে যখন
করিছেন মাতৃস্তব, পার্ব্বতী তখন
ভুবন-মোহিনী রূপে দেখা দিলা ধীরে,
হিমাচলে স্নান ছলে জাহ্নবীর নীরে। ৮৪
শুভ্র যুতা গিরি-সুতা জিজ্ঞাসিলা তথা,
কার স্তব দেব সব করিছেন হেথা?
বলিতে বলিতে তাঁর দেহ কোষ হতে,

উঠিলেন শিবা-শক্তি কহিতে কহিতে,—৮৫
নিশুম্ভের পরাজিত শুম্ভ-বিতাড়িত
দেবে করে মম স্তব হয়ে সম্মিলিত। ৮৬
পার্ব্বতীর দেহকোষে জন্মের কারণে
অম্বিকা "কৌষিকী" নামে কীর্ত্তিতা ভুবনে।৮৭
স্নান ছলে অন্তর্হিতা পার্ব্বতী যখন
কৌষিকীর কৃষ্ণ বর্ণ হইল তখন।
কালিকা নামেতে হল কৌষিকীর খ্যাতি,
হিমালয়ে রহিলেন কৌষিকা পার্ব্বতী। ৮৮ (১)

(১) পার্ব্বতীর দেহকোষ হইতে শিবাশক্তি উঠিলেন। ঐ শিবাশক্তিকেই অম্বিকা বলা হইয়াছে। সেই শিবা বা অম্বিকাই কৌষিকী নামে খ্যাত। কৃষ্ণবর্ণা হইলেন বলিয়া পরে কালিকা নামে খ্যাত হইলেন। মূল পার্ব্বতী অন্তর্হিতা হইলে এই কৌষিকী পার্ব্বতীই হিমালয়ে রহিলেন। পার্ব্বতী হইতে সকল রূপ উৎপন্ন বলিয়া সকলকেই পার্ব্বতী বলা যায়।

পার্ব্বতী অর্থে পর্ব্বত-জাতা পরাপ্রকৃতি। যোগীর অর্থ—মেরুদণ্ড রূপ পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। প্রথমে পার্ব্বতীর ভুবন-মোহিনী রূপ ; সেইটী জ্যোতির্ম্ময়ী পরাপ্রকৃতির মহা জ্যোতিঃ। যোগী প্রথমেই ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কূটস্থে উহা দর্শন করেন। কূটস্থ অর্থে স্থির ব্রহ্মজ্যোতিঃ। সেই

কৌষিকী, অম্বিকা সেই, জ্যোতিঃ বিকাশিয়া,
ধরিলেন রূপ দেবী বিশ্ব বিমোহিয়া,
সেই রূপ রাশি হেরি মানিল বিস্ময়,
শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড মুণ্ড দ্বয়। ৮৯
কহে তারা শুম্ভাসুর সম্মুখেতে গিয়া—
মহরাজ, নারী এক আইনু দেখিয়া,
দেহপ্রভা করিয়াছে হিমগিরি শোভা,
অপরূপ নারী তথা জন-মনোলোভা! ৯০
সে রূপ সামান্য নয়, জ্যোতির্ম্ময় দেহ,
কোনো স্থলে কোনো কালে দেখে নাই কেহ।
কে নারী সে স্নিগ্ধরূপে মুগ্ধ করে মন,—
জানি, তারে অসুরেন্দ্র করুন গ্রহণ। ৯১
নারীরত্ন চারুকান্তি ভুবন-উজ্জ্বল!—
দৈতেন্দ্র দেখিয়া কর জনম সফল! ৯২

জ্যোতিঃ-কোষ হইতে যোগী ক্রমে আর এক রূপ দর্শন করেন—উহাকে, কূটস্থের জ্যোতিঃ-কোষের অন্তর্গত বলিয়া "কৌষিকী" বলা যায়। ক্রমে ঐ মূল জ্যোতির মধ্যে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা এক মহাশক্তি দৃষ্ট হন। তাঁহাকেই কালিকা বলা হইয়াছে। তিনি হিমগিরিতে বা মেরুদণ্ডের ষট্-চক্রে থাকিলেন। সাধকের পক্ষে ইহা বুঝিতে কঠিন নহে।

রয়েছে ত্রিলোক-শ্রেষ্ঠ গজ-বাজি যত,
মণি রত্ন তব গৃহে শোভিছে নিয়ত! ৯৩
পারিজাত উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবতে
আনিলে এ পুরে প্রভু পুরন্দর হ'তে! ৯৪
বিধির বিমান-রত্ন রাজহংস যুত
রয়েছে অঙ্গনে তব করতল গত! ৯৫
ধনেশ্বর দিয়াছেন মহাপদ্ম-নিধি,
অম্লান পঙ্কজ-মালা দিয়াছে বারিধি! ৯৬
আয়ত্ব বরুণ-ছত্র খচিত কাঞ্চন,
রয়েছে ব্রহ্মার রথ গৃহেতে আপন! ৯৭
'উৎক্রান্তিদা'-মৃত্যুশক্তি শমনের ছিল,
তব মহাশক্তি সেই শক্তি কাড়ি নিল!
জলেশের পাশ, রত্ন সিন্ধুজাত যত
তব ভ্রাতা নিশুম্ভের করতল-গত! ৯৮
অদাহ্য যুগল-বস্ত্র অগ্নিপূত করি,
দৈত্যেন্দ্র, তোমায় বহ্নি দিয়াছেন ধরি! ৯৯
করেছ এ সব রত্ন যত্নে আহরণ,
হেন নারীরত্ন কেন না কর গ্রহণ? ১০০ (১)

---

(১) "অহং ভাব" মনে করে যে, এই সব এখন আমারই করতলে রহিয়াছে।

ঋষি কহিলেন,—১০১

শুনিয়া এতেক বাণী চণ্ড-মুণ্ড-মুখে
ভাসিলা দনুজপতি অহমিকা-সুখে।
মহাসুর সুগ্রীবকে মোহের আবেশে
দূত রূপে পাঠাইলা দেবীর উদ্দেশে। ১০২
কহিলা—হে দূত, তুমি আমার আজ্ঞায়,
কহিবে তাহাকে যাহা কহিনু তোমায় ;
তুষ্ট করি মিষ্ট বাক্যে নানা ছল ধরি,
কৌশল করিবে যাহে শীঘ্র আসে নারী। ১০৩
রমণীয় অধিত্যকা পার্ব্বত্য প্রদেশে,
পার্ব্বতী যেখানে বসি আছেন হরষে,
গিয়া তথা দূত সেই দেবী-সন্নিহিতে,
মৃদু মৃদু মধুবাক্য লাগিল কহিতে,—১০৪

দূত বলিল,—১০৫

হে দেবি! দৈত্যেশ শুম্ভ ত্রৈলোক্যের স্বামী,
তব পাশে আসিয়াছি, দূত তাঁর-আমি। ১০৬
দেবগণ আজ্ঞাবহ,— সেই সুর-অরি
বলেছেন যা তোমায়, শুন তা সুন্দরি। ১০৭
বলিলেন অসুরেন্দ্র— ত্রৈলোক্য আমার,
সর্ব্ব-দেব বশীভূত, স্বর্গ অধিকার!

যে যে দেবতার ছিল যজ্ঞভাগ যাহা,
সেই সেই দেব রূপে ভোগ করি তাহা। ১০৮
ত্রিলোকে যতেক রত্ন সর্ব্বরত্ন-সার,
ঐরাবত আদি রত্ন মম অধিকার। ১০৯
ক্ষীরোদাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা দেবেন্দ্রে বাহন,
প্রণিপাত করি আনি দিল দেবগণ। ১১০
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-নাগ— অধিকারে যত
রত্ন নামে বস্তু সব মম হস্তগত। ১১১
স্ত্রীরত্ন তোমায় জানি— গৃহে এস তুমি,
আমরাই রত্নভোগী, সর্ব্ব-রত্ন স্বামী! ১১২
মোরে বা নিশুম্ভ বীরে ভজ আসি তবে,
রত্নভূতা তুমি, মোরা রত্ন-ভোগী ভবে। ১১৩
অতুল ঐশ্বর্য্য পাবে ভজিলে আমায়,
বিশেষ বুঝিয়া ভজ— কহিনু তোমায়। ১১৪

ঋষি কহিলেন,—১১৫

জগতের ধাত্রী দুর্গা ভদ্রা ভগবতী
শুনি কহে মৃদু হাস্যে, গম্ভীর প্রকৃতি,—১১৬

দেবী বলিলেন—১১৭

সত্য বটে শুম্ভ ঈশ, নিশুম্ভও তাই, ১১৮
না বুঝে করেছি পণ, খণ্ডন ত নাই। ১১৯

যে মোরে করিবে জয় দর্প দূর করি,—
প্রতিযোদ্ধা যে আমার হব তার নারী। ১২০(১)
কহ গিয়া দূত,—শীঘ্র আসুক যে পারে
পরাজয় করি করে গ্রহণ আমারে।১২১

দূত বলিল,—১২২

মম অগ্রে হেন কথা কহ অহঙ্কারে,
শুম্ভ নিশুম্ভের অগ্রে তিষ্ঠিতে কে পারে? ১২৩
অস্থির সকল দেব অসুরের রণে,
তুমি একাকিনী নারী তিষ্ঠিবে কেমনে? ১২৪
ইন্দ্রাদি না তিষ্ঠে রণে, যাবে তুমি নারী
যুঝিতে শুম্ভাদি সনে? বুঝিতে যে নারি! ১২৫
শুম্ভ নিশুম্ভের পাশে মম বাক্যে চল,
কেশাকৃষ্টা অপমানে না যাওয়াই ভাল!১২৬

দেবী কহিলেন,—১২৭

হে দূত, সকলি সত্য— বল কিবা করি?
বুঝি নাই পণ কালে অল্পমতি নারী! ১২৮

---

(১) চণ্ডিতে আছে "যে আমার প্রতিবল হইবে"। অনেকেই প্রতিবল অর্থে "তুল্যবল" ব্যাখ্যা করিয়াছেন; "তুল্য-বল" হইলে "দর্প দূর করিয়া পরাজয় করিবে" কিরূপে?

যাও দূত বল গিয়া শুম্ভকে সত্বরে—
যা তার কর্ত্তব্য এবে, সে যেন তা করে। ১২৯(১)

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে দূত সংবাদ নামক পঞ্চম অধ্যায়।

---

(১) অনেকে মনে করেন—যিনি ব্রহ্মরূপিনী পরমেশ্বরী, তিনি কি এরূপ মানবীরূপ ধারণ করেন? সাধারণ অর্থে,—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আপন অঙ্গ ব্যতীত মানব গঠনের রক্ত মাংসাদি কোথায় পাইলেন? তিনি ভিন্ন কি আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল? তিনিই যখন মানব হইয়াছেন, তখন পরমেশ্বরী মানবী হইতে কেন পারিবেন না? তিনিই ত চরাচর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

যোগের অন্তর্লক্ষ্য এই যে—যোগী অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেন—দেবীই কূটস্থের রূপ; ঐ কূটস্থ বা ব্রহ্মরূপ দর্শনে কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সকল, অনলে পতঙ্গের ন্যায়, উহাতে গিয়া ছুটিয়া পড়িতেছে।

বহির্লক্ষ্য ও অন্তর্লক্ষ্য উভয় ভাবেই চণ্ডীর অর্থ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। আজ নূতন নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধূম্রলোচন উদ্ধার।

ঋষি কহিলেন,—১

অম্বিকার বাক্য শুনি রোষে দূত যায়,
দৈত্যেশ্বর পাশে গিয়া সকল জানায়। ২
দূতবাক্যে অসুরেন্দ্র ক্রোধে অন্ধ অতি,
ধূম্রলোচনেরে কহে— শুন সেনাপতি, ৩
সত্বর স্বসৈন্যে যাও, কেশ আকর্ষিয়া
আন সে অবশা নারী বিবশা করিয়া। ৪
অন্য কেহ উঠে যদি তার রক্ষা তরে,
সুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব বা, বধিবে তাহারে। ৫

ঋষি কহিলেন,—৬

আজ্ঞা পেয়ে ধায় ধূম্র-লোচন সত্বরে,
বেষ্টিত হইয়া ষষ্টি সহস্র অসুরে। ৭
উতরি তুহিনাচলে দেবীকে দেখিল,
অতি উচ্চ স্বরে ধূম্র— লোচন কহিল, ৮
চলুন আপনি শুম্ভ- নিশুম্ভের পাশে,
প্রীতিবশে দেবী আজি হর্ষে অনায়াসে

না গেলে প্রভুর স্থানে যাইব লইয়া
বল করি কেশে ধরি বিবশা করিয়া। ৯

দেবী কহিলেন,—১০

শুম্ভের প্রেরিত বলী স্বসৈন্যেতে তুমি,
সবলে লইলে মোরে কি করিব আমি? ১১

ঋষি কহিলেন,—১২

হেন শুনি ধায় ধূম্র-লোচন অমনি,
নিরখি কমল-মুখী অমল বরণী
রোষে অগ্নিসম হয়ে ছাড়িলা হুঙ্কার,
ভস্ম হয়ে হয় ধূম্র লোচন উদ্ধার। ১৩
অগণ্য অসুর-সৈন্য হেরি ক্রোধ ভরে,
তীক্ষ্ণ শর শক্তি বর্ষে অম্বিকার পরে। ১৪
দেবী-সিংহ ক্রোধে করি কেশর কম্পন,
আক্রমে অসুর-সেনা করিয়া গর্জ্জন। ১৫
দন্তাধরে মারে নখে উদর বিদারে ১৬
চাপড়ে ছিঁড়িয়া মাথা বহু দৈত্য মারে। ১৭
বাহু শির ছিঁড়ি করে কোষ্ঠ-রক্ত পান,
কম্পিত কেশরে নাশে, বহু দৈত্য প্রাণ। ১৮
দেবীর বাহন সিংহ নিয়ত নির্ভয়,
রোষে সর্ব্ব সৈন্য করে ক্ষণ মধ্যে ক্ষয়। ১৯

নিহত হইল ধূম্র-লোচন দুর্ম্মতি, ২০
কেশরী নাশিল সৈন্য, শু'ন দৈত্য পতি
কহিলা স্ফুরিতাধরে,— চণ্ড মুণ্ড কোথা? ২১
বহু সৈন্যে ধরি নারী শীঘ্র আন হেথা। ২২
কেশে ধরি, বান্ধি কিংবা আনিতে না পার,
বহু সৈন্যে মিলি তারে অস্ত্র-শস্ত্রে মার। ২৩
সিংহে মারি দুষ্টা নারী সংহারি সংপ্রতি,
অথবা জীবিত বান্ধি, আন শীঘ্র গতি। ২৪

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে ধূম্রলোচন উদ্ধার নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

চণ্ড-মুণ্ড উদ্ধার।

ঋষি বলিলেন,— ১

চণ্ড-মুণ্ড-সনে তবে অসুর সকলে
ছুটিল উদ্যত অস্ত্রে চতুরঙ্গ-বলে। ২
গিয়া দেখে, সিংহে দেবী সমাসীনা সুখে
হিমাদ্রি-কাঞ্চন শৃঙ্গে, মধু-হাসি মুখে! ৩
হেরি তবে মিলি সবে, দৈত্য সমুদায়
ধনু অসি করে করি ধরিবারে ধায়। ৪
রোষে ঘোর মসী-বর্ণ অম্বিকা বদন, ৫
ভ্রূকুটী ললাট হতে নির্গতা তখন
অসম্ভবা নারী এক, অট্ট অট্ট হাস—
করাল-বদনা কালী, করে খড়্গ-পাশ! ৬
গলে দোলে শবমালা, খট্টাঙ্গ-ধারিণী,
চর্ম্মবাস শুষ্ক মাস, ভীমা উন্মাদিনী! ৭
লিহ-লিহ লোল জিহ্বা, বিস্তৃত বদন,
আরক্ত কোঠর নেত্র, হুঙ্কার ভীষণ! ৮
দৈত্যগণ-মাঝে পড়ি অস্থি করে চুর,
ভক্ষণ করিছে সৈন্য, নাশিছে অসুর! ৯

অঙ্কুশী যোদ্ধার সনে ঘণ্টাযুত করী, (১)
হুহুঙ্কারে গ্রাস করে বাম করে ধরি! ১০
অশ্ব সনে যোধ-গণে সসারথী রথে,
বদনেতে চর্ব্বণেতে নাশে নানা মতে! ১১
কারো কেশ গ্রীবাদেশ ধরে দ্রুত গিয়া
কারো মারে পদাঘাতে কারো বক্ষ দিয়া!১২
দৈত্য-শস্ত্রে মহা অস্ত্রে মুখ করি পূর্ণ;
দন্তে দন্তে চর্ব্বণেতে অস্থি করে চূর্ণ! ১৩ (২)
ভীম-বপু সুর-রিপু— সৈন্য বিমর্দ্দিত
করি খায়, কভু ধায়, করে বিতাড়িত। ১৪
কারো পরে খড়্গ মারে, খণ্ড খণ্ড দেহ
খট্টাঙ্গ প্রহারে, মরে দন্তাঘাতে কেহ। ১৫
ক্ষণ কালে সৈন্য দলে হেরি শূন্য প্রায়,
ক্রোধাতুর চণ্ডাসুর দেবী পানে ধায়। ১৬

---

(১) হস্তী গ্রাস করিতেছেন—এ কথা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিন্তু গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অনেকে বিশ্বাস করেন।

(২) মুণ্ড-মালিনী কালীই যে জিহ্বা বাহির করিয়া কেবল অসুর-দেহ চর্ব্বণ করেন, তাহা নহে। কালী কৃষ্ণ বিষ্ণু একই রূপ—গীতায় আছে,—

চণ্ড খর শর আর মুণ্ড চক্র মারে,
আক্রান্ত করিয়া ফেলে বক্র-নয়নারে ! ১৭
কত চক্র দেবী-বক্ষে পশিতেছে বেগে,
কত রবি-ছবি যেন প্রবেশিছে মেঘে ! ১৮
ভৈরব-নাদিনী ভীমা, করাল বদন,
ভীষণ-দশনোজ্জ্বলা হাসিলা ভীষণ ! ১৯
"সো'হং-সো'হং" বলি তুলি কালী শ্বাস (১)
লোভ-মূর্ত্তি চণ্ড-রিপু করিলা বিনাশ। ২০

মহাদন্তে ভয়ঙ্কর তোমার মুখ বিবর,
প্রবেশ করিছে সবে তায়,
চূর্ণিত মস্তক কেহ তব দন্ত-সন্ধি সহ
লগ্ন হেরি ভয়ে প্রাণ যায় ! (ইত্যাদি)

আজ অধ্যাত্ম জ্ঞান চর্চ্চার শুভ দিনে, ভগবানের এরূপ রূপ দর্শনে আর কেহই অবিশ্বাস করেন না। চণ্ডীতেও ঐ রূপ বিশ্বাস জন্মিতেছে।

(১) এই অন্তরস্থ বায়ুর ক্রিয়া যোগীরা জানেন। শ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা সকল রিপুই দমন হয়। এই অন্তরস্থ ক্রিয়াই প্রয়োজন। যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা এই অন্তর ভাবই গ্রহণ করেন। তবে বাহ্য উপাখ্যান ভাবটী অতি সুন্দর,—সে সাধারণ লোকের জন্য।

মোহ-মূর্ত্তি মুণ্ড-রিপু কালী পানে ধায়,
ঊর্দ্ধে কালী শ্বাস তুলি বিনাশিলা তায়। ২১
চণ্ডাসুর মুণ্ডাসুর ধরায় পড়িল,
হেরি হত, দৈত্য যত ভয়ে পলাইল। ২২
মুণ্ডমালী মহাকালী দৈত্য-মুণ্ড নিয়া
অট্ট অট্ট হাসি কহে চণ্ডিকারে গিয়া,—২৩
মহা যজ্ঞে দুটি পশু— পৃথিবীর ভার, (১)
নাশি অদ্য দিনু দেবি নৈবেদ্য তোমার।
কাম ক্রোধ-রূপী শুম্ভ— নিশুম্ভে জননি,
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি নিজে দেও ত্রিনয়নি। ২৪

(১) এখানে যুদ্ধকে 'যজ্ঞ' এবং চণ্ডমুণ্ডকে দুইটী পশু ও পৃথিবীর ভার বলা হইয়াছে। শ্বাস-ক্রিয়াকে প্রাণযজ্ঞ বলে। এই প্রাণযজ্ঞে সমস্ত পশু প্রবৃত্তিকেই যোগীরা আহুতি দেন। গীতায় আছে,—

কোন কোন যোগী পার্থ বসি হোম করে,
সংযম-অনলে ফেলি ইন্দ্রিয় নিকরে।

গীতা ও চণ্ডী দুই খানি গ্রন্থই এক ভাবে লিখিত, তাই ভারতের সর্ব্বস্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গ্রন্থদ্বয় ভারতের গৃহে গৃহে নবোৎসাহে পূজিত হইলে, সর্ব্ববিধ মঙ্গলই সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। কথিত আছে—

ঋষি কহিলেন,—২৫

চণ্ড-মুণ্ড-পাপমুণ্ড করি দরশন
কহে চণ্ডী কালিকায় মধুর বচন,—২৬
চণ্ড-মুণ্ড-মুণ্ড দেবি দিলে চণ্ডিকায়,
ত্রিলোকে চামুণ্ডা নামে ঘোষিবে তোমায়।২৭

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ড-মুণ্ড উদ্ধার নামক সপ্তম অধ্যায়।

ধনজন স্বাধীনতা গেলে থাকে আশা,
আশা নাই যায় যদি ধর্ম্ম আর ভাষা।

গীতা ও চণ্ডীর মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুসারে সাধন করা কঠিন, ও তাহাতে সফল হওয়া আরও কঠিন। কিন্তু একটা ভরসার কথা আছে —সূর্য্য ব্যতীত যেমন চক্ষুর দৃষ্টি খোলে না, সেইরূপ বিশ্বজননী মহামায়ার কৃপা ব্যতীত সাধন সফল হয় না। যাহারা জগজ্জননীকে বুঝিতে না পারে, বা ঈশ্বরানুগ্রহ না বুঝে, তাহারা আত্মার মহাশক্তি কিরূপ, তাহা জানিতে না পাইয়া, শুধু নিজের "অহং" বুদ্ধির বলে কর্ত্তা হইয়া সাধন করিতে যায়, ও বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় শীঘ্রই হতাশ হইয়া পতিত হয়। সাধন যত কঠিনই হউক না কেন, সাধক যত দুর্ব্বলই হউন না কেন, বিশ্বময়ীর ইচ্ছাতে ও কৃপাতে " শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়," ইহাই যেন দীন সাধকের স্মরণ থাকে।

"নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্।"

অষ্টম অধ্যায়।

রক্তবীজ উদ্ধার।

ঋষি বলিলেন,—১

চণ্ড মুণ্ড নিপাতিত, বহু সৈন্য হেরি হত,
কহে শুম্ভ সৈন্য যত সাজরে এখনি। ২, ৩
উদ্যত আয়ুধ-জ্যোতিঃ ষড়শীতি সেনাপতি,
স্বসৈন্যে চতুরশীতি কম্বু সেনাগ্রণী। ৪
কোটীবীর্য্য-দৈত্যকুল সমরে নাহিক তুল
সাজ রে পঞ্চাশ বৃন্দ আদেশে আমার,
ধূম্রবংশ অসুরেরা, শত বৃন্দ সাজ ত্বরা,
দেবী যুদ্ধে বহির্গত হও এই বার। ৫
কালক কুলের যত দুর্হৃত-বংশের দৈত্য
মুরবংশ বীর বৃন্দ কালকেয় আর,
অসুর যেখানে যত, হও সবে রণোদ্যত,
সত্বর বাহির হও আজ্ঞায় আমার। ৬
আদেশি অসুর পতি, ভীষণ শাসন অতি
মহাসৈন্যে করে গতি বিষম সমরে, ৭

অগণ্য ভীষণ সৈন্য দেখি দেবী করে পূর্ণ
পৃথিবী আকাশ শূন্য ধনুর টঙ্কারে। ৮
রাজন্ কেশরী তবে গরজিল ঘোর রবে,
দেবীঘণ্টা মহারবে দ্বিগুণিল ধ্বনি, ৯
চামুণ্ডা প্রচণ্ড বেগে কি ভীষণ শব্দ যোগে,
সব শব্দ করে স্তব্ধ বধির ধরণী!
স্ফীতমুখী বারে বারে ভয়ঙ্কর শব্দ করে,
শুনি শুনি ভীত-চিত্ত দৈত্যসেনা গণ, ১০
ঘেরিল ক্রোধাগ্নি জ্বালি, কেশরী চণ্ডিকা কালী,
চৌদিকে নিনাদ তুলি করে আক্রমণ! ১১
হে রাজন্ হেন কালে নাশিতে অসুর দলে,
রাখিতে অমর কুলে মহাশক্তি যত, ১২
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশের ইন্দ্রের ও কার্ত্তিকের
দেহ হ'তে দেবীরূপে হইলা নির্গত। ১৩
বাহন ভূষণ আর যেই রূপ ছিল যাঁর
আইলেন সে প্রকার যুদ্ধে শক্তিগণ, ১৪
ব্রহ্মাণী নামেতে খ্যাতি, হংসরথে ব্রহ্মাশক্তি
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করিয়া ধারণ। ১৫
মাহেশ্বরী বৃষ পরে সর্পের বলয় করে,
ভালে চন্দ্র শোভা করে ত্রিশূল ধারিণী, ১৬

কার্ত্তিকেয় শক্তি ধরে শক্তিহস্তা শিখী পরে ১৭
গরুড়ে বৈষ্ণবী, গদা শঙ্খ-চক্র-পাণি। ১৮
বরাহ-মূরতি ধৃত হরিশক্তি আবির্ভূত, ১৯
উদিত নৃসিংহ শক্তি নর-সিংহ-কায়,
কেশর প্রক্ষেপে যার বিশৃঙ্খল চারিধার,
বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র কুল গগনের গায়! ২০ (১)
ইন্দ্র-শক্তি ঐরাবতে, সহস্রাক্ষ বজ্র হাতে! ২১
সর্ব্ব দেব শক্তি মাঝে ঈশান তখন

---

(১) যোগীগণ ভ্রূ মধ্যস্থানে যে কূটস্থ বা ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, সেই কূটস্থ মধ্যে এই সমস্ত ভাব দেখা যায়!—মহাশক্তি প্রভাবে কূটস্থ মধ্যে নক্ষত্রকুল বিক্ষিপ্ত হয়। এই-রূপ ভাবে ভাবে স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাঁহারা কূটস্থ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্ব দেবশক্তিই কূটস্থ মধ্যে প্রকাশ পান।

সূর্য্যেরও বিকার নাই, পূর্ণব্রহ্মেরও তেমনি বিকার নাই। সূর্য্যকিরণের নানারূপ অবস্থা, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিরও নানা অবস্থা, অর্থাৎ নানা রূপ হয়, আবার যায়। যায় কোথায়? ব্রহ্মে, আবার হয় আবার যায়। ব্রহ্ম সত্য বলিয়াই ব্রহ্মস্থ শক্তি সত্য, দেব দেবী সত্য, মূর্ত্তি সত্য। দেবমূর্ত্তিকে বলে মূর্ত্তব্রহ্ম। বাজীকর অভাবে বাজী নাই, ব্রহ্ম অভাবে দেবশক্তি নাই। ব্রহ্ম শুধুই চৈতন্য; শক্তি তাঁর কার্য্য কর্ম্ম খেলা।

কহিলেন চণ্ডিকারে— আমার প্রীতির তরে
ত্বরা করি কর পাপ অসুর নিধন! ২২
তবে দেবী-দেহ হতে বহির্গতা আচম্বিতে
চণ্ডীশক্তি কালী শত-শিবা-নিনাদিনী, ২৩
"শুম্ভ নিশুম্ভের পাশে যাও মম দূত-বেশে,"
ধূম্রজট আশুতোষে কহে নৃমালিনী। ২৪
শুম্ভ নিশুম্ভেরে গিয়া কহ দেব বিবরিয়া,
কহ যত রণোদ্ধত দানবে এখন, ২৫
"ইন্দ্রে দিয়া অধিকার হবিঃভোগ দেবতার,
তোমরা পাতালে যাও চাহিলে জীবন। ২৬
যদি বা গরবে সবে যুদ্ধ চাও, এস তবে,
দৈত্য মাংসে তৃপ্ত হোক শিবাগণ মম, ২৭
স্বয়ং শিবে দূত করি, "শিবদূতী" নাম ধরি,
ত্রিলোকে পাইলা সতী খ্যাতি নিরুপম। ২৮
দেবীদূত-মুখে তবে দেবীবাক্য শুনি সবে
কাত্যায়নী পানে ধায় দৈত্য রোষান্বিত, ২৯
আচ্ছাদিল অম্বিকারে বরষিয়া তদুপরে
শক্তি ঋষ্টি বাণবৃষ্টি!—সৃষ্টি আবরিত! ৩০
দৈত্যক্ষিপ্ত শরায়ুধ শূল চক্র পরশ্বধ,
আকৃষ্ট ধনুর শরে দেবী চূর্ণ করে, ৩১

দেবী অগ্রে কালী কত শূলে করে বিদারিত,
খট্টাঙ্গে মর্দ্দিত দৈত্যে করিয়া বিহরে। ৩২
কমণ্ডলু বারি দানে শক্তিহীন শত্রুগণে
করিল ব্রহ্মাণী শক্তি, যে যে দিকে যায়, ৩৩
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেতে, বৈষ্ণবী সে চক্রাঘাতে,
কোপনা কুমারী শক্তি মারে শক্তি-ঘায়। ৩৪
ঐন্দ্রী-বজ্রে বিদারিত পড়িল দানব দৈত্য
কত শত, রক্তনদী চলিল বহিয়া ; ৩৫
বরাহশক্তি সে তুণ্ডে আঘাতিছে দৈত্য মুণ্ডে,
চক্র মারে, বক্ষ চিরে দশনে দংশিয়া। ৩৬
দিক্ অম্বর নাদে পূরি, কত শত দৈত্য ধরি,
ছিঁড়ি ছিঁড়ি খায় নখে নারসিংহী আর, ৩৭
শিবদূতি অট্টহাসে দৈত্য খায় মহোল্লাষে,
কি প্রচণ্ড অট্টহাস্য রণ-চণ্ডিকার! ৩৮
দানব-দলনী দলে হেরি দৈত্য দলে দলে ৩৯
পলায় দেখিয়া ধায় রক্তবীজ বীর, ৪০
"মদ মাৎসর্য্যের মূর্ত্তি" রক্তে যার শত স্ফূর্ত্তি!
ভূমে রক্ত বিন্দু পাতে জন্মে তুল্য বীর! ৪১
রক্তবীজ গদা হাতে যুঝে ইন্দ্র-শক্তি সাথে,
বজ্রে রক্তবীজে ঐন্দ্রী করিলা আঘাত, ৪২

বহে রক্ত অনর্গল, তুল্য রূপ তুল্য বল,
বহু যোদ্ধা সেই রক্তে জন্মে অকস্মাৎ। ৩৩
রক্তবীজ দেহ হ'তে রক্ত বিন্দু এ জগতে
যত ক্ষরে তত করে বীর উৎপাদন,
বল বীর্য্য পরাক্রমে কোনো অংশে কোন ক্রমে,
রক্তবীজ হতে ন্যূন নহে এক জন। ৪১ (১)
রক্তজ পুরুষগণ মাতৃগণ সনে রণ
করিছে ভীষণ অতি উগ্র শস্ত্র পাতে, ৪৫
রক্তবীজে অকস্মাৎ পুনঃ হয় বজ্রাঘাত,
প্রবাহিত রক্ত নদী ক্ষত স্থান হ'তে।
সেই রক্তে করে নৃত্য জনমি সহস্র দৈত্য ৪৬
গদা চক্রে বৈষ্ণবী সে রক্তবীজে মারে,
বিষ্ণুচক্রে বিদারিত রক্তবীজ-রক্তোদিক্ত
তুল্য দৈত্য সংখ্যাতীত ক্ষিতি ব্যাপ্ত করে। ৪৭
প্রহারিলা শক্তি অসি, কৌমারী বারাহী আসি,৪৮
মাহেশ্বরী রক্তবীজে হানিলা ত্রিশূল, ৪৯

---

(১) রক্ত প্রবাহেই ক্রমাগত "অহং" উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রতি রক্ত বিন্দুতে "তুল্যরূপ তুল্যশক্তি" শুক্রকণা ও কাম লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ক্রোধে রক্তবীজ তবে গদাঘাতে মারে সবে,
মাতৃশক্তি সকলেরে করিলা ব্যাকুল ! ৫০
শক্তি শূল অস্ত্রাঘাতে রক্তবীজ-দেহ হতে,
রক্ত পাতে মহাশূর উঠে অগণন, ৫১
ব্যাপ্ত হল ত্রিভুবনে ! আশ্বাসিয়া দেবগণে ৫২
চামুণ্ডাকে কহে চণ্ডী খুলিতে বদন ! ৫৩
রক্ত যত প্রবাহিত দৈত্য যত উৎপাদিত,
চামুণ্ডে প্রচণ্ড বেগে কর সর্ব্ব গ্রাস,
গ্রাসিতে গ্রাসিতে তুমি বিচর এ রণভূমি, ৫৪
ক্ষীণরক্ত রক্তবীজ হইবে বিনাশ ! ৫৫
ভক্ষণেতে আর দৈত্য নাহি হবে প্রাদুর্ভূত,
এত বলি দেবী শূল মারে আচম্বিতে, ৫৬
রক্তবীজ রক্তধারা না পরশে বসুন্ধরা,
শূন্যে কালী মুখ দ্বারা শোষে খেচরীতে।* ৫৭
রক্তবীজ মারে গদা ব্যথাশূন্যা দেবী সদা ! ৫৮
রক্তবীজ দেহে, ভেদি যেই যেই স্থান,

---

* খেচরীমুদ্রা দ্বারা শোণিত শুক্র শোষিত ও উর্দ্ধদিকে উথিত হয়। "বিনাবলম্বনে মনস্থির. শ্বাস স্থির ও দৃষ্টি স্থির" অভ্যাস করাকে খেচরীমুদ্রা বলে।

বহু রক্ত বহির্গত, চামুণ্ডা তা ক্রমাগত
সে স্থান হতেই মুখে সুখে করে পান। ৫৯
রক্ত পাত হ'তে যত মহাসুর উৎপাদিত,
শোণিত সহিত কালী গ্রাসিছেন হাসি, ৬০
ক্ষীণরক্ত দৈত্যোপরি মারিলেন কৃপা করি,
শূল বজ্র বাণ অসি মুক্তকেশী আসি। ৬১
হে রাজন্, হয়ে ক্ষীণ, রক্তবীজ রক্তহীন,
পড়িল ভূতলে, নেত্রে প্রবাহিত ধারা! ৬২
রক্তবীজ আয়ুঃশেষে, দেখিল সে অনিমেষে
জননী দাঁড়ায়ে পাশে ত্রিনয়নী তারা!
উল্লাসিত সুর যত সেই সুর শক্তি জাত
দানব-দলনী দল অমৃতে বিহ্বল,
ওঙ্কার-হুঙ্কারে আসি নাচে যত মুক্তকেশী,
চক্রে চক্রে সুষুম্নায় উত্থান কেবল। ৬৩ (১)

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে রক্তবীজ উদ্ধার নামক অষ্টম অধ্যায়।

(১) রক্তবীজ বধ হল। রক্ত অর্থাৎ শুক্র-শোণিতের মূলোচ্ছেদ হল, এই হ'ল "সংহার"। 'সংহার' কিরূপ, তাহা সাধারণের বুঝিবার সাধ্য নাই। শাস্ত্রবিদ্‌গণ জানেন। চণ্ডীতে

নবম অধ্যায়।

নিশুম্ভ উদ্ধার।

রাজা কহিলেন,—

রক্তবীজোদ্ধার দেব করিয়া আশ্রয়
কহিলে আমায় দেবী মাহাত্ম্য অক্ষয়, ২

ব্রহ্মার স্তবে আছে—
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।
"হে দেবী, তুমিই পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে তুমিই এই সব ভক্ষণ করিতেছ।" দেবী রক্তবীজকেও এইরূপে শেষে ভক্ষণ করিলেন। পালন করিয়া করিয়া শেষে যদি, তিনি কেবল "ভক্ষণ"ই করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে—

"ভগবানের ভালবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা।" একই কথা। ঈশ্বর অনেক জীব পুষেছেন, আহারাদি দিয়া রাখিয়া রাখিয়া যে দিন যেটীকে মন হইতেছে, সেই দিন সেইটীর ঘাড় ভাঙ্গিতেছেন, আর ভক্ষণ করিতেছেন। মাটির মধ্যে খুব শক্ত করিয়া পোঁতা খুঁটিকে উঠাইতে হইলে, যেমন আগে খুব ঝাঁকাইয়া নড়াইয়া লইতে হয়, সেইরূপ মূর্খ পাপীদের সংসারের বড় শক্ত মায়ার খুঁটি আগে

এবে কহ, কি করিল ক্রোধ পরায়ণ
দুর্জ্জয় নিশুম্ভ শুম্ভ? করিব শ্রবণ। ৩

খুব ঝাঁকাইয়া নড়াইবার জন্য শাস্ত্র-শাসনে শাস্ত্রকার কবিগণ, স্নেহসর্ব্বস্ব জগৎ জননীর অপার মাতৃস্নেহের মধ্যেও, একটি বিশাল লোল-রসনা বাহির করিয়াছেন, এবং এই "ভক্ষণ" বা মহাগ্রাসের বিভীষিকা বর্ণনার দ্বারা, মায়াবদ্ধ-চিত্তে কেমন শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় করিয়া দিয়াছেন। ইহাতেই প্রথমে মায়ার খুঁটি নড়ান হয়, তার পর আধ্যাত্মিক পরমার্থ জ্ঞানের সঞ্চার দ্বারা সে খুঁটির মূলোৎপাটন করা হয়। গীতার "বিশ্বরূপ দর্শন" বর্ণনাও এইরূপ। "পাপীদের ভয়ঙ্কর, আমাদের মনোহর।"

ব্রহ্মার স্তবে ইহার পরশ্লোকেই আছে—"তথা সংহৃতি-রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে," হে জগন্ময়ে, তুমি অন্তে সংহার রূপিণী। 'জগন্ময়ে' অর্থে বোধ হয় যেন তিনি জগৎ ময়; বাতাস যেমন জগৎ ময়, বুঝি সেইরূপ; যেন সমস্ত জগতে তাঁহার প্রলেপ দেওয়া আছে, লেপন আছে। যেন জড়ীয় ভাব মনে আসে, চৈতন্যভাব জাগ্রত হয় না। জ্ঞানিগণ তাই অর্থ করেন "হে জগন্ময়ে" অর্থাৎ "হে ভুবনজ্ঞে, হে সর্ব্বজ্ঞে"। ইহার নাম আধ্যাত্মিক অর্থ, জ্ঞানীদের এই অর্থই আবশ্যক। অর্থাৎ তিনি চৈতন্যরূপে জগন্ময়। সমস্ত জগতেই অণু পরমাণুতেও যদি সেই মহা-চৈতন্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তবে, এইবার দেখ "সংহৃতি

ঋষি বলিলেন,—৪

হত যত দৈত্য আর রক্তবীজ বীর,
তখন নিশুম্ভ শুম্ভ ক্রোধেতে অধীর!

বা সংহার”টী কেমন? “সংহার” মানে “হরণ” আপনাতে হরণ করিতেছেন, তার মানে, নিজ মহা চৈতন্যে গ্রহণ করিতেছেন; জড়ত্বের মায়াবদ্ধ জীবকে জড়ত্বের পঙ্ক হইতে উঠাইয়া, ধুইয়া পুঁছিয়া,নিজ বক্ষে মহাচৈতন্যে তুলিয়া লইতেছেন। তবেই বুঝা গেল জড়ত্ব নিদ্রা ঘুচাইয়া, চৈতন্যে জাগ্রত করাই “সংহার’ বা “সর্ব্বগ্রাস”। এই আধ্যাত্মিক পারমার্থিক ভাব ক্রমে মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, ইহাই “জ্ঞান”। মা আমাদের মত ভক্ষণ করেন না, “মুসলমানের মুরগী পোষা” নহে।

আমরা এই মোহমুগ্ধ মনের দ্বারা ঈশ্বরকে বুঝিতে যাই, এই জড় চক্ষুর দ্বারা তাঁকে দেখিতে চাই, তাহা হইবে না। নিজের ঘরের মধ্যে একটা জিনিষ নিজে রাখিয়া শেষে তাহা খুজিয়াও আর পাই না, মনেও আর আসে না। তবে আর সে মনের দ্বারা, সে চক্ষুর দ্বারা, কিরূপে ঈশ্বরকে খুঁজিয়া বাহির করিব? কিরূপেই বা তাঁর তত্ত্ব বুঝিব? গুরু কর্ত্তৃক “জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিত” না হইলে সেই অনন্ত স্নেহময়ী জগৎ-জননীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। সেই অনন্ত মাতৃস্নেহ-রশ্মির একটি রশ্মিই গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

নিহত মহতী সেনা নিরখি নয়নে,
সরোষে নিশুম্ভ ধায় মুখ্য সেনা সনে! ৬
ধাইল সম্মুখে পৃষ্ঠে পার্শ্বে দৈত্যগণ,
দেবীকে মারিতে করে অধর দংশন। ৭
মহাবীর্য্য শুম্ভাসুর স্বসৈন্যে বেষ্টিত,
মারিবারে অম্বিকারে সমরে সজ্জিত। ৮

অনন্তর রণাঙ্গনে দুই দৈত্য পতি সনে
সুরাসুর জননীর মহাযুদ্ধ বাধিল!
শুম্ভ নিশুম্ভের শর, যেন দুই জলধর
বর্ষে জল নিরন্তর, দিগন্তর ছাইল। ৯

দৈত্যের বিক্ষিপ্ত শর কাটিছেন নিরন্তর
আশু শর নিক্ষপনে আশুতোষ তোষিণী,
সেই সঙ্গে রণরঙ্গে শুম্ভ নিশুম্ভের অঙ্গে
বর্ষে বাণ মনোরঙ্গে মুক্তি-রণ-রাগিণী। ১০

করেতে ধরিয়া অসি, চর্ম্ম যেন তেজোরাশি,
সহসা নিশুম্ভ আসি সিংহশিরে হানিল, ১১
মুক্তকেশী হাসি হাসি নিশুম্ভের জ্যোতি-রাশি
চন্দ্রাষ্টক-চর্ম্ম অসি খুরপ্রেতে কাটিল। ১২

অসি চর্ম্ম চূর্ণ হেরে মহাসুর শক্তি মারে,
চণ্ডী তারে চূর্ণ করে মহাচক্র হানিয়া, ১৩
রোষে দৈত্য শূল মারে, সমাগত শূল হেরে,
শঙ্করী তা ব্যর্থ করে বজ্রমুষ্টি মারিয়া। ১৪

পুনঃ দৈত্য গদা ধরি ছাড়িল ঘূর্ণিত করি,
ত্রিশূলে বিদারি দেবী ভস্ম করে অমনি; ১৫
ভীষণ পরশু করে, সমাগত দৈত্যবরে
খর শর মারে দেবী; লুটায় সে অবনী। ১৬

নিশুম্ভ মূর্চ্ছিত হেরি, ধায় শুম্ভ সুর-অরি, ১৭
অস্ত্রযুত সমুন্নত অষ্ট ভুজ উপরে (১)
অসীম আকাশ ধরি আসিতেছে রথে হেরি,
ধনু-শঙ্খ-শব্দে দেবী পুর্ণ করে অম্বরে। ১৯

করে দেবী ঘণ্টাধ্বনি দৈত্যতেজ-বিনাশিনী! ২০
করী-মদ-নাশকারী মহানাদ করিয়া
কেশরী গর্জ্জন করে, কালিকা আকাশ পরে
লম্ফে উঠি পড়ে ভূমে করতালি মারিয়া। ২১

(১) শুম্ভরূপী কামের আট দিকেই অর্থাৎ সর্ব্বদিকেই বাহু বিস্তার।

লম্ফে করাঘাত শব্দ অন্য শব্দ তাহে স্তব্ধ; ২২
অমঙ্গল অট্টহাস শিবদূতী হাসিল,
ঘোর শব্দে দৈত্য যত হইল আস্থির ভীত,
শুম্ভাসুর রোষান্বিত বায়ু বেগে ছুটিল! ২৩
কহে দেবী হয়ে রুষ্ট তিষ্ঠ তিষ্ঠ ওরে দুষ্ট!
দেবগণ হৃষ্টমন জয়ধ্বনি করিল, ২৪
শুম্ভ মারে কি ভীষণ শক্তি যেন হুতাশন;
অম্বিকা মহোল্কা মারি দূরে তারে ফেলিল ২৫
সিংহনাদ ছাড়ে দৈত্য ত্রিলোক হইল ব্যাপ্ত,
সব শব্দ করে স্তব্ধ মহাশব্দ নির্ঘাতে, ২৬
শুম্ভের শর নিকরে কাটে দেবী নিজ শরে
দেবী-বাণ কাটে শুম্ভ খর শর নিপাতে। ২৭
রোষে দেবী শূল নিল শুম্ভাসুরে প্রহারিল,
শূলাহত শুম্ভাসুর মর্ম্মাহত হইল,
নিশুম্ভ চেতন পেয়ে, পুনঃ উঠে ধনু লয়ে,
দেবী কালী কেশরীরে শরে বিদ্ধ করিল। ২৯
দিতি-সুত মন্দমতি নিশুম্ভ দনুজ-পতি
বিস্তারি অযুত বাহু (১) চক্রায়ুধ ধারিল, ৩০

(১) ক্রোধের অযুত বাহু সত্য

আচ্ছাদিল চণ্ডিকায়, চক্র বাণ সমুদায়
মহাশক্তি মহামায়া নিজ বাণে কাটিল! ৩১
সসৈন্যে নিশুম্ভ ধায় বধিবারে চণ্ডিকায়,
গদা হস্তে সমাগত, নিরখিয়া অমনি, ৩২
খরতর খড়্গাধারে দেবী গদা চূর্ণ করে,
গর্জ্জিয়া নিশুম্ভ ধরে মহাশূল তখনি ৩৩
সমাগত নিশুম্ভেরে চণ্ডিকা প্রহার করে,
বিদারিল বক্ষস্থল তীক্ষ্ণ শূল মারিয়া ৩৪
নিশুম্ভ পড়িল রণে বীর এক সেই ক্ষণে,
ছিন্ন বক্ষ হতে উঠে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া। ৩৫(১)
অর্দ্ধোত্থিত দৈত্য শির, কাটে দেবী, পড়ে বীর,
দন্তে গ্রীবা চিবাইয়া দৈত্য খায় কেশরী,
কালী আর শিবদূতী ধরি দৈত্য দৈত্যপতি ৩৬
ভক্ষণ করেন তুলি অট্টহাস লহরী। ৩৭
কৌমারী-শক্তির ঘায় কত দৈত্য প্রাণ যায়,
কত মরে ব্রহ্মাণীর মন্ত্র-জল পরশে, ৩৮

(১) নিশুম্ভ, ক্রোধের ভাবময় মূর্ত্তি। ক্রোধ পড়িয়াও পড়ে না, যাইয়াও যায় না, এক এক রূপে আবার জোর করে।

মাহেশ্বরী-শূলাহত ভূপতিত শত শত,
বদনে বারাহী-শক্তি মারে কত হরষে। ৩৯

বৈষ্ণবী দনুজ দলে চক্রে চূর্ণ করি ফেলে,
ঐন্দ্রীশক্তি বজ্র বলে দৈত্যদলে নাশিল, ৪০

মহাযুদ্ধে বহু নষ্ট, পলাইল কত দুষ্ট,
অবশিষ্ট কালী-দেবী-সিংহ-গ্রাসে পড়িল! ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে
নিশুম্ভ উদ্ধার নামক নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শুম্ভাসুর উদ্ধার।

ঋষি বলিলেন,—১

পড়ে ভাই প্রাণসম নিশুম্ভ সে নিরুপম
অন্য যত সৈন্য হত নিরখিয়া নয়নে,
সহসা উঠিয়া শুম্ভ গর্জ্জি কহে সঘনে—২ (১)
হে দুর্গে বল-গর্ব্বিতে কেন গর্ব্ব কর চিতে?
অন্য শক্তি আশ্রয়েতে যুঝিতেছ কামিনি!
দেব-বলে বলান্বিতে এত কেন মানিনী? ৩

দেবী কহিলেন,—৪

রে দুষ্ট, জানিবে সার আমা ভিন্ন নাই আর,
অদ্বিতীয়া আমি. দেখ সর্ব্ব শক্তি নিমেষে,
আমারি বিভূতি মাত্র—আমাতেই প্রবেশে! ৫
ব্রহ্মাণী প্রমুখ যত দেবশক্তি নানা মত
বিলীন দেবীর দেহে হইলেন তখনি,
একমেবাদ্বিতীয়ম্—দেখালেন জননী। ৬

---

(১) আগে "ক্রোধ" পতিত হইল; কামরূপী শুম্ভ তখনও আছে।

দেবী কহিলেন,—৭

মম বিভূতিতে যত রূপ এই শত শত,
সমস্তই আকর্ষিয়া লইলাম আমাতে,
স্থির হও, দেখ তুমি, একাকিনী রণে আমি!—
এবে যুদ্ধ কর দিয়া যত শক্তি তোমাতে। ৮

দেব গণ, দৈত্য গণ সবে করে দরশন,
সম্মুখেতে হয় রণ দুই জনে নীরবে,
দানব-দলনী আর দুষ্ট রিপু দানবে। (১) ১০

উভয়ের শরাঘাতে বহু বিধ শস্ত্রপাতে
নানা অস্ত্র প্রহারেতে পরস্পর বাজিল,
সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ বাধিল। ১১

(১) "তবৈব রাজ্যং হৃদয়ং মদীয়ং,
কামাদি দৈত্যঃ পরিমথ্যতে তৎ,
নিহত্য তান্ দৈত্য—বিনাশিনি ত্বং
তারে, স্বরাজ্যে স্বয়মেব তিষ্ঠ।"
"তারা মা তোমারি রাজ্য হৃদয় আমার,
কামাদি দানব তাহা করে ছার খার;
দলিয়া দানব গণে দনুজ-দলনি,
আপনার রাজ্যে বাস করহ আপনি।
(তারা-মা)

দিব্য অস্ত্র শত শত চণ্ডিকা ছাড়িলা যত
প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্রে পুনঃ ভগ্ন করি সকলে
দৈত্যেশ্বর নিরন্তর ফেলিতেছে ভূতলে! ১২

শুম্ভ দিব্য অস্ত্র মারে, চণ্ডী ঘোর হুহুঙ্কারে
লীলাছলে চূর্ণ করে মহাসুর অমনি, ১৩
দেবীকে আচ্ছন্ন করে শত শরে তখনি!

রুষিলা পরমেশ্বরী খরতর শর ধরি
কাটিলেন ধনু তার, শুম্ভ শক্তি ধরিল: ১৪
কর-ধৃত শক্তি দেবী মহাচক্রে কাটিল। ১৫

তখন দানব পতি যেন দিনকর-দ্যুতি
দীপ্তিময় খড়গ আর শত চন্দ্র খচিত
ফলক লইয়া দ্রুত দেবী পানে ধাবিত। ১৬

শুম্ভ সমাগত আসি, যেন সূর্য্য-কর রাশি,
তাহার উজ্জ্বল চর্ম্ম শত-চন্দ্র অমনি
চণ্ডিকা প্রচণ্ড বাণে কাটিলেন তখনি। ১৭

ছিন্ন ধনু, অশ্ব হত, রথ ও সারথি গত,
দেবীনাশে সমুদ্যত দৈত্যপতি হুঙ্কারে,
ঘুরায় মুদ্গর ধরি বহুবিধ আকারে। ১৮

দৈত্য বর অগ্রসর, ভয়ঙ্কর সে মুদ্গর
প্রখর শর নিকরে দেবী কাটি ফেলিল ;
মুষ্টি তুলি দুষ্টাসুর দেবী পানে ধাইল ! ১৯

দেবী হৃদে গিয়া দ্রুত, বজ্র মুষ্টি মারে দৈত্য,
ফেলে দেবী দৈত্যে নিজ করতল মারিয়া, ২০
আবার পতিত দৈত্য দাড়াইল উঠিয়া ! ২১

সহসা দেবীকে নিয়া উঠে দৈত্য লম্ফ দিয়া,
দাঁড়াইল শূন্যে গিয়া, যুঝে দেবী গগনে
ধরিয়া খেচরী-মুদ্রা বিনা অবলম্বনে ! ২২ (১)

শূন্যে দেবী করে লীলা, বাহু যুদ্ধ আরম্ভিলা,
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে তবে যুঝে নভোমণ্ডলে,
সিদ্ধ মুনিগণ দেখে সবিস্ময়ে সকলে ! ২৩

বাহু যুদ্ধ মহারণ দৈত্য সনে বহুক্ষণ,
করিয়া অম্বিকা তারে অম্বরেতে তুলিয়া
ঘুরাইয়া ধরাতলে দিলা বেগে ফেলিয়া। ২৪

(১) খেচরীতে "কাম" ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে যোগী ঊর্দ্ধরেতা হন। কাম বিনষ্ট হয়।

ত্রিদশারি ধরাতলে পড়িয়াই ক্ষণকালে
উঠি বেগে বজ্র মুষ্টি ধরি দ্রুত ধাইল,—
বিশ্ব-পালিনীকে শুম্ভ বিনাশিতে আইল। ২৫

দৈত্যেশ্বর সন্নিহিত. হেরি দেবী প্রফুল্লিত,
সর্ব্ব-পাপ নাশী শূল মারিলেন তখনি,
বিদারিত বক্ষ শুম্ভ ভূপতিত অমনি। ২৬

মুক্ত হল দিতি-সুত দেহ হল নিপতিত,
কাম-রূপী অসুরের মুক্তি হল কৌশলে,
সসাগরা গিরি ধরা টলমল সকলে! ২৭ (১)

মহারিপু দৈত্য দুষ্ট নিজ পাপে হলে নষ্ট,
জগৎ হইল সুস্থ, নিরমল আকাশে,
গ্রহ তারা রবি শশী হাসি রাশি বিকাশে! ২৮

---

(১) সম্পূর্ণ সংশোধন করিতে গেলে দেখা যায়, নিজ পাপেই দেহটি প্রায় নষ্ট হইয়াছে। না বদলাইলে আর ভালরূপ সংশোধন হয় না। কাম রূপ অসুরের সূক্ষ্ম দেহ যোগী গণ দেখিতে পান। স্থূল দেহ. সাধারণে দেখে। "অহং" সূক্ষ্মেও আছে, স্থূলেও আছে।

অশুভ জলদ গত, শান্ত হল উল্কা যত,
পাপ তাপ বিনাশিনী স্রোতস্বিনী জাগিল,
ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা ত্রিবেণীতে ছুটিল। ২৯ (১)

পাপ তাপ নিবারিত দেবগণ হর্ষান্বিত,
গন্ধর্ব্বেরা কেহ গায় কেহ বাদ্য করিল, ৩০
হাস্য-পরা বিম্বাধরা অপ্সরারা নাচিল। ৩১

বায়ু বহে পুণ্যময় প্রভাকরে প্রভা হয়,
যজ্ঞ-অগ্নি শান্তিময়, নির্ধূম সে অনলে
চৌদিকে প্রশান্ত ধ্বনি শান্তি-ময় ভূতলে। ৩২(২)

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে শুম্ভাসুর উদ্ধার নামক দশম অধ্যায়।

---

(১) ত্রিবেণী = ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না।—
সাধারণের নিকট এ সব ভাবার্থ বড় খটমট লাগে। যাঁহারা সাধন পথের পথিক, অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট ইহা অতি সহজ ও সরল কথা। ইহাতে কেবল আনন্দই বৃদ্ধি করিতে থাকে। তবে, যিনি যত টুকু গ্রহণ করিতে পারেন তাহাই কোথায় পাওয়া যায়? এই হেতু ইহা সাধারণের পাঠ্য ও আলোচ্য। ক্রমে সহজ বোধ হইবে।

(২) কাম ক্রোধের অবসানে শান্তিময় অন্তরাত্মায় নির্ধূম ব্রহ্মাগ্নি বা ব্রহ্মতেজঃ, ও অনাহত ধ্বনি প্রকাশ পাইল।

একাদশ অধ্যায়।

নারায়ণী স্তুতি।

ঋষি বলিলেন —১

দেবীর কৃপায় বীরেন্দ্র দৈত্য
উদ্ধার হইলে আনন্দে মত্ত
দেবগণ মিলি অগ্নিকে আগে
রাখিয়া ইন্দ্রের সহিত যোগে,
অভীষ্ট লভিয়া করিলা সব
দেবী কাত্যায়নী মায়ের স্তব;
প্রফুল্ল বদন— পুরিল আশা!
দেবগণ স্তুতি মধুর ভাষা। ২
শরণাগতের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী
সুপ্রসন্না হও দেবি, জগৎ-জননি।
প্রসন্না হইয়া বিশ্ব রক্ষ বিশ্বেশ্বরি,
চরাচর অখিলের তুমিই ঈশ্বরী। ৩
মহীরূপে রহিয়াছ তুমিই কেবল,
জগৎ-আশ্রয় রূপা প্রভাব প্রবল।

তুমিই সলিল রূপে কর সর্ব্ব ক্ষণ
অনল অনিল ময়ী, অখিল পালন। ৪
তুমিই বৈষ্ণবী শক্তি বীর্য্য সীমা নাই,
তুমিই বিশ্বের বীজ ব্রহ্মরূপা তাই।
তুমিই পরমা মায়া, তোমাতে কেবল
ব্যাপিত অখিল বিশ্ব, মোহিত সকল।
হে দেবি প্রসন্না হয়ে তুমি এই ভবে
মুক্তি বিধায়িনী হও, মুক্তি দেও সবে।৫
বিদ্যা আছে যত, সে ত অংশ তব ভবদারা,
স্ত্রীমূর্ত্তি যেখানে যত তব অংশ মূর্ত্তি তারা!
ব্যাপি বিশ্ব একাকিনী জননী রূপেতে তাই
স্তব্য-শ্রেষ্ঠা স্তব-কথা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। ৬
গুণময়ী হয়ে স্তবে স্বর্গ মোক্ষ দাও শিবে,
নতুবা তোমার স্তব কি কথায় করে জীবে? ৭
সকলের বুদ্ধি রূপে হৃদ্‌মধ্য অবস্থিতে,
ভোগ মোক্ষ প্রদে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে।
৮ (১)

(১) ভোগ অর্থে সাংসারিক সুখভোগ ও স্বর্গভোগাদি-রূপ সকাম অনিত্য ভোগও বুঝায়; এবং বৈকুণ্ঠ বাস ও ব্রজবিলাস প্রভৃতি নিষ্কাম নিত্য-ভোগও বুঝাইতেছে।

জীব পরিণাম আন পল-দণ্ড-কাল-স্রোতে,
পলকে প্রলয় কর, নারায়ণি নমোস্তুতে। ৯
সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্ব সিদ্ধি যুতে,
শরণ্যে ত্রিনেত্রে গৌরী নারায়ণি নমোস্তুতে।১০
সনাতনী সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের শক্তি ভূতে,
গুণাশ্রয়া গুণময়ী নারায়ণি নমোস্তুতে। ১১
ত্রাণ কর আশ্রিতেরে দীন হীন সর্ব্ব ভূতে,
সর্ব্ব-দুঃখ-হরা দেবী নারায়ণি নমোস্তুতে। ১২
ব্রহ্মাণী রূপ ধারিণী হংসযুত-রথ-স্থিতে,
কমণ্ডলু-বারি প্রদে নারায়ণি নমোস্তুতে। ১৩
বৃষারূঢ়ে অর্দ্ধ চন্দ্র— ত্রিশূল-সর্প সংযুতে,
মাহেশ্বরী-রূপা দেবী নারায়ণি নমোস্তুতে। ১৪
মহাশক্তি-স্বরূপিনী,
কুক্কুট শিখী-পালিনী,
বিশুদ্ধা অপাপ বিদ্ধা, বিনাশো জীবের তমঃ,
কৌমারী-রূপ ধারিণী নারায়ণি নমোনমঃ। ১৫
শঙ্খ চক্র শার্ঙ্গ গদা,
শস্ত্রাদি শোভিত সদা,
বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিনি প্রসন্না হও জননি,
নমি তব পদাম্বুজে, নমোনমঃ নারায়ণি। ১৬

উগ্র চক্রে করে ধরা,
দন্তে ধরা বসুন্ধরা
উদ্ধারিলে শিবমখী বরাহ রূপিনী তারা,
মা তব শ্রীপাদ পদ্মে নারায়ণি নমি মোরা। ১৭
নরসিংহ-রূপ যুতা,
দৈত্য নাশে সমুদ্যতা,
ত্রিভুবন-ত্রাণ তরে ত্রিলোক-পূজিতা শিবে,
নমি পদে নারায়ণি শ্রীপদ দিও মা জীবে। ১৮
কিরীট শোভিত শিরে,
মহা বজ্র ধরি করে,
উজ্জলা সহস্র নেত্রে, বৃত্রাসুর-উদ্ধারিণী,
ইন্দ্র-শক্তি-রূপা তুমি, নমোনমঃ নারায়ণি। ১৯
শিব-দূতি রূপ ধর,
দৈত্য-সেনা মুক্ত কর,
রিপু গণে ভয়ঙ্করা শত শিবা-নিনাদিনী,
নমোনমঃ নারায়ণি, নমোনমঃ নিস্তারিণি। ২০
রিপু-রণে রূপ নানা,—
দন্ত-করাল-বদনা,
চামুণ্ডা ব্রহ্মাণ্ডময়ী, মুণ্ডাসুর বিনাশিনী,
নমোনমঃ নারায়ণি, মুণ্ডমালা-সুশোভিনি। ২১

লক্ষ্মী লজ্জা মহা বিদ্যা,
শ্রদ্ধা পুষ্টি তুমি আদ্যা,
তুমি স্বধা তুমি নিত্যা প্রলয়-যামিনী তুমি,
মহামায়া নারায়ণি পদ ম্বুজে সদা নমি। ২২
তুমি মেধা সরস্বতী,
সত্ত্ব-রজঃ তমোবতী,
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, নিয়তি রূপিনী শিবে,
নমোনমঃ নারায়ণি, প্রসন্না হও মা জীবে। ২৩
ত্রিজগৎ-স্বরূপিনী,
সর্ব্ব বিধি-বিধায়িনী,
ব্রহ্মাদির সর্ব্ব শক্তি তোমাতেই ত্রিনয়নি,
সঙ্কটে শঙ্করি তার, নমো দুর্গে নারায়ণি। ২৪
ও তব বদন-শশী—
শোভিত সৌন্দর্য্য রাশি
ত্রিনেত্রে ত্রৈকালদর্শী— সাম্য করি পঞ্চভূতে
মোদের করুন রক্ষা, কাত্যায়নি নমস্তুতে। ২৫
অসংখ্য অসুর-নাশী
জ্বলন্ত সে তেজোরাশি—
ত্রিগুণে ত্রিশূল তব, ত্রিকালে ত্রিতাপ হ'তে
মোদের করুন রক্ষা, ভদ্রকালি নমোস্তুতে। ২৬

অনাহত শব্দে বিশ্ব পরিপূর্ণ করি,
যে ঘণ্টা তোমার দৈত্য— তেজ লয় হরি, (১)
সে ঘণ্টা মোদের রক্ষা করুন সতত
সর্ব্ব পাপ হতে মাগঃ, জননীর মত। ২৭
অসুর শোণিত আর বসা-পঙ্কান্বিত
মা তোমার মহা খড়্গ শ্রীকর শোভিত
করুন মোদের সর্ব্ব মঙ্গল সঞ্চার,
জননি, প্রণত মোরা চরণে তোমার! ২৮
নানা পীড়া নষ্ট মাগো কর তুষ্টা হ'লে,
জীবের অভীষ্ট নষ্ট তব কোপানলে।
বিপদ না থাকে মাগো তব আশ্রিতের,
তব আশ্রিতেরা হন আশ্রয় জীবের। ২৯
এক মাত্র অদ্বিতীয় আত্মরূপ তব,
বিভাগ করিয়া ধার রূপ নব নব,
করিলে মা ধর্ম্মদ্বেষী অসুর উদ্ধার,
তোমা বিনা জননি গো হেন সাধ্য কার? ৩০

(১) শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরাদির ধ্বনি যোগী ব্যোম মধ্যে শুনিতে পান। সেই ব্যোমধ্বনির অনুকরণে পূজা ও আরতির ঘণ্টাদি সৃষ্ট হইয়াছে।

বিবেক-প্রদীপ বিদ্যা— বেদ শাস্ত্র-জ্যোতিঃ
থাকিলেও, ঢাকি মাত্র জ্ঞান-চক্ষু-ভাতি,
মায়া-গর্ত্তে মোহাবর্ত্তে ঘোর অন্ধকারে
মুহুর্মুহুঃ এই বিশ্ব ঘুরাইতে পারে—
ডুবাতে উঠাতে পারে দিবস রজনী,
তোমা ভিন্ন হেন আর কে আছে জননি ?৩১(১)
রাক্ষস, অরাতি দল, উগ্র বিষধর,
দস্যুদল দাবানল নদী ও সাগর,

(১) পবিত্র বিবেকরূপ ঘৃত প্রদীপ, বা বিদ্যা বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞান কাহারো মন আলোকিত করিলে তখন তাহার মনে হল "হায় হায়, অনিত্য সংসারে তিন দিনের জন্য এসে শেয়াল কুকুরের ন্যায় কেবল খাই-খাই করেই বেড়াচ্ছি ; মা ব্রহ্মময়ি, তোমার নামামৃত আমার রুচি হল না, হায় হায়, এ করছি কি ?" এইরূপ তাঁর চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে অস্থির করিল, অনুতাপ হইল ! পরক্ষণেই চক্ষু এদিক ওদিক দৃষ্টি করায়, লোক-ব্যবহার ও কামিনী-কাঞ্চন ব্যাপারে দৃষ্টি পড়া মাত্রেই, কে যেন ব্রহ্মময়ীর নাম ভুলাইয়া দিল। বালক যেমন ভগবানের নাম করিতে পারে না, খেলার দিকেই চায়, বদ্ধ জীবও সেইরূপ মৎস্যলোভী বিড়ালের ন্যায়, কামিনীকাঞ্চনের দিকে, যোগীর মত একাগ্র দৃষ্টিপাত করে। যে ইচ্ছাময়ী পরা-প্রকৃতি

যেথা থাকে সেথা তুমি থাকি ত্রিনয়নে
সর্ব্ব-রক্ষে, সর্ব্ব রক্ষা কর সংগোপনে। ৩২
বিশ্বেশ্বরী হয়ে বিশ্ব করিছ পালন,
বিশ্বাত্মিকা হয়ে বিশ্ব করেছ ধারণ,
ব্রহ্মাদির বন্দনীয়া, বিনয়াবনত,
জগৎ আশ্রয় হন তব ভক্ত যত। ৩৩
প্রসন্না হও মা, সদ্য দৈত্য নাশ করি
রক্ষিলে---সর্ব্বদা রক্ষা কর মা শঙ্করি।

এত জ্ঞান বুদ্ধি, এত শাস্ত্র, এত সাধু সজ্জন গুরু গঙ্গা জগতের চারিদিকেই রাখিয়াছেন, অথচ আবার তাহারই মধ্যে মনকে মায়া-অন্ধকূপে সতত ডুবাইতেছেন, উঠাইতে-ছেন, সেই চৈতন্যযুক্ত বুদ্ধি-কৌশলময়ী পরাপ্রকৃতিকে ভালরূপে নিজের দুঃখ বা অভাব জানাইলেই, তিনি ঠিক অন্তরের সত্য ভাবটি বুঝিয়া, ভক্তকে এই রঙ্গমঞ্চ হইতে তাঁহার উৎকৃষ্টতর শান্তিময় রাজ্যে লইয়া যান। এই জননী-রূপা পরাপ্রকৃতিকে যতক্ষণ জানিতে না পায়, ততক্ষণ শিশুসন্তান ধুলার ঘর করিয়া খেলা করে, আর তালপাতার সিপাইয়ের মত লাফায় ও বলে "দেখ্ দেখ্ আমি লাট্ হয়েছি, মহারাজ অধিরাজ হয়েছি, এ. বি. সি. ডি,—কে, সি, এস্, আই, হয়েছি ; এই দেখ আমার আঙ্গা কাপড় !" মা দেখিয়া দেখিয়া হাসেন আর বলেন - খেল বাবা খেল, বেশ

জগতের পাপ তাপ, উৎপাত-জনিত
মহা উপসর্গ সব কর প্রশমিত। ৩৪
প্রণতে প্রসন্না হও, বিপন্ন-তারিণি,
মনোরথ পূর্ণ কর, ত্রিলোক বন্দিনি। ৩৫

দেবী কহিলেন,—৩৬

জগৎ-মঙ্গল-কর যেই বর চাও,
বরদাত্রী আমি দিব, দেবগণ লও। ৩৭

দেবগণ কহিলেন,—৩৮

করিলে অখিলেশ্বরি মোদের উদ্ধার,
তেমতি প্রার্থনা মাগো চরণে তোমার,
ত্রিলোকের দুঃখ হর সর্ব্বদুঃখ-হরা,
পাপ তাপ ভয় হতে মুক্ত কর ধরা! ৩৯

দেবী কহিলেন,—৪০

হবে যবে বৈবস্বত মনু অধিকার,
সন্ধিকাল কলিযুগ দ্বাপরের আর,

বেশ! বাহবা! বাহবা! এখন ছেলের দৃষ্টি মাতৃমুখে নাই—আঙ্গা কাপড়ের দিকে। আঙ্গা-কাপড় মা এনে দিয়েছে! এই আহ্লাদেই আটখানা। ছেলে আরও বলে—এই দেখ্ আমার আঙ্গা বড়। এই দেখ্ আমার আঙ্গা খোকা। এই দেখ্ আমার অট্টালিকা আঙ্গা বাড়ী। (কতক গুলা মাটির ঢিবি।)

সেই অষ্টাবিংশ যুগে জন্মিবে দুর্জ্জয়
শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য দৈত্যদ্বয়। ৪১
হইব বিন্ধ্য-বাসিনী নাশিব তাদের,
জনমি যশোদা গর্ব্ভে আলয়ে নন্দের! ৪২
আবার ভীষণ রূপে জগতে আসিব,
বৈপ্রচিত্তি-বংশে সব দানব নাশিব। ৪৩
চর্ব্বণে চূর্ব্বণে সেই মহাসুর সবে
দাড়িম্ব কুসুম সম মম দন্ত হবে। ৪৪
স্তব-কালে স্বর্গে স্থর মানব ধরায়,
বলিয়া "রক্ত-দন্তিকা" বলিবে আমায়। ৪৫
পুনঃ হবে শতবর্ষী অন বৃষ্টি ভবে,
অযোনী-সম্ভবা হব মুনিগণ স্তবে। ৪৬
শত নেত্রে মুনি গণে করিব দর্শন,
"শতাক্ষী" বলিয়া লোকে করিবে কীর্ত্তন। ৪৭
সৃষ্টি মাঝে যত দিন অনাবৃষ্টি থাকে,
আমিই পালিব বিশ্ব স্বদেহজ শাকে, ৪৮
"শাকম্ভরী" নাম লব; ভয়ঙ্কর অতি ৪৯
দুর্গাসুরে বধি পাব দুর্গা নামে খ্যাতি। ৫০
পুনঃ যবে হিমাচলে, মুনি রক্ষা তরে,
ভক্ষিব রাক্ষসগণে ভীম কলেবরে, ৫১

নগ্ন-মূর্ত্তি মুনি গণ করিবে ভজন,
"ভীমা দেবী" নামে হব বিখ্যাত তখন। ৫২
যখন অরুণাসুর বিঘ্নকারী হবে,
অসংখ্য ভ্রমর রূপ ধরি এই ভবে ৫৩
ত্রৈলোক্য মঙ্গল তরে বধিব তাহায়,
"ভ্রামরী" নামেতে লোকে বর্ণিবে আমায়।৫৪
এই রূপে রিপু উঠি যখন যখন,
করিবে জগতে সর্ব্ব জীবের পীড়ন,
তখনি তখনি হব অবতীর্ণ ভবে,
রিপু নাশি, আমি আসি শান্তি দিব সবে।৫৫(১)
ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে নারায়ণী-
স্তুতি নামক একাদশ অধ্যায়।

---

(১) চণ্ডীর যে ভাব, গীতারও সেই ভাব.—
ধর্ম্মহানি পাপ বৃদ্ধি যখন যখন,
আবির্ভূত হই আমি অর্জ্জুন তখন।
সাধুদের পরিত্রাণ দান করিবারে,
পাপীদের ধ্বংস-নীতি সাধনের তরে,
ধনঞ্জয় ধর্ম্ম-ধন স্থাপন করিতে
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অবনীতে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভগবতী বাক্য

দেবী কহিলেন,

এই সব স্তব করি, সমাহিত চিত্ত ধরি,
যে জন করিবে মম সন্তোষ সাধন,
সর্ব্ব বিঘ্ন তার আমি করিব মোচন।২
মধু-কৈটভের আর মহিষাসুর উদ্ধার,
শুম্ভ নিশুম্ভের মুক্তি মম শক্তি যোগে.
অষ্টমী নবমী চতুর্দ্দশী তিথি ভোগে—৩
এ সকল শুভ দিনে ভক্তিভরে এক মনে
শ্রবণ কীর্ত্তন সদা করে যারা সবে,
পাপ বিঘ্ন তাহাদের থাকবে না ভবে। ৪
মম কথা শ্রদ্ধা ভরে যদি বা কীর্ত্তন করে,
পাপজ আপদ তার সম্ভব না হয়,
দারিদ্র্য বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে না নিশ্চয়। ৫
শত্রু-দস্যু-রাজভয় শস্ত্রভয় নাহি হয়,
অনলে সলিলে ভয় সম্ভবে না তার,
পড়িলে শুনিলে নিত্য মাহাত্ম্য আমার। ৬

তাই মম এ মাহাত্ম্য পড়িবে শুনিবে নিত্য
একাগ্র করিয়া চিত্ত, দিয়া প্রাণ মন;
চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন। ৭
মহামারী হতে যত উপদ্রব সমাগত
দৈহিক দৈবিক দুঃখ ভৌতিক বা আর,
সর্ব্ব উপদ্রব শান্তি মাহাত্ম্যে আমার। ৮
যেই গৃহে উচ্চরবে এই চণ্ডী পাঠ হবে
প্রত্যহ বিশুদ্ধ ভাবে, হইয়া তন্ময়,
সেই গৃহ কভু আমি ছাড়ি না নিশ্চয়।
পাঠ হলে নিতি নিতি, সে গৃহে আমার স্থিতি;৯
বলি পূজা হোম যজ্ঞে, মহোৎসবে আর
কহিবে শুনিবে এই চরিত্র আমার। ১০
পাঠের নিয়ম আদি বিশেষ না জানে যদি—
এ মাহাত্ম্য পাঠ যেবা যে রূপেই করে,
তাতেই অন্তরে মম আনন্দ না ধরে।
নিজ "জীব" বলি দিবে আত্ম বলিদান হবে,—
পূজিবে সে আত্মোৎসর্গ- মহাপথ ধরি,
সেই পূজা হোম আমি অঙ্গীকার করি। ১১
হই আমি দশভুজা, বর্ষে বর্ষে মহাপূজা
শরতে ভারতে মম, বিদিত সংসার,—

শাস্ত্রের বিহিত পূজা আছে যা আমার,
সেই মহাপূজা করি. আত্মোৎসর্গ বিধি ধরি,
তখন শুনিয়া মম মাহাত্ম্য অক্ষয়,
আমাতে তন্ময় হ'লে জীবন্মুক্ত হয়। ১২,১৩
এ মাহাত্ম্য নিরুপম, শুভ জন্ম কথা মম,
শক্তি কথা ভক্তিযোগে করিলে শ্রবণ
সকলে নির্ভয় হয় এড়ায় মরণ।১৪
রিপু সব নষ্ট হয়, সকুল আনন্দময়।১৫
শান্তি-কর্ম্ম গ্রহ পীড়া, দুঃস্বপ্নের কালে,
শ্রবণ করিবে মম মাহাত্ম্য সকলে,—১৬
উপসর্গ পীড়া যাবে দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হবে, ১৭
বালকের গ্রহদোষ সদ্য শান্তি হয়,
বিরোধ ঘুচিয়ে হয় মিলন প্রণয়। ১৮ (১)
দুর্ব্বৃত্তের বল হারী রক্ষ ভূত নাশকারী
এ মাহাত্ম্য পাঠ মাত্রে সর্ব্ব ভয় যাবে, ১৯

(১) সকাম উপাসনা এখন আর কেহ করিতে চান না। কিন্তু রোগে ভোগে দিবারাত্রি চিকিৎসক খুঁজিতে হয়। সর্ব্বস্ব চিকিৎসককে দেই, তথাপি চণ্ডীপাঠ স্বস্ত্যয়নাদি করিতে চাহি না,—ঈশ্বরের মহাশক্তিতে অবিশ্বাসই ইহার কারণ।

আমার সামীপ্য মুক্তি চণ্ডীপাঠে পাবে।২০
পশু পুষ্প-অর্ঘ্য-ধূপে(১) হোম আর গন্ধ দীপে,
আভষেক দ্রব্য আর বিপ্রভোজ্য সনে ২১
পূজিলে বৎসর ময় যত মম প্রীতি হয়,
শুনিলে মাহাত্ম্য মম তত প্রীতি মনে। ২২
শুনি সর্ব্ব পাপ হরে, পীড়াদি আরোগ্য করে,
জন্মকথা ত্রাণ করে ভূতগণ হ'তে, ২৩
এ অমৃতময় গাঁথা— আমার চরিত কথা
শুনিলেই শত্রু ভয় থাকে না জগতে। ২৪
তোমাদের স্তুতি সব, ব্রহ্মর্ষি গণের স্তব,
পদ্মযোনী-স্তুতি পাঠে শুভমতি হয়, ২৫
প্রান্তরে বা রণে বনে দাবাগ্নি দস্যু-বেষ্টনে,
ঘেরিলে নির্জ্জন স্থানে মহাশত্রু চয়,
বন্ধনে হইলে ভীত, কিংবা হ'লে প্রধাবিত ২৬
পশ্চাতে পশ্চাতে হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র আর, ২৭

(১) পশু বলি = ছাগ বলি = কাম বলি। ছাগই কামের মূর্ত্তি বিশেষ। এই জন্যই উহাকে বলি দেয়, পরে আর জন্ম হয় না বলিয়া উহার নাম অজ।

মত্ত বন-হস্তি-পাশে রাজরোষে বধাদেশে,
শত্রু পাতে, সমুদ্রেতে মাঝে ঝটিকার, ২৮
সর্ব্ব বিধ বিপত্তিতে আমার চরিতামৃতে
স্মরিলে জীবের হয় সঙ্কট মোচন, ২৯
মম বরে হিংস্র পশু অরাতি তস্কর দস্যু
দূরে থাকি তারে দেখি করে পলায়ন। ৩০

ঋষি বলিলেন; -৩১

সম্মুখস্থ দেব সবে বলিতে বলিতে তবে,
দেব দেহে দেব শক্তি হন অন্তর্দ্ধান, ৩২
হত বৈরী গত ভয়, যজ্ঞভাগ সমুদয়
লইলেন দেবগণ লভিয়া স্বস্থান। ৩৩
বিশ্বধ্বংসী দুই দৈত্য এরূপে হইলে হত, ৩৪
প্রবেশে পাতালে শেষে অন্য দৈত্যগণ, ৩৫
রাজন্ সে দেবী নিত্যা, হইলেও স্থিরা সত্যা
পুনঃ পুনঃ বিশ্ব রক্ষা তরে জন্ম লন। ৩৬
সেই দেবী ভগবতী মহামায়া আদ্যাসতী
প্রসব করেন বিশ্ব, মোহিত আকার,
প্রার্থনা করিলে তাঁরে দেন তিনি সকলেরে
তুষ্ট হয়ে তত্ত্বজ্ঞান ঐশ্বর্য্য সম্ভার। ৩৭

রাজন্ প্রলয় কালে সমুদায় ভূমণ্ডলে
ব্যাপ্ত হন তিনি মহা মারী স্বরূপিণী, ৩৮
সৃষ্টিনাশ করি কালে গড়ি পুনঃ যথা কালে,
পালন করেন বিশ্ব, নিত্যা সনাতনী। ৩৯

শুভ কালে ঘরে ঘরে সেই দেবী অকাতরে
লক্ষ্মীরূপা হ'য়ে দেন ধন ধান্য রাশি,
সে দেবী জগৎ মাতা হইলেই অন্তর্হিতা,
করেন অলক্ষ্মী রূপে সর্ব্বনাশ আসি। ৪০

সমাহিত ভক্ত সব করে যদি তাঁর স্তব,
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপে পূজে ভক্তি ভরে,
মহাশক্তি মহামায়া মোক্ষপথে লক্ষ্য দিয়া
ধন পুত্র ধর্ম্মে মতি—দেন সকলেরে। ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে ভগবতী-
বাক্য নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বর দান।

ঋষি বলিলেন,—১

রাজন্ জগন্ মাতা দেবীর মাহাত্ম্য কথা
কহিনু তোমায় কালী- কৈবল্য-কাহিনী,
জগৎ ধারণ যাঁর এ হেন প্রভাব তাঁর, ২
সেই বিষ্ণুমায়া তত্ত্ব- জ্ঞান প্রদায়িনী। ৩

তোমাকে বৈশ্যকে আর অবিবেকী এ সংসার,
করেছেন করিবেন তিনি বিমোহিত, ৪
করিছেন মুগ্ধ সদা, তিনি ভোগ-মোক্ষ প্রদা
রাজন্ হও সে দেবী- চরণ আশ্রিত। ৫

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—৬

হে বিপ্র মোহিত মন, হারাইয়া রাজ্যধন
তখন সুরথ শুনি ঋষির বচন, ৭
প্রণমিয়া ঋষিবরে চলিলা তপস্যা তরে,
বৈশ্যও চলিল সঙ্গে তপস্যা কারণ। ৮

রাজা বৈশ্য ধীরে ধীরে উত্তরিয়া নদী তীরে
দেবী-সূক্ত জপ করি রত তপস্যায়,
যেই দেবী আদ্যাশক্তি জগদম্বা ভগবতী,
সাধনায় সে দেবীর দর্শন আশায়। ৯
নদী তীরে মাকে স্মরি, মৃত্তিকার মূর্ত্তি করি,
করিলেন হোম পূজা ধূপ দীপ ধরি, ১০
কখনো সংযতাহারে কখনো বা নিরাহারে,
শোণিত উৎসর্গে আত্ম- বলিদান করি। ১১
হইয়া অনন্য-মনা, বর্ষ ত্রয় আরাধনা,
করিলে প্রত্যক্ষে দেবী কহিলেন তবে,—১২
রাজন্, বৈশ্য-নন্দন, করিছ যা নিবেদন,
. তুষ্টা আমি, মম বরে, তাই প্রাপ্ত হবে।১৩,১৪
নৃপতি চাহিলা বর— যেন তিনি নিরন্তর
পরজন্মে দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য-ভোগ পান,
এ জন্মে প্রার্থনা তাঁর শত্রু নাশি রাজ্যভার
পান যেন—করুন মা এরূপ বিধান। ১৫,১৬
শুদ্ধচিত জ্ঞানবান্ বৈশ্য এই বর চান—
"আমি ও আমার" এই অভিমান গিয়া,
যাতে "তত্ত্বজ্ঞান" পাই জননি, করুন তাই,
মুক্তিপথে যেন যাই বন্ধন কাটিয়া। ১৭

দেবী কহিলেন,—১৮

রাজন্ শীঘ্রই এবে, শত্রু নাশি রাজ্য পাবে, ১৯
পরজন্মে দীর্ঘস্থায়ী রাজ্যে হবে স্বামী, ২০
আবার আসিয়া ভবে সূর্য্য হতে জন্ম পাবে,
সাবর্ণিক মনু নামে খ্যাত হবে তুমি। ২১,২২
মম পাশে বৈশ্যবর চাহিতেছ যেই বর,
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে নিশ্চয়, ২৩
করিতেছি বর দান, হবে ভক্তি মুক্তিজ্ঞান,
যাবে ভ্রান্তি, পাবে শান্তি, অনন্ত অক্ষয়। ২৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—২৫

পাইয়া বাঞ্ছিত বর দুই জন অতঃপর,
মায়েরে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত চিতে, ২৬
বর দিয়া শিবজায়া মহাশক্তি মহামায়া
অন্তর্হিতা হইলেন দেখিতে দেখিতে। ২৭
এ রূপে সুরথ রাজা দেবী বর লাভে
হবেন সাবর্ণি মনু সূর্য্যসুত ভবে। ২৮

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে বরদান
নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়। •

জয়ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতার্ত্তি হারিণি,
জয়ঃ সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোস্তুতে।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী,
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তুতে।
ত্বংশ্রী স্তমীশ্বরী ত্বংহ্রী ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধ লক্ষণা,
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তি রেবচ।
সৌম্যা সৌম্যতরা শেষ সৌম্যেভ্য স্ত্বতি সুন্দরী,
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।
সর্ব্ব রূপ ময়ী দেবী সর্ব্ব দেবীময়ং জগৎ,
অতোহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

ইতি মধুময়ী চণ্ডী সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

বিজ্ঞাপন।

বিশ্ব জননী যাঁহাকে অর্থ দিয়াছেন, তিনি যদি এই "মধুময়ী চণ্ডী" মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার জন্য পরমার্থ উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করেন, তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তিনিও পুণ্যলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু বিজয়।

নিশিথ কথা।

প্রথম নিশি।

সাকার নিরাকার, নিত্য অনিত্য।

মা, ভুবনেশ্বরি, জগদম্বিকে, যতক্ষণ না তোমাকে দেখি, যতক্ষণ না সৃষ্টির মধ্যে তোমার মুখ দেখ্‌তে পাই, ততক্ষণই ভয়। সৃষ্টির অনিত্যতা দেখে ভয় হয়। সৃষ্টির নিত্যতা কোথায়, দেখ্‌তে পেলে, আর শত শত অনিত্যতা আস্‌লেই বা ক্ষতি কি? এই সৃষ্টি ত "প্রবাহ রূপেই" নিত্য। চির প্রবাহ চলেছে। নদীর স্রোত নিয়তই চলেছে; নিত্যই আছে, অথচ গতিশীল। মা তোমার সৃষ্টি যায়, আবার আসে। বীজ থাকে। এরূপ অনিত্যে

ভয় কি? আমি যে সবই নিত্য দেখ্‌ছি। মা, তোমাকে দেখ্‌লেই সব নিত্য হয়ে দাঁড়ায়! মা চণ্ডিকে, আদ্যাশক্তি, তোমার "চণ্ডী" পাঠ কর্‌লেই লোকে বুঝ্‌বে যে, নিরাকারা বিশ্বময়ী যিনি, তাঁর সাকারা হতে আর কত ক্ষণ? আমি তোমার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি বড় ভালবাসি। দেখ মা, আমাকে তুমি সাকারও করেছ, নিরাকারও করেছ। দেহটী সাকার, মনটী নিরাকার। মন ত ক্রমেই নিরাকারে গিয়েছে। দেহটী সাকার, তোমার সখের জিনিষ, তাই সাকার নিয়ে খেল্‌ছি।

এই অনিত্য দেহ ভাঙ্গ্‌বে ব'লে ভয় হয় কার? যার নিত্য পদার্থে দৃষ্টি পড়ে নাই। আমার ইচ্ছা করে মা, তোমায় একখানি আল্‌তা পেড়ে শাড়ী পরাই। সাজ সজ্জা দিয়ে মনের মত সাজিয়ে তোমার ভুবন-মোহিনী রূপ, নয়ন ভরে দেখি। আমার অনিত্য চক্ষু সার্থক হোক। মা, চিন্ময় নয়নে যেমন চিন্ময়ীকে চিনি, তেমনি বাহ্য নয়নে তোমার বাহ্য রূপের অপূর্ব্ব প্রকাশটীও দেখি! মা গো, কা'রই বা বাহ্য? আর কা'রই বা অভ্যন্তর? বাহ্য ভাবও যাঁর, অন্তর্ভাবও তাঁর। অন্তর্ভাবটী

দেখে এলে বাহিরের সখ আবার বাড়্তে থাকে। যে অন্তভাব দেখে নাই, সে বাহ্যভাবে ভয় পাবেই ত! আনন্দময়ি, প্রভাতের প্রস্ফুটিত কমল-গন্ধে বড়ই আনন্দ হয়। মা, একটী স্বর্ণ-গঠিত স্থায়ী পদ্ম অপেক্ষা, ওই যে পঙ্কের মধ্যে রূপ রস-গন্ধময় অস্থায়ী শ্বেত পদ্মটী করেছ, ঐটার কত মাধুরী! আবার তাকে স্রোতে কাঁপিয়ে, বাতাসে দুলিয়ে, শত শত ভ্রমর গুঞ্জনে বেষ্টিত করেছ! আবার দু-এক দিনের মধ্যেই তার অচিন্ত্য শোভা মাটি ক'রে দিয়ে, নব নব শত দলে কত শত পঙ্কজিনীকে সাজাচ্ছ! আহা, ও সৌন্দর্য্য একবার দেখ্লে আর কি ভুলা যায়? স্থায়ী সুবর্ণ কমল কি ওর কাছে দাঁড়া'তে পারে? কারিগিরি কোন্‌টীতে অধিক মা? নিত্যে, না অনিত্যে? অনিত্যেই তোমার অনেক কারিগিরি! আর সেও নিত্য "প্রবাহ-ত্বাৎ নিত্যম্।" একবারে যায় না, আবার আসে।

মা, কেহ বলে তোমার দশ হাত, কেহ বলে চারি হাত, সকলে এ কথা বুঝ্তে পারে না। তুমি নিরাকার—মোটামুটী এ কথা সবাই বুঝে। "নিরাকার" আবার সাকার মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়ায় কিরূপে,

তা বুঝা বড় কঠিন। ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানের নিত্যতার মধ্যে, স্থির সমাধি মগ্ন হয়ে দেখ্‌লেন, তুমি সাকার হয়ে রয়েছ। তখন সমাধি হতে উঠে, পুরাণে তন্ত্রে তোমার পূজার উপদেশ দিলেন! মা, লোকে বলে, পুরাণে তন্ত্রে অনেক গাঁজাখুরি কথা আছে। তাও লোক ক্রমে বুঝ্‌তে পার্‌বে, বুঝ্‌বার সময় হয়েছে। এখন লোকে গীতার বিশ্বরূপ বুঝেছে, বিনা "তারে," রাবণের মহীরাবণকে স্মরণ করাও বুঝেছে, মা তোমার চণ্ডীর মহিষাসুরকেও বুঝেছে; আবার বীর হনুমানকেও বুঝেছে! আমার "ন্যাংটা মা," তোমাকে কবে বুঝ্‌বে? দিগ্বসনে, চণ্ডী পাঠে যেন সকলে তোমাকে বুঝ্‌তে পারে! মা, তোমাকে অল্‌কট্ সাহেব ও বিবি ব্লাভাট্‌স্কি বুঝতে পারল, ধরতে পারল, বিবি বেসান্ত বুঝল, আর এই ভারতবাসী বুঝ্‌বে না? "যার ধন তার ধন নয়!" মা, এদের মাথায় কি গোবর পোয়া,—যে গীতা বুঝবে না, চণ্ডী বুঝ্‌বে না? মা তোমার চণ্ডী সকলকে বুঝিয়ে দেও, তোমার মহাপূজার সন্ধিক্ষণে, কৃতাঞ্জলিপুটে, মা, এই প্রার্থনা করি।

দ্বিতীয় নিশি।

মৃত্যুর পারে নূতন মহাদেশ।

মা, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাহাজ ত সাগরের অতল জলে ডুব্‌ল! (১) তখন কত মহামতি মরণের জন্য প্রস্তুত হলেন, পরে বিশ্ব-জননীর ক্রোড়ে উপনীত হলেন। কত মহা মুক্তা-মতি রত্নাকর জলধির অতল জলে মাতৃক্রোড়ে গিয়ে আবার স্থান পেল। মা, ঐ জাহাজে আমি যেন এখনও ডুব্‌ছি! কি আশ্চর্য্য! এ যে ক্ষণকালের মুহূর্ত্তের খেলা! প্রাণবায়ু নাসিকা-পথ ছাড়্‌বা মাত্রেই দেহক্লেশ সম্পূর্ণ দূর হ'ল! অনন্ত তেজের মধ্যে অনন্ত আকাশে স্বাধীন গতিবিধি হতে লাগল। সুখের অসীম রাজ্য, জড়দেহের অতীত চিন্ময় দেশ, দেবলোক প্রকাশিত! চিত্ত নির্ম্মল,

(১) টাইটানিক নামক যে জাহাজ কিছুতেই ডুবিতে পারে না বলিয়া সকলের ধারণা ছিল সেই জাহাজ নূতন অবস্থাতেই ইং ১৯১২ সালে বহু ধনী মানী জ্ঞানিগণ, মহিলাগণ ও বহু রত্নরাজিসহ সমুদ্রে ডুবিয়া যায়।

সেখানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত! রূপে গুণে মহাকাশ ঝক্‌মক্ কর্‌চে. আমার মনের রূপ গুণ ও শক্তি, শতগুণ বৃদ্ধি হ'ল! ক্ষণিক শ্বাস-ত্যাগ-ক্লেশ বিন্দুমাত্র সময়ের জন্য! পরক্ষণেই এত সুখ এত শক্তি, এত তেজ, এত বীর্য্য, এত জ্ঞান, এত ঐশ্বর্য্য, এত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যে, সে আনন্দ মনে করে আমি বাহু তুলে নৃত্য করি, আর বলি, মা, এত কালের পরে আজ তোমার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌লাম। আজ মা, মা, ব'লে প্রাণ জুড়ালাম। আজ আমার বন্ধু, প্রাণের চির বন্ধু মৃত্যু এসে আমাকে মায়ের কোলে তুলে দিয়েছে! হে বন্ধো, হে মৃত্যু, হে চির সুহৃদ্, হে আমার ক্লেশ-হরণ, দুঃখ-নিবারণ! আজ আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিলে! মা-জননি, এই ভব-সিন্ধু আজ গোস্পদ-বারির ন্যায় হ'ল, এইটুকু পার করে নিতে তুমিই মৃত্যুকে পাঠা'লে। জাহাজ-ডুবা-ছল ক'রে আঁধারে লুকোচুরি খেল্‌ছ! মা, ছেলেকে নিয়ে এত খেলাও কর্‌তে পার! এত ভয় দেখা'তেও পার! ডুবে ম'লাম ব'লে, একবারে প্রাণটা "হাঁকুপাঁকু" ক'রে উঠেছিল! একবারে

নিরাশা ও ভয়ের ভীষণ অন্ধকার! "পলকে প্রলয়" অনুভব!—তার পরেই দেখি, প্রাতঃসূর্য্য উদয়ের ন্যায় নির্ম্মল আকাশে মন উপস্থিত,—ঐ যে নির্ম্মল আকাশে আমার মা সুনির্ম্মলা! হা, হা, হা ক'রে মাও হেসে উঠেছে, আমিও হেসে উঠেছি! মা কোলে নিয়েছে! মা, এ কি আনন্দ, এ কি হাসি! কি অমৃতের স্রোত! ধন্য তুমি, ধন্য আমি! "ধন্য ধন্য পুনঃ পুনঃ।"

মা তোমার চণ্ডীপাঠে মৃত্যুভয় থাকে না। যিনি মৃত্যুঞ্জয়, তাঁকে পাওয়া যায়। মা, সকলে কি চণ্ডী বুঝ্‌তে পা'রবে? এখনও ধুলা-খেলায় লোকের বড় আসক্তি! মা তোমাকে একবারে ভুলেছে! তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ! কি ঘোর অন্ধকার!

মা গলবস্ত্রে করযোড়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করি—

লোকের সব থাক,
কেবল "অহং" যা'ক।

মা, এই মহিষকে বধ কর।

তৃতীয় নিশি।

ঠাকুর ও শক্তি পূজা।

মা, কুম্ভকার মাটি নিয়ে যা-ইচ্ছা গড়ে।—হাঁড়ি কল্‌সি, সরা মালসা, ঠাকুর পুতুল, সবই সত্য। যে কাজের জন্য যা, তাতে ঠিক সেই কাজ হয়, ওটা ত কুম্ভকারের কল্পনা বই কিছুই নয়। ঐ কল্পনাই কেমন সত্য কাজ কর্‌ছে! আমিও যে তোমাকে নিয়ে কত গড়া-পেটা করি, সেও ত সত্য। অবোধেরা বলে, ঠাকুর-ঠুকুর ও সব কল্পনা! কুম্ভকারের হাঁড়ি কল্‌সি যদি বৃথা হ'ত, তবে মা, আমার ঠাকুরও বৃথা হ'ত। তা ত নয়। যে কাজের যা, ঠিক তাই ত হবে। তুমি সাধারণ মাটির ন্যায় সাধারণ ব্রহ্ম পদার্থ। ঐ ব্রহ্ম-পদার্থে সকল দেবতাই গঠিত হন। নূতন নহে, মা তুমি চিরদিনই মাতৃরূপে আছ, আজ আমার ঘরে আস্‌ছ। সত্য-সংকল্প ব্রহ্মার কল্পনাই সত্য। ব্রহ্মও যে রূপ সত্য, ব্রহ্মভূমি খনন ক'রে যত ঠাকুর গড়ান হয়, সব সেই রূপ

সত্য। ব্রহ্ম-মৃত্তিকায় গঠিত জগৎ সত্য। কেন না সে জগৎ ব্রহ্ম বই কিছুই নয়।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।" ইহার অর্থ এই যে "সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মেতে 'ব্রহ্মময়রূপ' ব্রহ্মা কল্পনা করেছেন, অর্থাৎ দেখেছেন।" না দেখলে কল্পনার সূত্র কোথা হ'তে পেলেন? ব্রহ্মময় হ'লে জগৎ সত্য। ব্রহ্মময় হলে ব্রহ্মের রূপও সত্য, গুণও সত্য। ব্রহ্মময় না হলে সবই মাটি!

"মাটির পুঁতুলও ব্রহ্ম খাঁটি,
আলোক অভাবে ব্রহ্ম মাটি!"

লোকে বলে "দেব দেবী" অস্থায়ী—থাকেন না; থাকেন্ না ত, যান কোথায়? অনন্ত অমৃত-সমাধিতে যান। ভালই হ'ল! আমিও মা তোমার আঁচল ধ'রে যাব! মা তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ, তাই তুমিও রূপময়ী গুণময়ী, আমিও রূপময় গুণময়, বেশ এক জাতীয়। নইলে কি মেশে? তেলে জলে ত মিশবে না। তাই জড় দেহের সঙ্গে তুমি ত মিশ্‌বে না। মা, মা ও ছেলে ত এক জাতীয়ই হবে; আমিও

জড় নয়, তুমিও জড় নও। এক জাতীয় ব'লেই তোমার উপর ভরসা রাখ্‌তে পারি। চণ্ডীতে আছে,—

"গুণময়ী হয়ে স্তবে ভোগ মোক্ষ দাও শিবে,
নতুবা তোমার স্তব কি কথায় করে জীবে?"

মা, তুমি যদি আমাকে ক্রোড়ে করে না নিয়ে যাও, তবে আর কে আমাকে ঐ অমৃত-সমাধিতে লয়ে যাবে? মা, এমন যে অমৃতময়ী ব্রজলীলা, অধ্যাত্ম যৌবনের নিত্য রসের স্ফূর্ত্তি, তাও দেখেছি, তুমি যোগমায়া হ'য়ে শ্রীবৃন্দাবনে না লয়ে গেলে সেখানে যাওয়ার সাধ্য কি? মা কাত্যায়নি, তোমার পূজা করেই ত ব্রজ-গোপীগণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। তুমি সকল গুরুর গুরু। গুরু-মা, আমি যেন তোমার কোলে চ'ড়ে অধ্যাত্ম যৌবনে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ লাভ করতে পারি। আগে আমাকে তোমার চণ্ডীপাঠে শক্তি দেও। মা, মহাশক্তি, তোমার শক্তি ব্যতীত চিন্ময় ব্রহ্মময় শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ-শক্তি কোথায় পাব মা?

চতুর্থ নিশি।

মৃত্যু যাতনা ও মাতৃ ক্রোড়।

মা, যেমন ঘটস্থ আকাশ, আর বাইরের আকাশ, তেমনি দেহস্থ প্রাণ, আর আকাশস্থ প্রাণ। ঘটস্থ আকাশ আর বাইরের আকাশে প্রভেদ কেমন? যেমন কূপস্থ বায়ু দূষিত, আর আকাশস্থ বায়ু নির্ম্মল। দেহস্থ যে বদ্ধ আমি সেইটী "অহং" সেইটী জীব-ভাব; আকাশস্থ যে মুক্ত আমি, সেইটী শুদ্ধচৈতন্য।

মা দেহ হ'তে প্রাণ বা'র হবে, সে যে বড় বিভীষিকা! একটা কোণে মাকড়সা জাল পেতেছে, দেখি, টপ্ ক'রে একটা মাছি উড়ে সেই জালে পড়ল আর জড়িয়ে গেল। মাকড়সা তার আষ্টেপৃষ্ঠে সূতা জড়ালে, সে আর নড়তে পারলে না। তখন দেখি, মাকড়সা তার এক দিক হ'তে বিন্দূ বিন্দূ ক'রে খেতে আরম্ভ করেছে। দে'খে, আমি আর নাই! বলি, মায়ের কি এই বিচার? মা তুমি এত নিষ্ঠুর? আমি ধ্যানস্থ হ'লাম, মনোবলে মাছি রূপ

ধরলাম, ঐ জালে গিয়ে পড়লাম, দেখি, মাকড়সা আমায় জড়ালে, পরে খেতে আরম্ভ করলে। আমি তখন মা, তোমার পাদপদ্ম ভাবছি, বলি, মা কই ? দেখি, আমার যে চৈতন্য-প্রাণ, সে মহাকাশে মহা চৈতন্যে মিশছে ! সে মহাতেজঃ, মহাস্ফূর্ত্তি মহানন্দ আমার মনে যেন ধরছে না ! তখন দেখলাম, মা, পরা প্রকৃতে, তুমি তোমার অমৃত-ক্রোড়ে আমাকে টানছ, মাকড়সা নয়, সম্মুখে মা ! কোথায় মাকড়সার জাল ? কেবলই দেখি, মায়ের কোলে উঠছি। মা, তখন বুঝলাম, মাকড়সাও তুমি, সাপও তুমি, বাঘও তুমি ! মা, মহিষাসুরের ন্যায় তখন তোমার প্রসন্ন বদন দেখলাম—

"আয়ু শেষে অনিমেষে দেখিনু কেবল
শরচ্চন্দ্র-বিম্ব মাখা শ্রীমুখ মণ্ডল !"

জীব মাত্রেই মরলে আকাশে যায় ; মা, যে তোমাকে চেনে, জানে, সে আর ফেরে না। যে তোমাকে চেনে না, সে আসক্তির বশে আবার আসে। মা, যে এই অমৃত-কথা শোনে, জানে, মানে, সে জাহাজেই ডুবুক, আর আগুনেই পুড়ুক, মৃত্যু মধ্যেই সে দেখতে পায়, মা তুমি এসে তাকে

কোলে করছ, আর গগন-বিহারী সূক্ষ্মদেহধারী মুক্তাত্মা গণ চারিদিকে অমৃত-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ ক'রে, তাকে গ্রহণ করতে এসেছেন। মরণের বিন্দু—পরেই অমৃতের সিন্ধু! বাঁচলাম মা, বাঁচলাম এই অমৃতের কথা শুনে বাঁচলাম। মৃত-সঞ্জীবনী কথা, তোমাকে নমস্কার করি।

মা, সমুদ্রে সবই জলময়, বায়ু যোগেই তরঙ্গ দেখি। তেমনি চৈতন্য-সমুদ্র সবই চৈতন্য ময়, কেবল অধোদৃষ্টিতেই সৃষ্টি দেখি। ঐ যে মহা-চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য, অনন্ত চৈতন্য ইনি যখনই অধোদিকে দৃষ্টি করেন, তখনই বাসনা আরম্ভ হয়, সৃষ্টির তরঙ্গ-লীলা উঠতে পড়তে থাকে, ঐ অধোদৃষ্টিতে সৃষ্টির জড়ত্ব-বোধ আসে। ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে, মা চৈতন্য ময়ি, কেবলই তোমার চৈতন্য-লীলা।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

"বিষ্ণুপদ—সুবিস্তীর্ণ বিস্ফারিত-নেত্রে প্রায়
দেখিছেন দেবতারা জ্বলিছে গগন গায়।

মা, আকাশ তোমার বিশুদ্ধ চৈতন্য-সাগর!

পরা-প্রকৃতে, কেবল-চৈতন্য-ময়ি, আমাকে কোলে করে তোমার ঐ মহাচৈতন্যে লয়ে যাও। অধো-দৃষ্টি, জড় দৃষ্টি যেন আর না হয়। লক্ষ লক্ষ সৃষ্টি-তরঙ্গের আধার যে মহা চৈতন্য-সাগর, সে কেমন, মা আমায় দেখাও। মৃত্যুর তীক্ষ্ণধারের উপর তোমার অমৃত-হস্ত স্থাপিত রয়েছে, দেখ মা, আমি তার উপরে নৃত্য করব। শ্মশান-বাসিনি তোমার সঙ্গে আজ মহাশ্মশানে আনন্দে নৃত্য করি! মা আমার মহাচেতনা। মাতৃক্রোড়ে, চেতনার ক্রোড়ে কি মৃত্যু হয়? ঐ মৃত্যুই যে অমৃত! হে বিমান-চারাদেবগণ, মহাশক্তি সকল, অনন্ত আকাশ তোমাদের স্থান, আমাকেও সেখানে স্থান দেও। পরা প্রকৃতির যে চেতনাময়ী সূক্ষ্ম মূর্ত্তির ক্রোড়ে তোমাদের চিন্ময় মূর্ত্তি নৃত্য করছে, এত দিন পরে আমিও সেই মাতৃক্রোড় দেখতে পেয়েছি, আহা মাতৃক্রোড় কি মধু!

মা, মা হ'য়ে যে একবার এসেছিলে, বুক থেকে দুধ দিয়েছিলে। জড়দেহ-ধারিণী মা সে দুধের খবর কি কিছু জানত? তুমিই ত দুধ দিতে। দুধ-মা, জড়দেহ ধারিণী মাকে দেখিয়ে

একটা ছল ক'রে কেবল আড়ালে ব'সে থাকতে। সকল কাজেই তোমার লুকো-লুকি! কেন বল দেখি? তোমার লুকানো স্বভাব কিছুতেই গেল না? আমি যে এবার দেখে ফেলেছি—তার কি? মৃত্যু-ভয়ে কাঁপতাম! লোকের মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে, ভয়ে মরতাম। এখন দেখি, সবই ফাঁকি! চালাক মেয়ে, এ সবই তোমার চালাকি? ছেলের সঙ্গে খেলা, লুকোলুকি, ভয় দেখানো, বাঘ দেখানো, খাঁড়া দেখানো. রঙ্গময়ি, এ কি রঙ্গ? এটা সবই খেলা, তোমার লীলা! আমারও খেলা! খেলা, করব না ত কি? মায়ের সঙ্গে, এমন খেলা, করব না ত কি? তবে তুমি যে বড় মরণের ভয় দেখাও, ওটা কেন মা? মরণ ব'লে ত এখন আর কিছুই দেখতে পাই না। একটা ভুয়ো কথা মাত্র! তোমার একটা ধমক্-দেওয়া মাত্র! ছেলেকে একটা তাড়া দেওয়া,—তা ভাল। তাড়া দেও, ভালই কর। বুক হতে দুধ দেও, মন্দ দেখলে একটা তাড়া দেবে না? আমি আর ও তাড়ায় মরব না। "মরা" কথাটাই তোমার ফাঁকি! খুব চালাকি খেলেছ, ছেলেকে

ভাল ক'রে গুছিয়ে নিতে, খুব কৌশল করেছ!

মা সুকৌশলে, আমাকেও দেখছি, অমনি ক'রে ক'রে, ভাল ক'রে গুছিয়ে নিলে! সুহাসিনি, মরণ-টরণ সবই মিথ্যা, সুখ-স্বরূপা তুমিই সত, আর তোমার আমি, তাই আমিও সত্য। যে মাযের গর্ব্বে জন্মেছিলাম, সেই মা ত তুমিই, নইলে মা কি একটা ভাড়া ক'রে এনেছিলাম? মা, চিরজীবী হ'য়ে থাক। আগে ভাবতাম মা ম'রে গিয়েছে। কি ভ্রান্তি! মা, চিরদিন আমাকে তোমার স্তন্য দুগ্ধ পান করাও। আমার "কালী" গাই আছে, তার দুধ যে তোমারই স্তন্য দুগ্ধ, আমি অমৃতের ন্যায় সেই মাতৃদুগ্ধ পান করি, আর সেই দুগ্ধে আমার আত্মার অমরত্ব লাভ হয়। গো-মাতার সেবায় মা, তোমারই সেবা করা হয়। মাতৃহারা হয়ে অনেক কেঁদেছি, কিন্তু মা, তুমিও যে বৎস-হারা গাভীর ন্যায় আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটেছ, এখন তা দেখ্‌তে পেলাম।

মা তাই ত, শিশুকালে দুগ্ধ দিলে, এখন কেন দেবে না? এখনও ত সেই শিশু!

আমি কি পণ্ডিত হয়েছি, না মানুষ হয়েছি? আপন ভাল পাগলেও বোঝে, মা, আমি তাও বুঝতে পারি না! তবে যে তোমার চণ্ডী লিখেছি, সে তুমি ঘাড়ে ধরে যা বলেছ তাই লিখেছি, তার ভাল-মন্দ আমি বল্‌তে পারি না। অম্বিকে, তোমার চণ্ডীতে ত অসুর-বিজয় লেখা নাই, মৃত্যু-বিজয়ই লেখা আছে। মা তোমার চণ্ডীপাঠে যেন আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, মা তোমাকে যেন দেখ্‌তে পাই, নতুবা ও চণ্ডী-ফণ্ডী বৃথা! তোমর মহিষাসুরের নিকট ও সব কিছুই খাটবে না।

মা, কবে আমি তোমার ক্রোড়ে ব'সে সর্ব্বদর্শী হব? কবে আমার সে শুভদিন হবে? কবে, মৃত্যুর অমৃত-হস্ত আমার দেহ স্পর্শ ক'রে, দেহ মন প্রাণ সুশীতল করবে? কবে তুমি তোমার মৃত্যু-দূতকে পাঠাবে, যে, আসিবা মাত্রেই, আশা-ভরসায় আমার মন-প্রাণ দশ হাত উচ্চ হয়ে উঠবে? কবে সেই সুহৃদের আগমনে, তোমার শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়-সরোবরে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে? কবে আমি আমিষ-লোলুপ মার্জ্জারের

মত, মৃত্যুর হস্তস্থিত অমৃতের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌ব? কবে আমি গগন-বিহারী হয়ে, সূক্ষ্ম দেহে মা রাজরাজেশ্বরি, তোমার চিন্ময় রাজ্যের অধিবাসী হব? কবে আমি জড়চিন্তা ভুলে, তোমার শুদ্ধচৈতন্যের নির্ম্মল সুখ অনুভব করব? কবে আমি চৈতন্যময় মহা পুরুষদের সঙ্গে, সূক্ষ্ম-শরীরী অশরীরী সাধুগণের সঙ্গে, তোমার চন্দ্রসূর্য্য বিনিন্দিত বিমল আলোকে বিচরণ করব? মা, কবে তোমাকে দেখ্‌তে পাব, বুঝতে পারব, ধর্‌তে পার্‌ব? হে মৃত্যু, আমার পরম সুহৃদ্‌, নিকটে এস, আর ত এই এক ঝুড়ি হাড়মাসের বোঝা বইতে পারি না! আর ত আমিষ-লুব্ধ মার্জ্জারের ন্যায় কামিনী-কাঞ্চনের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরতে পারি না। আর ত এই দেশাচারের বিভীষিকাময় চণ্ডাল-পল্লীর মন যোগাতে পারি না! হে প্রাণসখা, আর ত এই চক্ষুর প্রতারণায় খানায় প'ড়ে মরতে পারি না! হে মৃত্যু, এই অন্ধকে চক্ষু দেও, রোগে ভোগে মুক্তি দেও, আমাকে আমার মায়ের নিকট লয়ে চল।

আর ঐ যে চণ্ডাল-পল্লীতে "পুনর্জ্জন্ম" ব'লে একটা কথা প্রচলিত আছে, ও পাড়ায় যেন আর না যেতে হয়। কবে আমি ব্রাহ্মণ-পল্লীতে থাকব, মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি, কেবল এই কথাই শুনব। আহারে মুক্তির কথা, বিহারে মুক্তির কথা! মা, কবে তোমার শ্রীপাদ পদ্মের তারহীন তাড়িত বার্ত্তা আমার অন্তরে মুহুর্মুহুঃ আসবে? মুনি ঋষি গণ কবে আমার হাত ধ'রে তাঁদের দেবদেশে লয়ে যাবেন? কবে আমি মায়ের আদেশে অজর অমর হ'য়ে, মায়ের দেশেই থাকব? কবে আমার সেই মাতৃস্নেহ মনে পড়বে? কবে আমি উচ্চৈঃস্বরে মুক্ত বিমানে বলব—"অনন্ত অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার!" কবে আমি পুষ্পক-রথে উঠে, সেই দেবদেশে, মায়ের দেশে যাব? হে মৃত্যু, তুমিই আমার সেই পুষ্পক রথ।

পঞ্চম নিশি।

মৃত্যুই পরম সুহৃদ্।

মা, মৃত্যু ত প্রাণ-নাশক নয়, প্রাণ-রক্ষক। যে অস্থির প্রাণ দেহের মধ্যে প'ড়ে, থাক্‌তেও পারে না, বাইরে পালাতেও পারে না,॰ সেই অস্থির প্রাণকে যে "শক্তি" এসে, দেহ-মুক্ত ক'রে, স্বাধীন, পূর্ণ ও চিরসুখী ক'রে দেয়, সেই ত মৃত্যু!—সে যে আমার পরম বন্ধু! হে মৃত্যু, অভয় দাতা, মায়ের বিশ্বস্ত সেবক, আমি তোমাকে যন্ত্রণা-দায়ক প্রাণহন্তা ব'লে যে মহা অপরাধ করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। পিতা মাতা ও গুরু-মশায়ের ভয়ে, বালক যেমন লুকিয়ে বেড়ায়, আমিও তোমার ভয়ে সেই রূপ জড়সড় হয়ে কেবল পলায়নের চেষ্টা করেছি! তোমার এত দয়া! তোমার এত প্রেম! বিশ্বপ্রেমিক, তোমার বিশ্ব-ময় প্রেম দেখে, আজ তোমার কোটী ইন্দু-বিনি-ন্দিত জ্বলন্ত, জীবন্ত অনন্ত প্রাণময় মুখমণ্ডল দেখে বাঁচলাম! বড় আশাপূর্ণ ভরসাপূর্ণ কথা, বাঁচবার

কথা, প্রাণের কথা, মায়ের কথা, মায়ের দেশের কথা. দেবতাদের কথা, তোমার অমৃত মাখা চিরসুখের কথা, তোমার মুখে শুনে, তোমার বিশ্বময় প্রেম দেখে, হে বিশ্বপ্রেমিক আজ বাঁচলাম! রসময় যুবক-কটাক্ষে অবলা যেমন পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে যায়, হে রসময় মৃত্যু, আজ আমিও তোমার অমৃত-কটাক্ষ দর্শনে, শত আশা বুকে ক'রে, তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটেছি। আজ তোমাকেই বর-মাল্য প্রদান করব। তুমি মহা-শক্তিতে শক্তিমান্। মহাপুরুষ, জীবনদাতা, আমার দেহ আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে সুশীতল কর, সকল জ্বালা জুড়াও।

"ওহে মৃত্যু, শুভ লগ্নে বর-বেশে আসি মোর,
হস্ত ধরি নিও,
রক্তিম অধর মোর নিবীড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিও!" (রবীন্দ্রনাথ)

আমার প্রাণে নব প্রাণ সঞ্চারিত ক'রে দেবলোকে লয়ে চল।

মা, চণ্ডীপাঠ না করলে, আজ কি রূপে তোমায় জানতাম? চণ্ডীপাঠ ত অনেকে করে, আমিও

অনেক বার করেছি; কিন্তু তুমি ত লুকিয়ে থাক, সহজে ত বাইরে এস না। আমি বলেছিলাম,—

"মা, কথা কও আমার সাথে।
দুখের কুমার তোমার, দোষ কি বল্‌মা আছে তাতে?
ভেবেছ নিরাকার ব'লে ধুলি দেবে এ চক্ষুতে?
মা তুমি বেড়াও ডালেডালে আমি বেড়াই পাতেপাতে
অশব্দ অস্পর্শরূপা, নিরাকারা সবার মতে,
ওমা সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনি,
তোর, জাত যাবে কি সাকার হ'তে?"

তাই আজ তোমাকে বাষ্প বারি-বরফের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ সাকার দেখচি, আবার নিরাকার দেখচি! আমিও সাকার হই, আবার নিরাকার হই। এ ত খুব সোজা। দেহ ছেড়ে মনে যাই, সূক্ষ্ম দেহে যাই, সবই ত মনের শক্তি।

মা আগে দেখতাম, জড় দেহটা যেন ভেঙ্গে পড়ছে, আর দেহ চলে না। এখন দেখি, পৃথিবী ভেঙ্গে পড়লেও "আকাশ" ত ভেঙ্গে পড়ছে না, আমার "সূক্ষ্ম দেহ কিছুতেই ভাঙ্গছে না। "পলকে প্রলয়" হয়, সে পৃথিবীতে; কিন্তু আকাশ অটল, চিরস্থির। পৃথিবী টল্‌বে, কিন্তু তোমার

সাক্ষাৎ বাসস্থান—সেই নিবীড়-নিশ্চল-বজ্রসার-কঠিন আকাশ কিছুতেই টলবে না। আমার চৈতন্য, আর আকাশ-চৈতন্য এক জাতীয়, বেশ মেশে, জলে তেলে মেশে না; একজাতীয় চৈতন্যে চৈতন্য মিশবে, তার ভাবনা কি! তেলে তৈল মিশবে, তার কথা কি?

মা, চণ্ডিকে, তোমার দর্শনেই দেবতারা আশায় বুক বান্ধেন। মূর্ত্তিমান্-কামক্রোধ সেই শুম্ভ নিশুম্ভের শিরে, "মা তোমার মহাখড়্গ শ্রীকর শোভিত!" কবে পতিত হবে? কবে অহঙ্কারের বিকৃত মস্তক তোমার শানিত খড়্গে বিচ্ছিন্ন হবে? মা, তোমার "শরচ্চন্দ্র বিম্বমাথা শ্রীমুখ মণ্ডল" কবে দেখতে পাব? ভাই মৃত্যু, এস, আমাকে মায়ের মুখ দেখাও! মা, জলে ডুবলে, বাঘে ধরলে, কিছুক্ষণ দম-বন্দের কষ্টটা হবে, সে কিন্তু কিছুই নয়, আমি দেখেছি। একটা কাঁটা গায়ে ফুটবে বলে বড় ত্রাস হয়! গায়ে ফুটলে আর ত্রাস কোথায়? মরণ তরণ, ভয়ত নয়, শীতের সিনান, ভাবলে ভয়! মৃত্যুর ভীষণ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ ভেবে, তারই দিকে যারা চেয়ে থাকে, তাদেরই ঐ ত্রাস আসে; মা,

তোমার মুখের দিকে যারা চেয়ে থাকে, তাদের আনন্দ বাড়তে থাকে। ঐ ভয়, ত্রাস, সবই তেজো-হীনতার লক্ষণ। হীনবীর্য্য হলেই কামিনী-কাঞ্চনে জড়িয়ে ধরে। যাদের দফা সারা হয়েছে, ও সব ভয় তাদেরি হয়। তাদের বুক দুর দুর ক'রে কাঁপে! ব্রহ্মচারীর ও রূপ বুক কাঁপবে কেন? মা তোমার চন্দ্র মুখ যারা দেখতে পায়, তাদের কি আর ভয় আছে? তোমার বরাভয়-প্রদ হস্ত দশ দিকেই রয়েছে। দশভুজে, তোমার চণ্ডী কেহ পড়ে না, তাই মনে করে—মা নাই। মা-মরা ছেলের আর কত দূর বিদ্যা হবে মা? মা এস, তোমার চণ্ডী তুমি পড়াও, তোমাকে লোকে বুঝবে জানবে, মানবে, দেখবে, তবে মৃত্যু-বিজয় হবে। নতুবা আজন্ম মরণের ক্রোড়ে বসে থাক্। যার মা নাই, সেই মাওড়া ছেলেকে মৃত্যুই পালন করুক। তুমি যার মা, তার মৃত্যু নাই, তার মরণেরই মরণ হয়েছে!

ষষ্ঠ নিশি।

মায়ার সার্থকতা ও অহং অসুর।

মা, তুমি,—মা ব'লে মা, মায়া ব'লে মায়া, স্নেহ ব'লে স্নেহ!—এমন মা, এমন মায়া, এমন স্নেহ আর হ'তে নাই। তোমার বুক চিরে রক্ত আমার বুকে দিলে! আমি তোমাকে মাতৃদুগ্ধেই দেখেছি, ধরেছি। মা, বুঝলাম, যদি মেরেও ফেল, তবু আর আমার ভয় নাই। তোমার যা ভাল বিবেচনা, তাই করছ। আমি তার কি বুঝি? জড়দেহ ধারিণী মায়ের বুকে দুধ পাঠাতে কে তোমায় বলেছিল? সেই তুমি কি আমায় আবার গলা টিপে মারবে? তুমি যা কর, আমাদের ভালর জন্যই কর, এই কথাটী যেন আমার ঠিক থাকে। মৃত্যুর মধ্যে, মঙ্গলময়ি, তোমার অমৃত-উৎস উৎসারিত হয়েছে। ঐ মাতৃ-ক্রোড়ে যাওয়ার জন্যই এত উদ্‌যোগ। সংসারের এই যে অসহ্য কষ্ট, সবই তোমার অমৃত ক্রোড়ে যাওয়ার জন্য। বশিষ্ঠ দেব বলেন, দেহ ছাড়লেই

প্রাণ একবার সূক্ষ্মাকাশে যায়, তার পরে যে যেমন ভালবাসে, তদুপযোগী দেহ ও স্থান প্রাপ্ত হয়। যে জানে যে, বিশ্ব-জননীই দুধ দিয়েছেন, আবার সেই দুগ্ধ ব্যবস্থার ন্যায় মৃত্যু-ব্যবস্থাও করেছেন, তার আর ভয় কোথায়?

ছোট কালে জলে ডুব দিতে পারতাম না। মা কোলে ক'রে নিয়ে ডুব-দেওয়া শিখাতেন: আর আমি "ম'রলাম ম'রলাম" ব'লে মৃত্যু-ভয়ে আঁতকে উঠতাম, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতাম ঐ যে জাহাজ-ডুবি ভয়, ও ত সেই "আমাকে কোলে ক'রে মায়ের ডুব দেওয়া" বই ত নয়! মা, তোমার ক্রোড়ের অপার স্নেহ, অনন্ত প্রেম, অসীম মমতা, ঐ যে তোমার "আমার, আমার" ধ্বনি, উহা যে লক্ষ্য করেছে, সে "মৃত্যু ও মোক্ষকে" তুচ্ছ করেছে! মা, মহামায়া, এই পার্থিব মায়াটাই ভয়ঙ্কর পাপ! ঐটাই মোহ! ঐ মোহই অশেষ ক্লেশের কারণ। কিন্তু মা, মায়া মমতা যে অমৃত-পদার্থ! ঐ মায়া-মমতা কেবল তোমাতে গিয়েই, অমৃতত্ব লাভ ও সার্থকতা লাভ করেছে। আহা মায়া-মমতা ত

ছাড়তে হ'ল না। বাঁচ্‌লাম। ধন্য আমার মায়া, আমার মায়ের উপর! ধন্য তোমার মায়া, তোমার সন্তানের উপর! মায়া-মমতা বৃথা নয়, বৃথা নয়, আজ সার্থক হ'ল! মা মহামায়া, এই জন্যই তোমাকে চণ্ডীতে "মহামায়া" বলেছে! ওঃ! এই "অমৃত-মায়াই" তুমি এত দিন একটু একটু ক'রে শিখিয়েছ! সকল মায়া-নদী আজ মায়ার মহা-সাগরে এসে ছুটে প'ল! ওঃ! মৃত্যু ত হ'লই না, তারপর মায়াও ছাড়্‌তে হ'ল না! মায়া মমতা যে শত গুণ বৃদ্ধি হ'ল!

"তোমারি প্রেমের লহরী শুধু
"মম, মম," এই মমতা মধু!
আমি আমি আমি আমি, তরঙ্গ তোমার;
মমতা সুধার সিন্ধু,
ছুটিছে অমৃত-বিন্দু
মম, মম, মম, মম, লহরী সুধার!"

এ হেন "মহামায়ার" উপর যার মায়া মমতা হয়, তার আবার মৃত্যু ভয়? সপ্তরথীর যুদ্ধে যেতে অভিমন্যু বলেছিলেন,—"কা নাম? ভীতিঃ

ক্ষত্রিয়-তনয়স্য যুদ্ধ-যাত্রায়াং ?" "কি বল্যে ? ক্ষত্রিয় পুত্রের যুদ্ধে যেতে ভয় ?" আমিও তেমনি বলি,—"বিশ্ব-জননি, কি বল্যে ?—তোমার ছেলের মৃত্যু ভয় ?" মা, মৃত্যু কোথায় ? তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে অমর দেশের অমরতা ও অমৃত-তুফান উথ্‌লে ওঠে ! মায়ের কোলে দুলছে ছেলে—সে সুখের যে সীমা নাই! অবোধ শিশু, মনে করেছে যে, মা মরেছে ! মা ত মরার মা নয়। এ হেন "মা" থাক্‌তে ছেলে কেন মরবে ? মৃত্যু, দাদা, আর কেন ভয় দেখাও ? মায়ের কাছে নিয়ে চল। পথ ঘাট যে আমি জানি না ! তুমিই তা জান। আর কেহই তা জানে না।

দেখ মা, আমার মধ্যে থেকে যে জন বড় ভয় পায়, সেইটাই ত মহিষাসুর ! মা, মা, শীঘ্র এস ঐ বেটা মহিষাসুর—ধরা পড়েছে ! শীঘ্র ওর শিরচ্ছেদ কর। ঐ মা-হারা "অহং", দেহ হ'তে অৰ্দ্ধেক বাহির হতে-না-হতেই, "অহং" রক্ষার জন্য, মারামারি করছে। নাই জন্মাতে "অহং" এর তেজ দেখ।

"অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্বা নিপাতিতঃ॥
"মহিষের মুখ মধ্য হইতে উঠিয়া অর্দ্ধ
করিতে লাগিল যুদ্ধ পশু-অবতার,
ত্রিতাপ নাশিনী গিয়া পাপনাশী অসি নিয়া
অসুর-পশুর শিরে করিলা প্রহার।"

যে জন্ম মাকে ভুলেছে, সে ম'রেই মাকে জানুক মাকে ভুলে যাওয়া কি ভয়ানক!

মায়ের কোলে অহং দোলে, ত্রিজগৎ আলো,
মা নাই যার সেই অহঙ্কার, মরলে পরেই ভাল॥

মা, মাওড়া "অহং"কে মারো, মেরেই কোলে কর। ধরে মেরে না আনলে ও আসবে না। আহা, মায়ের কোল কেমন, জানে না! ঐ দেখ, মা ওটা কি দুষ্ট! যেন শুম্ভাসুর! মারো, মা, মারো, ওটা যে শুম্ভাসুর হয়ে উঠল! শীঘ্র মারো, অমৃতত্ব লাভ করুক! মা-হারা ছেলের মরণই পরম শোভা, মরণই তার চরম সুখ!

ততঃ প্রসন্ন মখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চা ভবন্নভঃ।
"মহারিপু দৈত্য দুষ্ট নিজ পাপে হলে নষ্ট,

জগৎ হইল সুস্থ নিরমল আকাশে
গ্রহ তারা রবি শশী হাসে রাসি বিকাশে।

আঃ! মা, অহং গিয়ে আজ বাঁচলাম। পৃথিবী জুড়াল! সিং দিয়েই পৃথিবী উল্টাতে চায়! কামাসুরের জ্বালায় দেহ রাজ্যটা অস্থির হয়ে উঠে ছিল। মা তোমায় ভুলে কার ভজনা করছিলাম মা? আমায় যেন ভূতে পেয়েছিল! মা আজ বাঁচলাম! যেন আজ আকাশ পাতাল অমৃত ধারায় সুশীতল হল! মা তুমি কৃপা ক'রে সকলকে চণ্ডীপাঠ শিখাও। তোমার মধুময়ী চণ্ডীর মর্ম্ম যেন সকলে গ্রহণ করতে পারে—এই প্রার্থনা।
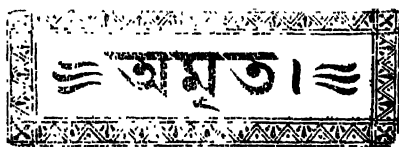
মূল্য ।৷০ আনা।

সপ্তম নিশি।

মৃত্যুই প্রাণের সার্থকতা, মৃত্যুই দম ছাড়া।

মা, তোমার জন্য প্রাণ দেওয়াই ত শ্রেয়ঃ। তুমি দুধ দিয়ে যে প্রাণ রেখেছ, আমি তোমার হাতে সেই প্রাণটা দেব, এই ত স্বাভাবিক। তোমার কি অপূর্ব্ব অনীর্ব্বচনীয় মাতৃ-স্নেহ! "অনাদি অনন্ত মাতৃ-স্নেহ পারাবার!" পৃথিবীতেই দেখি, ছেলের জন্য মা প্রাণ দেয়; মায়ের জন্য ছেলে কেন প্রাণ দেবে না? সন্তানকে বুকের মধ্যে রেখে মা যেমন সুখ পান, মা তোমাকে তেমনি বুকের মধ্যে রেখে আমি অনির্ব্বচনীয় সুখ পাই! যে প্রাণ, যে শ্বাস তুমি দিয়েছ, সে ত তোমারি। রাখ বা লও, সে ত তোমার ইচ্ছা। মা প্রাণটা তোমাকে দিয়ে-রাখাই উচিত। মা কই?—মা কই? বল্‌তে বল্‌তে এই প্রাণটাকে দেহ হ'তে বা'র করতে হবে। করতেই হবে, নতুবা এ প্রাণের সার্থকতা কোথায়? এই প্রাণ তোমাকে দেওয়াই ত এ প্রাণের মহান উদ্দেশ্য। এ যে অমৃত-

উদ্দেশ্য! তোমাকে প্রাণ দেওয়াই ত মহা প্রাণ পাওয়া! সূর্য্য দেব, উঠেই যেমন উষার আলোককে কোলে ক'রে বুকে নিয়ে আত্মস্থ করে ফেলেন, মা, মহাচেতনা, তুমি এসে তেমনি আমাকে টেনে লও। উষার আলোকের ন্যায় মৃদুমধুর তোমার এই ক্ষুদ্র চেতনা টুকু তোমার বুকে টেনে নিয়ে আত্মস্থ ক'রে ফেল মা! এই ত মৃত্যু? মা, এ ত মৃত্যু নয়, এযে অমৃত! জলবিন্দু যেমন সাগরে পড়ে, আমিও তেমনি মহা চৈতন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব! শিশু রাস্তায় ব'সে ধুলা নিয়ে খেলা করে, মা ডাক্‌লেও বাড়ী যেতে চায় না। আমিও তেমনি, মা, আর বাড়ী যেতে চাই না! কামিনী কাঞ্চনে সকলেই ভুলে যায়! কামিনী কাঞ্চনের কি ঘোর মাদকতা! সন্ন্যাসীরা তাই ঐ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করতে নিষেধ করেন। ওতে যে বাবার নাম ভুলিয়ে দেয়! মা "তুমি আছ" তাও ভুলেছি! "মা আছে, থাক্, তা জানি।" এই পর্য্যন্ত ব'লেই অহিফেণ-বিষে জর্জ্জরিত ব্যক্তির ন্যায় একটু মাথা তুলে, আবার ঐ কামিনী-কাঞ্চনের পদতলে লুটিয়ে পড়ি! ঘাড় তুল্‌তে পারি না!

মা, শত সহস্র বার কেন তোমার চণ্ডী পাঠ করি না? মা-নামের শত সহস্র বার পুনরুক্তি করি, তবু পুরাণো হয় না! পুনঃপুনঃ চণ্ডীপাঠে মধু বর্ষণ হতে থাকে! পুনরুক্তির বিরক্তি মা-নামে হয় না, চণ্ডীপাঠে খাটে না। বশিষ্ঠদেব বলেই দিয়েছেন—অমৃত কথার যতই পুনরুক্তি হবে, ততই অমৃতরস ঘনীভূত হয়ে, দুধ যেমন পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনে ক্ষীর হয়, তেমনি ক্রমাগতই তার মধুরতার বৃদ্ধি করবে।

মা, মৃত্যুতে দম বন্দ হয়! দম বন্দ ত নয়, দম ছাড়া! এই দেহেই ত দম বন্দ আছে, দেহের সঙ্গে বদ্ধ আছে। এই দেহে বান্ধা দম প্রতি-মুহূর্ত্তে, মুক্ত বায়ুতে, মুক্ত আকাশে, ছুটে যাবার জন্য মত্ত হস্তীর ন্যায় ঝুঁকছে! দেহটা ছাড়তে পারছেনা, বুকের খুঁটায় শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে! কিন্তু তার মনোগত ভাব বেশ বুঝা গিয়েছে! প্রভাতী তারা যেমন ত্রিদিবের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায়, এই শ্বাসরূপী জীব-নক্ষত্রও দেহাকাশ ছেড়ে তোমার দিকে, ঐ রূপে ছুটবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না!

এই যে তার সতত-বহির্গমন-চেষ্টা, এই চেষ্টাই তার মুক্তির কথা প্রকাশ করছে! মা, মৃত্যুতে ত দম বন্ধ নয়, দম মুক্ত হয়। মা তুমি ত বাঞ্ছাকল্প-তরু, যে যা চায় সে তা পায়! সৃষ্টি তত্ত্বের এইটাই সার কথা, মহা মন্ত্র। আমার শ্বাসের চির বাসনা পূর্ণ কর।'

ও গো, তোমার হাতের বেদনা দান
এড়ায়ে চাই না মুকতি;
দুঃখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দেও ভকতি। (রবিঠাকুর)

মা, রবি ঠাকুরের "নৈবেদ্য" তোমার হাতে মুখে ঐ যে লেগে রয়েছে দেখছি!

অষ্টম নিশি।

রাক্ষসী দেহ ও শুক্র-কীটের প্রাণভরা হাসি।

মা, এ দেহ কেবল মল-মূত্র-বাহী! এ দেহের রস রক্তের ঘৃণিত ব্যাপার দেখে বড়ই লজ্জা হয়। বশিষ্ঠদেব বলেন, দিব্য চিদানন্দ ময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেও, পশুর ন্যায় এখনও কতক গুলি গ্রাস করতে হয়, আর মল মুত্র বহন করতে হয়, আবার ঐ

গ্রাসের জন্য ব্যাকুল হ'তে হয়, এটী আমাদের পক্ষে কি ভয়ানক লজ্জার বিষয়?

মা তোমার দেশের লোক ত এ রস-রক্তের রাক্ষসী দেহ—এই রক্তবীজের দেহ পোষণ জন্য ব্যাকুল হন না। তাঁরা যে চিদানন্দ ময় দেহ ধারণ ক'রে চিদানন্দই উপভোগ করেন। এ রাক্ষসী দেহ কেন? মা তোমার দূত মৃত্যু যখন আসবে, তখন যেন সকলে পরম আহ্লাদে নাচতে নাচতে তোমার নিকট যেতে পারি। যে ভাবেই হোক, তোমার ইচ্ছায় আগুন-জল রোগ ভোগ যাই আসুক, তোমার পাদপদ্মে উপনীত হতে পারলেই জীবন সার্থক হয়।

এই ভূতের মত লম্বা লম্বা পা, লম্বা লম্বা হাত কিম্ভূত-কিমাকার একটা মাটির ঢিবি দেহ, কতক গুলা পচা গলা রসরক্ত, লাল পড়া লম্বা জিভ, গোদন্তের ন্যায় কতকগুলা দাঁত, কোঠরস্থ চক্ষু, কফপূর্ণ নাসা—একি দুর্দ্দশা, মা! তার উপর কাম ক্রোধের নখদন্ত বা'র হয়েছে! এ যে রক্ত বীজের ঝাড়! মা এ পশুটাকে নষ্ট কর, শীঘ্র নষ্ট কর!

দীপ হ'তে দীপের ন্যায়, রক্তস্থ বীজ যে শুক্র,

সেই শুক্র হতে শুক্রকীট হাজার হাজার জন্মিবে। একই রূপ, একই ভাব! মা তুমি যদি শোণিতটা শোষণ কর, তবেই সে চিন্ময় দেহ পায়। চিন্ময়ী মা, রক্তবীজ না ম'লে ত হাড়-মাসের দায় এড়ান যায় না। চিন্ময় দেশে আমার চিন্ময় মন এখনই যে বিচরণ করচে! এই সকল মহাবাক্য লয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের মন ত চিন্ময় ভাবেই চিন্ময় দেশে বিচরণ করে। মা, দেহটার মত, শত শত শুক্র-কীট নষ্ট হলে কষ্ট কি? হাজার হাজার পোকা এক ঘর্ষণেই আকাশে লয় হয়ে যাচ্চে। ঐ সকল শ্বাস বিন্দু, মুক্ত বাতাসে, অনন্ত আকাশে উঠে, বাসনানুরূপ পথে ঐ ছুটচে—দেখে আমায় হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। আবার আসুক, আবার যাক্। ঘুরে ফিরে ঐ যে মধুব্রত, ঐ চিৎভ্রমর, সে বারংবার "অনন্তের" মধু পান করছে! আবার মধু পানের আশায় এ দিক ওদিক ঘুরছে! মা, কি সুন্দর দৃশ্য! লক্ষ লক্ষ কৃমিকীট-নরনারী তোমার পাদ-পদ্মমধু পান লোভে ভ্রমরের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে, দেখ্‌তে দেখতে আমি অমরত্ব পাই, আর অমৃত সুখে সুখী হই।

মা, চণ্ডীপাঠ ক'রে, যেন এই অমর-দৃশ্য দেখতে পাই! এই জড়-জগতের মধ্যেই, এই জড় দেহের মধ্যেই, যেন চিন্ময় দেহ অনুভব করতে পারি।

"সোহমমরঃ। অমরত্ব মানন্দ মমৃতম্।

মা, শুকাবে জান্‌লে কি আর শরৎ পদ্ম হাসতে পারত? মৃত্যুকে যদি অমৃত ক'রে না দেও, তবে আর জগতে কেহ হাসতে পারবে না। অজর অমর হ'লেই হাসি শোভা পায়। শানিত খড়্গ যার গ্রীবা স্পর্শ করে রয়েছে, তার কি আর হাসি বা'র হয়? মা, এই সংসার রূপ বাঘের খাঁচায়, বাঘের মধ্যে ব'সে, কে হাসবে, বল। সুহাসিনি, সংসারকে হাসাও। অজর অমর বৎ শিশুর ন্যায় মধুর হাসি, হাসাও। মা, কা'ল যার ছেলেটা মরেছে, মৃত্যু নিয়ত যার শিয়রে, সে কিরূপে হাসে, বল? মৃত্যু ভয়কে অমৃত রসে সিক্ত কর, দর্শন দেও। মা সুনির্ম্মলা, আমার স্ফটিক গৃহের শশীকলা, তোমার চন্দ্র-মুখ দেখে, শিশুর মত একবার খল্ খল্ করে প্রাণ ভোরে হেঁসে উঠি।

"খল্ খল্ হাসিরাশি মধুর অধরে!"

নবম নিশি।

মায়ের কাছে সত্য কথা। "ধনং দেহি রূপংদেহি"।

মা, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে এক হাতে গীতা এক হাতে চণ্ডী নিয়ে, আমেরিকার পুরুষ, আর রুসিয়ার রমণী, (১) ভারতবর্ষকে যোগ শিক্ষা দিতে আসেন। অশরীরী, সূক্ষ্ম শরীরী মহাত্মগণের হিমালয় কাহিনী তাঁহারাই প্রচার করেন। গীতা ও চণ্ডী কণ্ঠস্থ করতে তাঁরা সকলকে উপদেশ দেন। আজ তাই গীতা-চণ্ডীর আদর সকলে বুঝতে পারছে। আমেরিকার কত শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গনা দক্ষিণেশ্বরে এসে মা তোমার শ্রীমন্দিরের দুয়ারে লুণ্ঠিত হ'য়ে, মা, মা, ব'লে নয়ন জলে প্রাঙ্গন সিক্ত করেছেন, দেখে কৃতার্থ হ'লাম। মা, এখন এদেশের লোকের মাথায় কি গোবর পোরা? কি লজ্জা, এখনও তোমার শিক্ষিত সম্প্রদায় চণ্ডী বুঝে না? তারা তোমাকে এখনও চেনে না। মাকে চেনে না, এই বড় দুঃখ! এখনও তাদের নারায়ণে শিলা-বুদ্ধি! তারা এখনও শিশু, আগুন জল জানে না, শিশুও মা চেনে, এরা

(১) কর্ণেল অলকট এবং ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী।

তাও চেনে না। মা, তোমার নাম করলে হাসে; আপন ভাল পাগলেও বোঝে, এরা তাও বোঝে না! মা তোমা বই আর তাদের কে আছে? তুমিই একটু এগিয়ে এস, করজোড়ে এই প্রার্থনা করি; তবেই তোমায় চিনবে।

মা, আমি এই যত কথা তোমার সঙ্গে বলচি, এ সব কি মিথ্যা কথা? না উপন্যাস? এই যে চণ্ডী প্রকাশ, এ কি সংসারের খেলার ন্যায় ধুলাখেলা? কি এ অমৃতের মান-মন্দির? মা, মায়ের সঙ্গে কে মিথ্যা কথা বলে? মায়ের কাছেইত নির্ভয়ে প্রাণের কথা বলা যায়। যত মনের কথা, ছেলে বলে মায়ের কাছে। মা, যদি বল ও সবই জগতের ধুলিবালি, তবে ও কথা আর বলব না। তোমার নাম আর করব না।

মা আমাকে তুমি যা-তা ভেবনা। এ মহিষাসুরের জাত, রক্তবীজের ঝাড়। শীং দিয়ে তোমার ধরা খানা সরাখানার মত উল্টে দেবে। শেষে কিন্তু বেগ পেতে হবে।

মা, বল মা, সত্যবতি, সত্য করে বল—এই সব অমৃতের কথার প্রতি কথায় তুমি ছুটে এসে ছেলেকে

কোলে করে. চুম্বন কর কি না? অমৃতময়ি, তোমার অমৃতের আস্বাদ যেন সকলে পায়, নইলে চণ্ডী আর কেউ পড়বে না। এখন সব শিক্ষিত দল—"ধনং দেহি রূপং দেহি" ও তারা বলতে চায় না। এত বড় আবশ্যকীয় সর্ব্ববাদী-সম্মত কথাটা "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" তাও বলতে চায় না। চণ্ডীর উপাখ্যানের আড়ম্বরে আর তারা ভোলে না! যদি যথার্থই মধুময়ী চণ্ডীর মধ্যে তোমার পাদপদ্ম-মধু নিহিত থাকে, তবে তা আজ দেখাও, আস্বাদন করাও, তা হলে মা তুমি দেখবে. শীঘ্রই দৈত্যকুলে কত প্রহ্লাদ এসে দেখা দেবে। মাগো, তোমার জয়--নিঃসংশয়!

দশম নিশি।

সর্পযজ্ঞ, নেয়াপাতি-মা ও প্রেমামৃত।

মা সর্ব্বমঙ্গলে, তুমি যার মা, তার কি অমঙ্গল হয়? তুমি সর্ব্বমঙ্গলা,—তাই আমার চির মঙ্গল। জন্মেজয় সর্প যজ্ঞ করেছিলেন; যেখানে যত সাপ ছিল, ছুটে এসে যজ্ঞকুণ্ডে পুড়ে

মরেছিল। আমি মা, তোমার নাম-যজ্ঞ করি, আর দেখি, যেখানে যত অমঙ্গল ছিল, ছুটে এসে তোমার নাম-যজ্ঞের আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। ধন্য তোমার নাম! মা, তুমি আমার মা-বাপ ছিলে, তাই আমি অমরত্ব লাভ করলাম। মা, এ যে সবই "রজ্জুতে সর্প ভ্রম।" সাপ আর আসবে কোথা হ'তে? সব দিকেই যে তুমি! তোমার মাঝখানে আমি! মাছ যেমন জলে, তেমনি আমি মায়ের কোলে! ছিলাম আমি ডাবের জলে, উঠেছি "নেয়াপাতির" কোলে! আমার কি আর মরণ আছে? মা, শোন, ডাবের জলের তত্ত্বটা বলি।

মা, আগে বল্‌তাম "কে কার?" আজ "চণ্ডী" পাঠে বুঝলাম, "আমি মার, মা আমার।" ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্রের বুকে রেখে আমার যে মাথাটা ভেবে ভেবে ফেটে যাচ্ছিল, আজ তোমার বুকে রেখে সেই মাথাটা "আমার আমার" ব'লে যথার্থ ই শীতল হল।

মা তুমি স্থির-যৌবনা, চির-যৌবনা, অম্লান-যৌবনা! তোমার সন্তান গুলিও তাই, তোমাকেই

পূর্ণ রসের আধার ব'লে জানি। মা, তুমি যেন নেয়াপাতি ডাব। এমন সুরস, সুস্বাদু দেখি নাই! ডাবের জলটা ব্রহ্মের ন্যায়। ডাবের জলটাই ক্রমে ঘনীভূত হয়ে মালার গায়ে সরের মত একটী প্রলেপ গঠন করে। সেইটা একটু পুষ্ট হলেই তাকে বলে—"নেয়াপাতি'। ডাবের জলেই এই নেয়াপাতি হয়। ডাবের জলই এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে। লোকে বলে ব্রহ্মে কিছুই ছিল না, তবে প্রকৃতির বীজ তাতে এল কি রূপে? আমি বলি, মা, এই নির্ম্মল স্বচ্ছ ডাবের জলে নেয়াপাতি এল যে রূপে। ডাবের জলের সঙ্গে নেয়াপাতির মাখামাখি; যেমন জল নইলে নেয়াপাতি থাকে না, তেমনি ব্রহ্মবারি ব্যতীত মা, আমার নেয়াপাতি তুমি এক দণ্ডও থাক না। তোমার নেয়াপাতির মধুরতা যখনই আস্বাদন করি, তখনই তার প্রোত বিন্দুতেই ব্রহ্ম-বারি প্রত্যক্ষ করি। মা, পরাপ্রকৃতে, এই যে তোমার নেয়াপাতি মুর্ত্তি, এ মূর্ত্তি সন্ন্যাসীরা চান না। তাঁরা চান ডাবের জল টুকু, শুধু ব্রহ্ম। তা ভালই, অত্যন্ত বাতিক বৃদ্ধি হ'লে ডাবের "জলই"

ভাল। আমাদের সে ডাবের জল আছেই, তার সঙ্গে নেয়াপাতি.— যেমন কৈলাসেতে উমাপতি, বামে অর্দ্ধ পার্ব্বতী ; শ্রী, আর শ্রীপতি ; কন্দর্পের দর্প রতি ; সংসারেও নয় বিরল অতি—অজ-রাজা আর ইন্দুমতী।

মা গো, এত কাল ধূলি-বালি লয়েই মত্ত ছিলাম। বাহ্য জগতে কেবল খোলা চেটেই মরেছি ! বলতাম সব বুঝেছি, কিন্তু বুঝেছিলাম কেবল "ছোবড়া" ! নারিকেলের উপর খোলা, সেটা ঠিক যেন বাহ্য জগৎ। তার মধ্যে নারিকেলের মালা, সেটা বাহ্য প্রকৃতি। তার মধ্যে নেয়াপাতি, সেই মা তুমি পরা প্রকৃতি। তার মধ্যে জল, ব্রহ্ম সুনির্ম্মল। মা জগৎ সংসারে লোকে কেবল চাটে খোলা, বড় জানে ত মালা। খোলা আর মালা, এই দুটীতেই জ্বালা। নেয়াপাতি জল, করে, প্রাণ সুশীতল ! মা, এর কিছুই আমি জানতাম না ! মা, নেয়াপাতি যখন বড় শক্ত হয়ে ওঠে, তখন আর জলটী ভাল লাগে না। শ্রীবৃন্দাবনে পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধার যখন বড় প্রভাব, তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আর বড় গ্রাহ্য

করতেন না; বলতেন কৃষ্ণ যাবেন কোথায়? "বেন্ধেছি লম্বা দড়ায়, ঘুরেঘুরে সেই গোঁজের গোড়ায়!" মা, তোমায় যে মা বলে, ব্রহ্মপদ তার করতলে। মা, সকল বাঁধনই ছেঁড়া যায়, এই প্রেমের বাঁধন ছেঁড়া যায় না!—ঐটী তোমার সৃষ্টির মূলমন্ত্র। নারিকেল বল্লেই খোলা মালা শাঁস জল, সবই বুঝায়,—সব একসঙ্গে প্রেমের বাঁধনে বান্ধা। মালার মধ্য দিয়ে খোলাতে কেমন জল সঞ্চারিত হচ্চে। তাই খোলাটী সেই মালাকে—সরল মুখে, জড়িয়ে ধরেছে বুকে! ওমা, একি? আমি তোমার খোলাটুকুও যে ফেলতে পারব না!

ইন্দু বিশ্বাষের গানে আছে—

প্রেম করেছে বটে রত্নাকর সুসঙ্কটে
পাপী ছিল, ব্রহ্মহত্যা—জ্ঞান ছিল সবে,
রাম নামেতে, প্রেম ক'রে সে, বাল্মীকি এভবে।
রাম আলিঙ্গন, শ্রীবিভীষণ, লঙ্কাপুরে শোভে;
প্রেম সেবে, প্রেম সেবে, প্রেম সেবে,—
ও মন পিরীত যেমন, অমূল্যধন, রত্ন সম ভবে
ও মন, আর কি এমন হবে?

প্রেমের প্রমাণ বীর হনুমান, রামপদে বিক্রিত
পিরীত বিনে সর্ব্বস্বান্ত অসম্ভ্রমে নীত,
কুরুবংশ নিপাতিত ;
পিরীত পিরীত, পরম সুহৃদ, নাইত আর এমন,
অমূল্য ধন ধনঞ্জয় তায়, করেছেন যতন ;
ও যার রথের সারথী হন ব্রহ্ম সনাতন ;
ও সেই যোদ্ধাপতি, কুরুপতি, কুরীতি দুর্য্যোধন
ছিল তার বহু সেনা, অগণনা,
প্রেম জানেনা সে জন ;
দেখ গতি—কুরুপতি, সবংশে সে নিধন,
প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন ! প্রেম কি ধন !—
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদির সেই পাপে পতন,—
ইন্দুবিশেষ বলে ভাই, পিরীত বিনে সুহৃদ্ নাই,
প্রেম প্রেম বলোগো সবে –
(প্রেম ক'রে সে বাল্মীকি এ ভবে।)

আমার নেয়াপাতি-মা, তোমার প্রেমের দায়ে তোমার খোলা টুকুও ফেলতে পারব না ; যদিই শুকায়, তবে তুলে রাখব, যখন তোমার মহাপূজার আরতি আরম্ভ হবে, তখন তোমারি পূজায় তোমার ধূপের অগ্নিতে শুষ্ক খোলা গুলি পুড়িয়ে

দেব। এখন ত ফেলতে পা'রবই না; ও খোলা যে আমার মায়ের যৌবন-রসে পুষ্ট! মা ব্রহ্মময়ি, তোমার চির যৌবন-রসে এ বিশ্ব টল্ মল্ করচে! প্রেমরসে এ সংসার সুপক্ক দাড়িমের ন্যায় ফেটে পড়ছে! মিছরির সরবতের মত, তোমার স্পর্শে সংসারের প্রতি বিন্দু গাঢ় মিষ্ট হয়েছে! তাই আজ সংসারে কত তুষ্টি, কত পুষ্টি! ধন্য সৃষ্টি! কেবল এই সৃষ্টিতেই তোমার পূর্ণ রসের বিকাশ হয়েছে! অপূর্ণ ব্রহ্মে তুমিই পূর্ণতা! নীলকান্ত মণির জ্যোতিঃ যেমন, পূর্ণ ব্রহ্মে তুমিও তেমনি জড়িত। "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।" (গীতা)

প্রকৃতিপুরুষ অভিন্ন! দুইটীই অনাদি, চিরদিন সমান আছে। সূর্য্যের জ্যোতিতেই সূর্য্য প্রকাশিত, ও পূর্ণতা প্রাপ্ত; মণির জ্যোতিতেই মণি প্রকাশিত; অহো, আমার মায়ের জ্যোতিতেই কেবল ব্রহ্ম প্রকাশিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। মা তুমিই ধন্য! বাবা-মা-ছেলে সব নিয়ে এক-পরিবার! মা তোমার পরিবার কি সুন্দর! কত মিষ্ট, কত মধুর! অমৃত-পরিবার কি না? পরিবারটী ত মধু হতেও মধু, আবার, মা অমৃত-ময়ি—

"তোমার অমৃত ময় তত্ত্বকথা যত,
পরস্পরে বুঝাইয়ে তৃপ্তি পাই কত!" (গীতা)

মা, তুমি চিরজীবী হও। সংসারে কেহ যদি তোমায় জায়গা না দেয়, আমার বাড়ী থেক। আমি নিজে না খেয়ে, মা তোমাকে পালন করব। বলার কথা নয়, আর কি বলব!

মা, লোকে বলে, ধর্ম্মের কথা আর কি বল্‌বে? ঢের শুনেছি! নূতন আর কেউ কি কিছু বল্‌তে পারে? সব সেই পুরাণো কথা! বল্‌তে আর কেউ বাকি রাখে নাই! দেখ মা, তোমার এই মৃত-সঞ্জীবনী কথায় মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। ওঠে কি না, বল? অবিশ্রান্ত বর্ষার ন্যায় তোমার নামে যে মধু বর্ষণ হয়, তাকি পুরাতন হয়? সে যে নিত্যই নূতন। শিশু সন্তানের মুখের ন্যায় সে পুরাতন হতে জানে না! এই দেখ মা, ঐ অমৃত ধারায় স্নান করে আমার পুরাতন মা বাপ, পুরাতন স্ত্রী পুত্র, পুরাতন ভাই বন্ধু সব, ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত নূতন হয়ে, জীবন্ত হ'য়ে ঝকমক্ করচে! পুরাণ সংসারে মরচে ধরে গিয়েছিল। তোমার আগমনে, তোমার অমৃত কথায় আজ সংসার সম্পূর্ণ নূতন হয়েছে।

কোথায় গেল সে হাহাকারের সংসার ? কোথায় সে মরা জগৎ ? সবই যে অমৃত। মা তোমার অমৃত-সরোবরে এই সংসার-ফুলকুলেশ্বরী প্রস্ফুটিত ! আমার স্বর্ণময়ী মা, আজ তোমার নামে সব সোণা হয়ে উঠল ! মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে বারংবার নমস্কার করি ।

একাদশ নিশি ।

গঙ্গাস্নান, মায়ের সরবৎ, উষাদাসী, দিনই রাত্রি ।

মা, সন্ধ্যা হল, সারাদিন সংসারে ভুলে তোমাকে হারাইছি। এখন বড় ভয় হচ্চে ।

(গীত-পুরবী)

ঘোর ঘোর আন্ধার হ'ল, ডুবে গেল দিনমণি ।
ভয়ে মরি এ প্রান্তরে, দেখি না যে জন প্রাণী ।
কাঁপে প্রাণ সন্ধ্যা ঘোরে, পশুতে গর্জ্জন করে,
প্রাণ ভয়ে ডাকি তোরে, কথা ক'গো ও পাষাণি ।
এ প্রান্তরে আমায় ফেলে, ও মা কোথা লুকাইলে,
জীবনের সন্ধ্যাকালে, আয় মা ঘরে যাই জননি ।

মন রে, অলাবু লতার ন্যায় শুষ্ক সংসার-মঞ্চকে

কত জড়িয়ে ধরবে? এস, মায়ের কাছে যাই, মায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে অমৃত পান করি। মা যোগের সময় গঙ্গা সাগরে যেমন লক্ষ লোকের মাথা ভুস্ ভুস্ করে' ডুবচে আর উঠচে, দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি তোমার এই অতল-স্পর্শ আকাশ-সাগরে লক্ষ লক্ষ লোকের শ্বাস, লক্ষ লক্ষ প্রাণ মুহুর্মুহুঃ ডুবচে আর উঠচে, আমি দেখচি। দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাযোগের সময় যেমন হাজার লোক অবগাহন স্নানে পবিত্র হয়ে, ডুব দিয়ে দিয়ে বান্ধা ঘাটে উঠে দাঁড়ায়, তেমনি হাজার হাজার জীবের শ্বাস, হাজার হাজার প্রাণ, স্ফটিক-নির্ম্মল মহাকাশে ডুব দিয়ে দিয়ে পবিত্র হয়ে, বুকের মধ্যে ফুসফুসের বান্ধা ঘাটে উঠে দাঁড়াচ্চে! ত্রিবেণী স্নানে যেমন প্রাণ পবিত্র হয়, এই আকাশস্নানে প্রাণ তেমনি পবিত্র হচ্চে। মা, গঙ্গাজল স্পর্শেই যেমন সর্ব্ববিধ পাপ নষ্ট হয়, তেমনি আকাশময়ি, আকাশ স্পর্শেই তোমাকে স্পর্শ করা হয়, সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। আমি দিবানিশি তোমার ঐ পবিত্রতম আকাশ-গঙ্গায় স্নান করে, পবিত্র হচ্চি, আর বলচি—

"সদ্য পাতক সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।

মা, এতে সদ্য পাপ নষ্ট হয়, তাতে আর ভুল নাই। মা, জলে শোষক যেমন এক এক বার ভুস্ করে ভেসে উঠে, আর প্রাণপূর্ণ মহাকাশকে চুম্বন করে আবার জলের মধ্যে গিয়ে লুকায়, আমার শ্বাসও তেমনি ঐ প্রাণ পূর্ণ আকাশকে চুম্বন ক'রে ক'রে প্রাণ ও জীবনী শক্তি, স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, আবার আমার ফুসফুসের মধ্যে গিয়ে লুকাচ্চে। মা, তুমি মিছরির সরবতের ন্যায়! সরবৎ মুখে দিলে মিছরি বোধ হয়, তখন জল বোধ থাকে না। অথচ জল ও মিছরি দুটাই আছে। মা, মধুর সরবতের মত তোমাকে ও জগৎকে একীভূত দেখচি। জীবের স্বতন্ত্র অহং দেখতে পাচ্ছিনা।

"আমায় টানিয়ে মাগো যতই নিতেছ তুমি,
সিন্ধুতে ডুবিছে দেখি সেই একবিন্দু আমি।

মা, শিবসুন্দরি, তোমার কল কৌশল বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া দেখলে অবাক্ হতে হয়। বৃষ্টির সময় ঘরের কোলে চালের জল পড়ে। সেই জল স্রোতবেগে নিচের দিকে বয়ে যায়, আর অসংখ্য বুদ্-

বুদ্ উঠতে থাকে। একটু বায়ু পেটে পুরে নিয়েছে আর তীরের মত ছুটেছে। একটু যেতে-না-যেতেই টুপ করে ফুটে গিয়েছে। আবার একটা হল, একটু ছুটে গিয়েই ফুটে গেল। তার পাছে আবার শত শত বুদ্‌বুদ্। ঐ বুদ্‌-বুদের অন্তরস্থ বায়ুটুকু বা'র হতে-না-হতেই অনাদি অনন্ত মুক্ত বায়ুতে, নির্ম্মল আকাশে গিয়ে মিশল। মা, আমার "আমিত্ব" টুকু ঐ বুদ্‌বুদ্। আমার আমিত্ব-বুদবুদ ফুটে গিয়ে মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে মহাচৈতন্যে গিয়ে মিশবে। আমার ক্ষুদ্র চৈতন্য মহাচৈতন্যে মিশতে বাধা কি? মা বিশ্বজননি, আগে ভাবতাম, "অহং ব্রহ্ম" কি ভয়ানক কথা? এখন দেখ্‌চি সবই তুমি! মা বোসো, একটা গল্প করি।

এক রাজা ছিলেন, তাঁর এক রাণী ছিলেন; এক প্রকাণ্ড রাজ্য ছিল, আর এক দাসী ছিল। রাজার নাম সূর্য্যদেব, রাজ্যের নাম আকাশ, রাণীর নাম পদ্মিনী, দাসীর নাম উষা। দাসী ভোরে উঠে অন্ধকার ঝাঁট দিত। তারপর রাজা আদিত্য দেব উদয় হতেন। উষা বড় ভক্তিমতী, পরম

বৈষ্ণবী। রাণী আত্ম জ্ঞানী, বলতেন "সূর্য্যই ব্রহ্ম।"

একদিন ঊষা ভোর বেলা ঝাঁট দিতে এসেছে, এলেই রাণী বল্যেন "এই সূর্য্যদেব উদয় হলেন।" তাই শুনে ঊষা বল্যে, সে কি? সূর্য্যদেব কই? আমার সম্মুখে ত সূর্য্যদেবের কোন চিহ্নই দেখি না। তবে সূর্য্যদেব উদয় হলেন কি রূপে? অসম্ভব। আমি ঊষা এলাম, এসে অন্ধকার ঝাঁট দিলাম, চারিদিক পরিষ্কার করলাম। সূর্য্যদেব কি নিজে চারিদিক ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করতে আসবেন! আমি দাসী আছি, কি জন্য? রাণী বলছেন,—সূর্য্যদেব এলেন, কিন্তু আমি যে ঊষা-দাসী এসেছি, বুঝতে পারেন নাই। তখন রাণী তাই শুনে বল্যেন, ঊষে, "তুমিই তিনি।" তত্ত্বমসি তৎ ত্বম্ অসি।" তুমিই সেই। ঊষা বল্যে, মাতঃ সূর্য্যদেব জগতের বিধাতা, আমি তাঁর দাসী। তাঁর অসাধারণ তেজে মৃদু স্বভাবা আমি ভস্ম হয়ে যাই! আপনি বল্যেন, তুমিই তিনি। কি ভয়ানক কথা! এরূপ কথা বল্‌তে নাই।

রাণী বল্যেন, ঊষে, তোমার নিজের

অস্তিত্বই নাই। সূর্য্যের উদয়েই তোমার উদয়। তোমার উষা নামটী কল্পনা মাত্র। দেখ্‌তে দেখ্‌তেই তুমি বিলয় পাবে। উষা বল্যে, মা কি বল্যেন? আমি বিলয় পাব? না। আমি আজ যাব, কাল আবার আসব।

রাণী বল্যেন তা সত্য, যত দিন সূর্য্য আসবেন, ততদিন তুমিও একবার একবার আসবে। তাঁর আসাও যা, তোমার আসাও তাই। উষা বল্যে, হতেই পারে না, তবে কি "আমি" নাই? আমাতে সূর্য্যেতে এক? অসম্ভব কথা। শুনলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়।

রাণী উষাকে বুঝাতে পারলেন না। বল্যেন, ভাল, এখন কেবল তোমার সম্মুখেই দৃষ্টি, সম্মুখেই দৌড়, এখন এ কথা বুঝতে পারবে না। যখন তুমি পশ্চাতে ফিরে দেখবে, তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে—সূর্য্যই আস্‌চেন, তুমি কেহই নয়।

মা, উষা যতক্ষণ তর্ক করেছে ততক্ষণ সে নিজে ছিল। যেই পশ্চাতে ফিরে সূর্য্য দেখেছে, আর নিজে নাই। তখন সে আপনার অস্তিত্ব হারিয়েছে। তাতে উষার ভয় কি? তবে নব বধূ যেরূপ স্বামী

সঙ্গে একটু ভীত ও কম্পিত হয়, ঊষাও সেইরূপ হয় মাত্র।

ভুবনমোহিনী মা, আমি যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলি, ততক্ষণ থাকি; যেই জ্ঞান-চক্ষু বিস্ফারিত করে তোমার মুখের দিকে ফিরে চাই, অমনি আমি থাকি না।

"এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা
মুছে ফেলে দয়াময়ি, দেও এসে দেখা।" (রবি)

মা, রবি-ছবিটী তোমার প্রমোদ উদ্যানের 'বাহবা ফুল।'

মা, তবে "আমি আমি" করে কে? সে কেবল তোমারই "অদূরাগমন।" "অদূরাগমন" কি? বলি। অন্তর্যামিনী মা, তোমার মনে আছে, সেই কৃষ্ণ-নগরের ব্রজবাবুর স্কুলে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন একদিন সৌরেশ পণ্ডিত মশায় বল্যেন—"ঊষা আসিয়া বলে, সূর্য্য আসিতেছেন" এইটীর সংস্কৃত কর। কত ছেলে কত রূপ বল্যে, আমি বল্যাম, পণ্ডিত মশায়,

প্রভাকরাদূরাগমনং প্রভাতেন প্রকাশ্যতে।

পণ্ডিত মশায় আমাকে কোলের কাছে লয়ে বল্যেন

হাঁ বেশ হয়েছে, একটু দোষ হয়েছে। আমি বল্যাম, পণ্ডিত মশায় উষা কে? তিনি বল্যেন, উষা ত্রিদিব-দুহিতা, সুরবালা। আমি সেই হ'তে ভাবতাম—উষা কে? মা, শেষে বুঝলাম, সূর্য্য আসচেন, তাকেই বলে উষা। সূর্য্যের সেই অদূরা-গমনই উষা। তেমনি মা, এখন বুঝলাম, ব্রহ্মময়ি তুমি আসচ, তাকেই বলে "আমি।" তোমার অদূরাগমনই আমি। মা ব্রহ্মময়ি, বেশ দেখালে—আমিই সেই উষা, আমার পশ্চাতেই তুমি সূর্য্য উদয় হচ্ছ। তোমার পশ্চাতেই পূর্ণব্রহ্ম। মা, যেমন নক্ষত্র লুকায় উষার বুকে, উষা লুকায় সূর্য্যের বুকে, সূর্য্য লুকায় ব্রহ্মবুকে, তেমনি সংসার লুকাল আমার বুকে, আমি লুকালাম তোমার বুকে, তুমি লুকালে ব্রহ্মবুকে! আজ আনন্দের সীমা নাই। উষা যেমন সূর্য্যের মুখের আভা, মা, আমি তেমনি তোমার বুকের শোভা। তুমি যেমন ব্রহ্মমণির জ্যোতিঃ, মা, আমি তোমার বক্ষ-মণির দ্যুতি। মা, কেমন ফুটেছে আমার প্রভা? যেমন তোমার পদে রক্ত জবা!

মা, তোমার সঙ্গে কথায় কথায় একাদশ রজনী

কাটালাম। এখনি প্রভাত হবে, সংসার কাজে যেতে হবে, তোমাকে ভুলে থাকব; দেখো, যেন তুমি ভুল না। বাহ্যভাবে লোকের সঙ্গে যেই মিশ্‌ব, সেই তোমাকে ভুলে যাব। মা, আমি তা আগেই ব'লে রাখছি—আমার এই অসময় তুমি যেন আমাকে ভুল না। মা, আমার হাত ধরে রেখ, যেন ভব-সাগরে ডুবে না মরি!—

(গীত—ললিত।)

প্রভাতে ধরিয়ে হাতে কর্ম্মপথে লও জননি।
মা তুমি আমার দিবা, এ দিবা ঘোর রজনী॥
জাগায়ে সংসার কার্য্য, আবরিছে তব রাজ্য,
বাহ্য দৃষ্টি দিয়ে সূর্য্য, আমায় অন্ধকরে ত্রিনয়নি॥

দ্বাদশ নিশি।

বুড় দেখছে যম। শেয়ালের গল্প।

মা, আমার এই শ্রান্ত বার্দ্ধক্যে আমি দেখ্‌ছিলাম, আমার প্রাণরূপ সূর্য্য অস্তাচলে যাচ্চেন। পশ্চিম আকাশ রক্ত রাগ ধারণ করছে। সন্ধ্যার ঘোর ঘোর অন্ধকার ঘিরে আস্‌চে। সব যেন সারা

হল। যেন শয্যা পাত্‌বার উদ্‌যোগ করছিলাম। লোক বলছিল—বয়সও অনেক হয়েছে, আর কেন? অনেক ভাবনা-চিন্তায়, লিখে লিখে ক্লান্ত হয়েছ, এখন বিশ্রাম কর। ভাবলাম, তাই বটে, দাঁত পড়েছে, শরীর শিথিল হয়েছে, আর বা ক'দিন? সব ত সারা হ'ল।—"কে বা কার, কে তোমার?" দু'দিনের খেলা ফুরিয়ে এল। এখন আর চল্‌তে ফির্‌তেও পারি না। দু'টী খাই, আর বসে বসে হরিনাম করি।

মা, এর মধ্যে এ কি দেখছি? কি আশ্চর্য্য! ঐ যে ঘোর ঘোর অন্ধকার ভেদ ক'রে পূর্ব্বকাশে আলোক উঠ্‌চে। ঐ যে পশ্চিমের রক্ত রাগ পূর্ব্বাকাশে দেখা যাচ্চে। ঐ যে উদয়াচলে আজ তোমার ভুবন-মোহন ছবি উদয় হচ্চে। ঐ যে শত-সূর্য্য-বিনিন্দিত তোমার প্রসন্ন মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উদয়াচলে প্রকাশ পাচ্চে; মা, সুকর্ম্মা, তুমি যে আবার আমার বাল্য কাল আনচ দেখচি। শিশু যেমন চাঁদ দেখে দেখে হাঁসে, হেঁসে হেঁসে শেষে কুটী কুটী হয়, তেমনি তোমার মুখ দেখে আমার মুখে হাসি যে আর ধরে না! মা কোথায় ছিলে?

একটা গিণ্টিকরা চক্‌চকে সূর্য্য-পুতুল আমার সম্মুখে দিয়ে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? সে ত বাহ্যিক পদার্থ। আমি ভাবতাম—এই দিন হ'ল, এই রাত হ'ল, এই বালা গেল, এই যৌবন গেল, এই বুড় হলাম,—সবই গেল গেল গেল, এল কেবল যম।

মা, এ কি স্বপ্ন দেখছিলাম? মা তোমাকে উদয়াচলে দেখে আমার যে আবার সকল সাধ কেঁচে বসল! এখন দেখচি, তোমার মুখ দেখে, আমার চির-অম্লান প্রাণ-শতদল সংসার-স্রোতের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে নৃত্য করচে। মা, তুমি আমার চির-অম্লান সূর্য্য, তোমার এ সূর্য্যমুখী ফুল এবার চির প্রস্ফুটিত হল! মা, শিশু চাঁদ ধরতে চায়, বুড়রা বলে—চাঁদ কি ধরা যায়? আমার মনও আজ তোমাকে ধরবার জন্য ছুটে যাচ্চে; বুড়দের কথা শুনিনা, ওরা কেবল আগুনে ঠাণ্ডা জল ঢালে! জানি না, পারি না, হয় না, ও সব বুড়র কথা আর মানিনা। চাঁদ যে ছেলের সঙ্গে খেলা করে, ছেলের সঙ্গে মৃদু মধুর কথা বলে, আলাপ করে, বুড়র বুদ্ধিতে তা আসবে কি ক'রে? ছাই-মাটী ভেবে ভেবে, ওদের দফা সারা হয়েছে! ওদের অর্থ-

নীতি, সংসার-নীতি, ওদের দুর্গতির চরম করেছে! টাকা টাকা ক'রে ক'রে, ওরা ওদের বাবার নাম ভুলে গেছে। মা যে কি, আর মায়ের ছেলে যে কি, সে অমৃতের কথা ভুলে গিয়ে বিষের পুটুলি মাথায় তুলে নিয়ে বসে আছে। মা ওকি দুর্দ্দশা! তোমার নাম তারা কেউ করেনা, তাই মরতে বসেছে, আর বলছে—সব গিয়েছে, এইবার যম আসছে।

মা, আমি মায়ের বাছা, আমি কেন মরব? আমার মা থাকতে মরব না, মা থাকতে বুড় হব না, মায়ের কোল থাকতে মাটিতে শোব না। এই যে নৃত্য, মায়ের কোলে শিশুর নৃত্য, মা থাকতে এ নৃত্য আর থামবে না। আমি ডেকে হেঁকে বলি—ওরে ভাই শুনে যা, ওরে পথিক দাঁড়া শুনে যা, ওরে পশু পক্ষী শুনে যা,—আমার যৌবন আসচে, সামনে। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, তুমি সাক্ষী, তোমার ন্যায় সতেজ নব যৌবন, অম্লান যৌবন, আমার সামনে! আমার চিরকালের সাধ নবযৌবন, সেই অধ্যাত্ম যৌবন, আমার মা যোগমায়ার শ্রী-বৃন্দাবনে, নিত্য নব-নবায়মান হ'য়ে ফুটে পড়চে!

যা বুড়, তোরা মরগে যা, আমি আমার মায়ের

কোলে উঠে নাচ্‌তে নাচ্‌তে, তোদের মরণের রাজ্য থেকে, বিদায় হয়ে, চলে যাই! আর যদি মরণের দেশ ছাড়্‌তে চা'স্‌, তবে আমার সঙ্গে আয়, মায়ের কোলে মানুষ হবি, নবযৌবন পাবি, তখন বলবি—

নৃত্যগীতই কর্ম্ম মোদের, ভাবনা চিন্তা জানি না,
"নবযৌবন" ধর্ম্ম মোদের, বৃদ্ধ হওয়া মানি না।

ও ভাই, শিশুকালে মধুর হাসি হেসে বলেছিলে "মা, তোর কোল থেকে আর নাম্‌ব না!" আজ বুড় হয়েছ, তোমার সে মায়ের কোল আজ কোথায়?

ওরে যুবক, তুই যে বলেছিলি, "সারারাত্রি আমোদ করব, নাচ্‌ব, গাইব;" আজ বৃদ্ধ হয়েছিস, আজ তোর সে সারা রাত্রের নৃত্যগীত আমোদ কোথায়? ওরে বালক, মায়ের অমৃত ক্রোড় কোথায় হারালি? ওরে যুবক তোর সে যৌবন রসের ফোয়ারা কোথায় হারালি? তোর সে নবীন প্রেম, নবানুরাগ আজ কোথায়? "যৌবন, জোয়ারের জল" তোরে আজ কাদায় বসিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে! আজ কি ভূত তোর ঘাড়ে চেপেছে? ঐ দেখ্‌ ভূত প্রেত জরা-মৃত্যু

বিকট দশনে তোর সামনে নৃত্য করচে।

মা খুব "শেয়ালে ফাঁকি" দিয়েছ। একটা শেয়ালের গল্প বলি, মা শুনবে?

একটা কুমীর শেয়ালকে বলেছিল—ওহে একটা কথা শোন, জলের ধারে এস, একটা গোপনীয় কথা আছে। তোমাকে একটী অমূল্য রত্ন দেব। শেয়াল আস্তে আস্তে একটা বটের শিকড়ের উপরে জলের ধারে দাঁড়াল। কুমীর এসেই টপ্ করে তার পা ধরেছে; তখন শেয়াল বল্যে, রে নির্ব্বোধ, ধরবি পা, না ধরে, ধরেছিস বটের শিকড়।" অমনি কুমীর পা ছেড়ে দিয়ে নিকটস্থ বটের শিকড় চেপে ধরেছে! আর শেয়াল "দে-দৌড়!" ছুটে পালিয়ে গেল।

মা, আমাকে বলেছিলে, এক অমূল্য রত্ন দেব, "যৌবন"। আমি আর আহ্লাদে বাঁচিনা। ওমা, শেষে দেখি যৌবন না "অশ্বডিম্ব" ঠিক যেন দিল্লির লাড্ডু। এমনি মুস্কিল যে, খেতে গিয়ে গলায় বেধে গেল, শেষে নামেও না, ওঠেও না। প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

মা, লোক তোমাকে ধরেও ছেড়ে দিচ্চে।

আবার সেই "অমূল্য রত্ন" কামিনী-কাঞ্চন-বটের শিকড় পুনঃ পুনঃ চেপে ধরচে। হায় হায়, মা জীবের গতি কি হবে? সূর্য্যকে দেখবার জন্য সূর্য্যই যেমন নিজ গুণে আলোক দান করেন, মা গো চণ্ডিকে, অম্বিকে, বিশ্বজননি, তোমাকে দেখবার জন্য তুমিও তেমনি নিজ গুণে আলোক দান কর, যেন তোমার ভক্তেরা তোমার মধুময়া চণ্ডী বুঝ্‌তে পারেন, আর তোমাকে পেয়ে চিরসুখী হন।

মা, শেয়ালের গল্প তোমায় বল্যাম। তুমি গল্প ময়ী. তোমাকে আর একটা বাঘের গল্প একদিন শোনাব। মা তুমি যে আমার উপন্যাস, তুমি যে নবন্যাস, তুমিই শেষে আমার সন্ন্যাস!

মা, তোমাকেও কিন্তু একটা গল্প বল্‌তে হবে। তুমি যে আমার সঙ্গে গল্প কর, তা লোকে বিশ্বাস করতে পারেনা। মা রাত দিন তুমি যে আমার অন্তরে কথা বল্‌চ, তা অন্যে শুনবে কি ক'রে? বুঝবেই বা কি করে? "ও মা, তুমি জান আর আমি জানি, আর যেন কেউ নাহি জানে।"

আচ্ছা মা, অনেক দিন ধরে তুমি আমকে

ভূতের গল্প শুনাচ্ছ। আমি ভূতের গল্প শুন্‌তে বড় ভালবাসি। আগে শুনে শুনে ভয় হত, এখন আর মোটেই ভয় হয় না। আবার তুমি ছেলে ভুলাতে ভূত সেজেও থাক, তাতেও আর আমার ভয় হয় না। মা তোমার সেই ভাল গল্পটা বল, সেই "পঞ্চভূতের গল্প" বল শুনি। মা, ভাবনা চিন্তার হাত এড়ালাম! এখন কেবল গল্প বল। এখন প্রাণভরে হাস্‌ব। অনেক কেঁদেছি, কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছি! আর কাঁদব না। কাঁদার দিন আজ শেষ হল। তোমার মুখ দেখলে প্রাণ-ভরা হাসি ফুটে ওঠে। আজ তোমার আঁচল ধরে মা তোমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ঘুরপাক দেব, আর প্রভাত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল মুখে, সকল ছেলেয় মিলে গান ধরব—

গাঙ্গের দুকুল, আমের মুকুল,
নাইত মোদের মৃত্যু ভয়!
কচি কচি কিশলয়—জগৎ আনন্দময়!
অশ্বথের নবীন পাতা, নমোনমঃ জগৎ মাতা।
ছেঁড়া পাতাটি মাথায় দিলে মণিমুক্ত দোলে,
কচি পাতাটী মাথায় দিলে মা করবে কোলে,

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে অমরতা মিলে,
ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের মূলে!
আনি মানি জানি না, বুড় হওয়া, মানি না।
মায়ের কোলে দুল্‌চে ছেলে
আয় দেখে যা, সকল ফেলে!
শুকায় না রে, ফুল ফল,
আনতে যায় সব, নূতন বল!
ফুল ফুটেছে, সবজি ঘাসে,
সেও যে দেখি, মুচ্‌কি হাসে।
বনের ভিতর ফুলটী ফোটে,
আকাশ পানে গন্ধ ছোটে।
ফুল শুকালে ঝরেযায়, সৌরভের কি ক্ষতিতায়
দেহপদ্ম ঝরা ঝরা, উড়ে যাবে মন-ভ্রমরা
চিরযৌবন আসবে মনে, যাব মায়ের বৃন্দাবনে।
বৃন্দাবনের মাঠেঘাটে, রসের চোটে দাড়িম ফাটে
আনি মানি জানি না, বুড় হওয়া মানি না।
আমার কথা ফুরায় না, নটে গাছটী শুকায় না।
কেনরে নটে শুকাসনে? মায়ের কথা ফুরাসনে।

(ক্রমশঃ)